The Weekly Bangla Patrika
সফলতার ২৮ বছরে
# বাংলা পত্রিকা
www.banglapatrikausa.com
বর্ষ ২৮ সংখ্যা ৪১ সোমবার আষাঢ় ২৪ ১৪৩১ মহররম ১ ১৪৪৬ Vol. 28 Issue 41 July 8 USA. Free in NY, Other State $1

যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লীগে যেমন অভিষেক সাকিবের

বিস্তারিত দেখুন খেলার পাতায়

কোটি টাকার সম্পদে কি আছে সানিয়া মির্জার

বিস্তারিত দেখুন খেলার পাতায়

## তীব্র তাপপ্রবাহে ঝুঁকিতে যুক্তরাষ্ট্রের ১৩ কোটি মানুষ

**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:**
দীর্ঘ তাপপ্রবাহের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের ১৩ কোটির বেশি মানুষ ঝুঁকিতে পড়েছে। উচ্চ তাপমাত্রার মধ্যেই রেকর্ড ভেঙেছে তাপপ্রবাহের। পূর্বাভাসকারীরা জানিয়েছেন, পূর্ব উপকূল থেকে পশ্চিম উপকূলজুড়েই এই তাপপ্রবাহ অনুভব হবে। জাতীয় আবহাওয়া বিভাগের কর্মকর্তা জ্যাকব অ্যাশারম্যান বলেছে, প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর-পশ্চিম, মধ্য-আটলান্টিক ও উত্তর-পূর্বের কিছু অংশে তাপমাত্রা ৩৮ ডিগ্রিতে পৌঁছাতে পারে। গত শনিবার *(বাকি অংশ ২৭ এর পাতায়)*

# যুক্তরাষ্ট্রে আবার কোভিডের নতুন ভ্যারিয়েন্ট

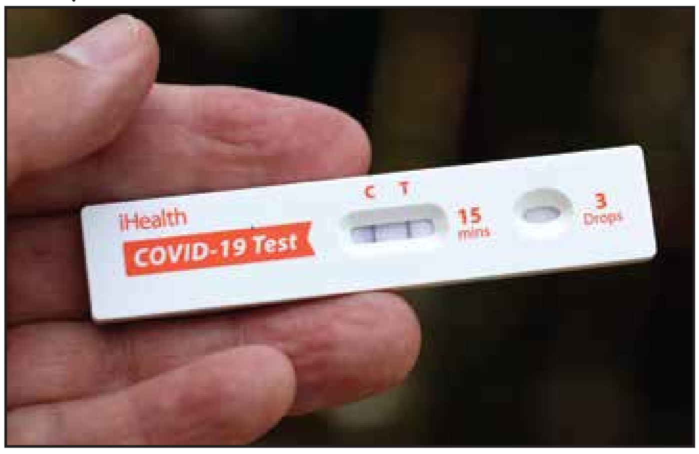


**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:**
নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রে আবার কোডিভের নতুন ভ্যারিয়েন্ট উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে। বিশেষ করে নিউইয়র্কে ব্যাপক আকারে কভিডের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায় কর্তৃপক্ষ সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান জানিয়েছে। গভর্নর ক্যাথি হোকুল শনিবার (৬ জুলাই) কোভিডের প্রাদুর্ভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সেই সাথে তিনি সতর্কতা অবলম্বনেরর আহ্বান জানিয়েছেন।
গভর্ণর ক্যাথি হোকুল বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র জুড়েই কোডিডের নতুন ভ্যারিয়েন্ট লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নিউইয়র্কও এর বাইরে নয়। সামার মৌসুমে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নাম জনসমাগম বেড়ে যাওয়ায় কভিড নতুন করে বেড়ে গেছে। বিশেষ করে প্রচন্ড গরম জনগণকে ঘরের বাইরে নিয়ে আসছে।
এদিকে গত বৃহস্পতিবার (৪ জুলাই) নিউইয়র্কের স্বাস্থ্য বিভাগ এক বিবৃতিতে একটি সতর্কতা নির্দেশিকা জারি করে জানায় যে, চলতি মাসের মে এবং জুন মাসে নিউইয়র্কসহ পুরো দেশে কোভিডের নতুন ভ্যারিয়েন্ট 'ফ্লার্ট এর সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সিটির তথ্য অনুসারে, গত ২ মাসে কোভিড কেস ২৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তথ্য অনুসারে ২২ জুন পর্যন্ত গড়ে প্রতিদিন ৬৮৭ জন ব্যক্তি কোভিডে আক্রান্ত হয়েছে, যার মধ্যে একটি মৃত্যুর লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। মহামারী বিশেষজ্ঞরা জানান, গ্রীষ্মে কোভিডের সংক্রমণ বাড়তে পারে। এছাড়া প্রাপ্তবয়ষ্ক এবং গুরুতর রোগ আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য কোভিডের উচ্চ ঝুঁকি রয়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগের নির্দেশকায় কোভিডের লক্ষণ দেখা দিলে আলাদা থাকার আহ্বান করা হয়েছে। এছাড়া ওই সময় সিডিসির স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

## ইতিহাসে সর্বোচ্চসংখ্যক নারী যুক্তরাজ্যের মন্ত্রিসভায়

যুক্তরাজ্যের মন্ত্রিসভায় স্থান পাওয়া নারী সদস্যরা যথাক্রমে- অ্যাঞ্জেলা রেইনার, র‍্যাচেল রিভস, ইভেট কুপার, শাবানা মাহমুদ, ব্রিজেট ফিলিপসন ও লিজ কিনডাল। ছবি: বিবিসি

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:**
ব্রিটেনে দীর্ঘ ১৪ বছর পর ক্ষমতায় ফিরেছে লেবার পার্টি। দলটির নেতা কিয়ার স্টারমারকে এরই মধ্যে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন ব্রিটিশ রাজা চার্লস তৃতীয়। নিয়োগের পরপরই নিজের মন্ত্রিসভা চূড়ান্ত করেছেন কিয়ার স্টারমার। ২২ সদস্যবিশিষ্ট এই মন্ত্রিসভায় ১১ জনই নারী, যা ব্রিটেনের ইতিহাসে রেকর্ড। ব্রিটেনের ইতিহাসে কখনোই মন্ত্রিসভার অর্ধেক নারী সদস্যের উপস্থিতি ছিল না। এমনকি এর আগে কখনোই কোনো নারী দেশটির অর্থমন্ত্রী তথা চ্যান্সেলর অব এক্সচেকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেননি। সেই বিবেচনায় কিয়ার স্টারমার তাঁর মন্ত্রিসভায় বেশ নতুনত্বই এনেছেন।
এদিকে যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্ট *(বাকি অংশ ২১ এর পাতায়)*

### হোয়াইট হাউজে চিকিৎসকের ভিজিট ঘিরে জল্পনা চরমে

# বাইডেন কি পার্কিনসন্স রোগে আক্রান্ত ?

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:**
সাম্প্রতিক সময়ে একের পর এক 'ভুল' করেছেন জো বাইডেন। সাক্ষাৎকার থেকে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বিতর্ক, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে জড়িয়ে গেছে তার কথা। এরই মাঝে এবার এক রিপোর্টে দাবি করা হল, গত জানুয়ারী মাসে বাইডেনকে দেখতে এসেছিলেন পার্কিনসন রোগ বিশেষজ্ঞ। এতে বাইডেনের শারীরিক অবস্থা নিয়ে আরও জল্পনা বেড়েছে।
গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ১৭ জানুয়ারী পার্কিনসন বিশেষজ্ঞ ড. কেভিন কানার্ড হোয়াইট হাউসে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বাইডেনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ড. কেভিন ও' কনরের সঙ্গে দেখা করেন। দুই চিকিৎসকের মধ্যে কী কথা হয়েছিল, তা জানা যায়নি। তবে এই প্রতিবেদন সামনে আসতেই জল্পনা শুরু হয়েছে, বাইডেনের কি তাহলে পার্কিনসন হয়েছে? এদিকে সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমকে বাইডেনের সহযোগীরা বলেছেন, সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ভালোভাবে কাজ করতে পারেন বাইডেন। তারপরই তিনি একটু দুর্বল বোধ করেন এবং তার কথা জড়িয়ে যায়।

নিজেকে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী ভাইস প্রেসিডেন্ট বললেন বাইডেন

এদিকে ফের বড়সড় ভুল করলেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। সম্প্রতি নিজেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী ভাইস প্রেসিডেন্ট বলে দাবি করেন তিনি। সম্প্রতি একটি রেডিও চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বাইডেনকে বলতে শোনা যায়, যুক্তরাষ্ট্রেরপ্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি গর্বিত। একটি এক্স হান্ডেলের পোস্টে বাইডেনের এই মন্তব্যের অডিও পোস্ট করা হয়। ২০০৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট নতুন হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন

*(বাকি অংশ ১০ এর পাতায়)*

## ব্রিটিশ হাউজিং মিনিস্টার রুশনারা আলী

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:**
ব্রিটিশ সরকারের মন্ত্রী তালিকায় স্থান করে নিলেন রুশনারা আলী। তিনি সরকারের হাউজিং বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পলিসিগত ডেভেলপমেন্টের দায়িত্ব পেলেন। পাঁচবারের এমপি রুশনারা আলী ২০১০ সালে প্রথম ব্রিটিশ বাংলাদেশি হিসেবে এমপি হয়ে ইতিহাস রচনা করেন। রুশনারা বিরোধী দলে থাকলেও সরকারের নানা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন। এদিকে, একই দিনে সরকারের সিটি মিনিস্টার হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন শেখ রেহানা কন্যা টিউলিপ সিদ্দিক।

## যুক্তরাষ্ট্রে ২ লক্ষাধিক নতুন কর্মসংস্থান

**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:**
চলতি বছরের গেলো জুন মাসে শ্রম বিভাগ যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমবাজারে রেকর্ড পরিমাণে নতুন কর্মী নিয়োগ প্রদান করেছেন। এ নিয়োগের সংখ্যা প্রায় ২ লাখ ৬ হাজার নতুন কর্মী। অর্থনীতিবিদরা পূর্বাভাস করেছিলেন যে, জুনে ১ লাখ ৯০ হাজার নতুন নিয়োগ হবে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম বাজারে। এদিকে শ্রম বিভাগ জানিয়েছে পূর্বাভাসের চেয়ে বেশি নিয়োগ হলেও বেকারত্বের হার ৪ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৪ দশমিক ১ শতাংশ। সংশ্লিস্ট সূত্রে জানা গেছে, মে মাসের পর ফের উচ্চতর নতুন নিয়োগ দেখে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমবাজার। গত জুন মাসে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমবাজারে যুক্ত হয়েছে ২ লাখ ৬ হাজার নতুন কর্মী। বিশ্লেষকরা বলছেন, পূর্বাভাসের তুলনায় বেশি নিয়োগ উচ্চ সুদহারের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির সক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে। অর্থনীতিবিদদের পূর্বাভাস ছিল, জুনে ১ লাখ ৯০ হাজার নতুন *(বাকি অংশ ১০ এর পাতায়)*

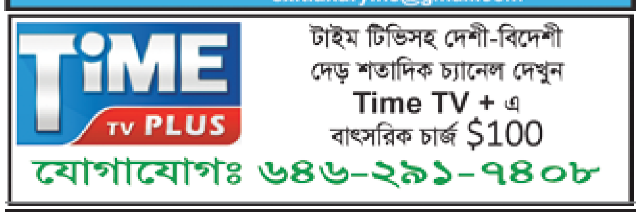

# নেহলিনে'র গ্র্যাজুয়েশনে পারিবারিক মিলনমেলা

যুক্তরাষ্ট্রের জ্যামাইকায় বসবাসরত বাংলাদেশী দম্পতি এবং নিউইয়র্কের ফুড স্ট্যাম্প ডিপার্টমেন্টের এইচ আর শাখার সুপাভাইজার রুবেল আহমদ ও এসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর রহিমা বেগমের বড় কন্যা নেহলিন আহমেদের গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন হওয়ায় পারিবারিক মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়। রবিবার ৭ জুলাই নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ড পার্কে এই মিলনমেলায় উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলম্যান ফয়সল আহমদ, আলী আমজদ, সৈয়দ দুদু মিয়া, সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, কুলাউড়া এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জাবেদ আহমদ, মাহমুদ আহমেদ, ইরতিজা আহমেদ, হারুনুর রশীদ তালুকদার, আব্দুল জব্বার সিদ্দিকী, সৈয়দ রুহুল ইসলাম, মাওলানা তারেকুল ইসলাম, সুমন আহমদ ও জাবেদ আহমদসহ পারিবারিক ও প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজনরা।

দিনব্যাপী মিলনমেলায় এ দেশী ফলফলাদিসহ বিভিন্ন রকমারী খাবার আয়োজন ছিলো। এছাড়া আনন্দ আড্ডায় আমন্ত্রিতরা সবাই যোগ দেন।

এ সময় রুবেল আহমদ ও রহিমা বেগম তাঁদের বড় কন্যা নেহলিনের উজ্জ্বল ও সাফল্যময় ভবিষ্যতের জন্য দোয়া কামনা করেন।

নেহলিন তার এ সাফল্যে বাবা-মা আত্মীয় স্বজনসহ শিক্ষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। আগামীতে উচ্চ শিক্ষা সম্পন্ন করে সে একজন কর্পোরেট ল'য়্যার হতে চান বলে জানান।

GLOBAL
Tours & Travel
BOOK YOUR FLIGHT
WITH OUR OTA
www.globaltravelbd.com
"We provide 24/7 customer support"
FLIGHT
VISA
HOTEL
$300
OFF
* Minimum $10000 cash purchase required
CALL NOW
718-406-9745
718-200-2655
Md Shamsuddin
PRESIDENT & CEO
Global Tours & Travel
World Tours & Travel

Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
MIRZA M ZAMAN
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

TiME
TV PLUS
TV
BOX
১৫০ + চ্যানেল
নন-স্টপ
বিনোদনকে
হ্যালো বলুন
VIZIO
TiME
television
টোটাল চ্যানেল ১৫০+
প্রবাসী ১৭
বাংলাদেশী ৪১
ইন্ডিয়ান বাংলা ১৫
ইংলিশ ২৩
হিন্দি ২০
স্পোর্টস ১৯
কিডস ৬
ইসলামিক ৮
মিউজিক ২
Address: 3650, 38th St, 2nd Fl Long Island City, NY 11101. Mobile: +1 (718) 753 0086.

সফলতার ২৮ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika, July 08 : 2024. USA
Editor: Abu Taher
The Weekly Bangla Patrika
Tel: 718 482 9923
718 482 1169
Fax: 718 482 9935



## সম্পাদকীয়

# পরাজয় মেনে নেওয়ার সংস্কৃতি অনুসরণযোগ্য

## *লেবার পার্টির বিশাল বিজয়*

ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচনে কনজারভেটিভ অর্থাৎ রক্ষণশীল দলের বড় ধরনের পরাজয় ঘটেছে। এ সম্পাদকীয় লেখার সময় পর্যন্ত লেবার পার্টি হাউজ অফ কমন্সের ৬৫০টি আসনের মধ্যে ৪১২টি পেয়ে ভূমিধস বিজয় পেয়েছে। আর কনজারভেটিভ পার্টি পেয়েছে ১২১টি আসন। ব্রিটেনের নির্বাচন বাংলাদেশের মানুষের জন্য এক অতি আগ্রহের বিষয়। প্রথমত, ব্রিটেনে অসংখ্য বাংলাদেশি দীর্ঘদিন থেকে ইমিগ্রান্ট হিসাবে বসবাস করছেন। দেশটির রাজনীতি ও প্রশাসনেও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বাংলাদেশীর অংশগ্রহণ রয়েছে। যেমন, এবারের নির্বাচনেও বঙ্গবন্ধুর দৌহিত্রী টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক টানা চতুর্থবারের মতো এমপি নির্বাচিত হয়েছেন। টানা পঞ্চমবারের মতো জিতেছেন রুশনারা আলী, আরও জিতেছেন আফসানা বেগম।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ব্রিটেনে ওয়েস্ট মিন্সটার টাইপের গণতন্ত্র চালু রয়েছে। এ পদ্ধতির গণতন্ত্র আমাদের দেশেও চর্চা হচ্ছে। ব্রিটেনে দুই প্রধান বিরোধী দল-লেবার ও কনজারভেটিভই ক্ষমতা ভোগ করে থাকে, অর্থাৎ এ গণতন্ত্রকে বাই-পার্টি ডেমোক্রেসীও বলা যায়। কনজারভেটিভ দল গত টানা ১৪ বছর ক্ষমতায় থাকার পর এবার ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে। লেবার পার্টির মূল নেতা কিয়ার স্টারমার হতে যাচ্ছেন নতুন প্রধানমন্ত্রী। ব্রিটেনের গণতন্ত্রের বড় সৌন্দর্য এই যে, ভোটে কোনো কারচুপি হয় না এবং পরাজিত দল ফলাফল মেনে নেয়। এবারও যেমন সম্পূর্ণ ফলাফল ঘোষণার আগেই ক্ষমতাসীন দলের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক বিজয়ী লেবার নেতা স্টারমারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এই রাজনৈতিক সংস্কৃতি আমরা এখনো রপ্ত করতে পারিনি।

*ব্রিটেনে দুই প্রধান বিরোধী দল-লেবার ও কনজারভেটিভই ক্ষমতা ভোগ করে থাকে। কনজারভেটিভ দল গত টানা ১৪ বছর ক্ষমতায় থাকার পর এবার ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে। লেবার পার্টির মূল নেতা কিয়ার স্টারমার হতে যাচ্ছেন নতুন প্রধানমন্ত্রী। ব্রিটেনের গণতন্ত্রের বড় সৌন্দর্য এই যে, ভোটে কোনো কারচুপি হয় না এবং পরাজিত দল ফলাফল মেনে নেয়। এবারও যেমন সম্পূর্ণ ফলাফল ঘোষণার আগেই ক্ষমতাসীন দলের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক বিজয়ী লেবার নেতা স্টারমারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এই রাজনৈতিক সংস্কৃতি আমরা এখনো রপ্ত করতে পারিনি।*

ব্রিটেনের এ নির্বাচনে একটি বড় ইস্যু বহুলাংশে দুই দলের ভাগ্য নির্ধারণ করেছে বলা যায়। আর তা হলো 'রুয়ান্ডা নীতি'। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক ব্রিটেনে রুয়ান্ডার আশ্রয়প্রার্থীদের স্বদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অন্যদিকে, লেবার পার্টি বলেছিল, তারা ক্ষমতায় গেলে এই নীতি বাতিল করা হবে। এই নীতির প্রশ্নে ব্রিটেন কার্যত দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।

কনজারভেটিভ দলের হেরে যাওয়ার পেছনে আরও কারণ রয়েছে অবশ্য। সেগুলোর একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা। অভিবাসী ইস্যুতেও দুই দলের মধ্যে রয়েছে মতপার্থক্য। তৃতীয়ত, কনজারভেটিভ দল টানা ১৪ বছর ক্ষমতায় থাকায় ভোটাররা শাসনব্যবস্থায় একটা পরিবর্তনও চেয়েছিলেন। তবে ওয়েস্ট মিন্সটার ডেমোক্রেসিতে একটা শুভংকরের ফাঁক রয়েছে বটে। এ গণতন্ত্রে পপুলার ভোটের সমানুপাতিক আসন সংখ্যা নির্ধারিত না-ও হতে পারে। এবার পপুলার ভোটের শতকরা হার হিসাব করলে কনজারভেটিভের পরাজয় অনেক বড় প্রতীয়মান হয়। লেবার পার্টি পপুলার ভোট পেয়েছে প্রায় ৩৪ শতাংশ ও কনজারভেটিভ প্রায় ২৪ শতাংশ। আসন সংখ্যায় দেখা যাচ্ছে বিশাল ব্যবধান।

আমরা পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারকে অভিনন্দন জানাই। অন্যদিকে বিজিত কনজারভেটিভ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের প্রতি রইল সহমর্মিতা। ব্রিটেনে নতুন যে সরকার গঠিত হতে যাচ্ছে, সেই সরকার দেশটির অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতিতে সুবিবেচনার পরিচয় দেবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা। নতুন সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক আরও জোরদার হবে বলে আমরা আশা করছি।

# সরকারি চাকুরিতে কারা যায়!

*(শেষ পাতার পর)* সাধারনত: মধ্যবিত্ত বা গরীব ঘরের ছেলেমেয়েরা, যারা নিত্য অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে। অর্থকষ্ট বঞ্চনা লাঞ্ছনা গঞ্জনা থেকে সৃস্ট হতাশা ক্ষোভ তাদেরকে অর্থলিপ্সার দিকে ঠেলে দেয়। ফলে সুযোগ পাওয়ামাত্র হুঁশ হারিয়ে ফেলে। সমস্ত নীতি-নৈতিকতা ঝেড়ে মুছে দুদহাতে টাকা কামানোর নেশায় মেতে ওঠে। পদপদবী ব্যবহার করে অল্প সময়ে বেশুমার ধনদৌলতের মালিক বনে যায়।

ভদ্রলোকের এই ব্যখ্যাটা কতটুকু বাস্তবসম্মত তা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। তবে আমাদের দেশে এক সময় সরকারি চাকুরি কিন্তু বেশ মর্যাদাপূর্ণ ব্যপার ছিল। সাধারনত মেধাবীরাই প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এসব জায়গায় নিয়োগ পেতো। সমাজে তাদের বেশ সম্মানও ছিল। পুলিশ কাস্টমস আবগারী সিভিল সাপ্লাইজাতীয় কয়েকটি সেক্টরে ঘুষের কারবার চললেও তা ছিল খুবই গোপনে এবং সীমিত পরিসরে। কারন ঘুষখোররা সমাজে নিন্দিত এবং ঘৃণীত হিসেবে বিবেচিত হতো। সে কারনে সাধারনত: কোন ভদ্র শিক্ষিত মার্জিত বা উচ্চবংশীয় পরিবার থেকে এসব চাকুরিতে কেউ যেতে চাইতো না। সিভিল সার্ভিস বা সরকারি চাকুরিতে আসতেন ক্যারিয়ারিস্ট বা চ্যালেঞ্জাররা। উচ্চপদে আসীন সরকারি কর্মকর্তা বা আমলারা চাইতেন তাদের সন্তানসন্তুতিরা যেন সরকারি চাকুরিতে যোগ দেয়। ছোটবেলা থেকেই তাদেরকে সেভাবে গড়ে তোলা হতো। এর বাইরেও মেধাবীরা নিজেদেরকে প্রস্তুত করতেন প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষার জন্য। ফলে বিস্তর যাচাই বাছাইয়ের মধ্য দিয়ে একজন সরকারি কোন পদে নিয়োগ পেতেন। পারিবারিক বা বংশীয় কিছু ব্যাসিক শিক্ষার কারনে তারা কাজের মাধ্যমে যোগ্যতার পরিচয় দিতেন। নিজের উপার্জন দিয়েই জীবন নির্বাহ করতেন। ঘুষ দূর্নীতি লুটপাট, মানুষের মাথায় বারি দিয়ে টাকা কামাই বা সরকারি টাকা লুটের কথা সাধারনত: কেউ চিন্তা করতেন না।

যুগ পাল্টেছে। সাথে সমাজও। এখন অযোগ্য অপদার্থদেরই সর্বত্র জয়জয়কার। নষ্টদের রাজত্ব। শিক্ষিত মেধাবীরা চেষ্টা করে দেশ ছেড়ে পালাতে, পয়সাওয়ালা বাবা মা বা বড় আমলারা সন্তানদেরকে বিদেশে পড়িয়ে সেখানেই সেটেল করে দেন, ব্যবসায়ীদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে সরকারি চাকুরিতে যাওয়ার চাইতে পৈত্রিক ব্যবসায় মনোযোগী হয়, সারা বছর চুরি চোট্টামী করে পাঁচদশ কোটী কামানোর চাইতে এক দাগে ব্যাংকের শত কোটী টাকা মেরে দেওয়া অধিক লাভজনক। ফলে কার্যত: সরকারি চাকুরি গিয়ে ঠেকেছে এখন মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত বা নিত্য অভাবী সংসার থেকে উঠেআসাদের মধ্যে।

এর মধ্যে আছে কোটা। ছাত্রলীগ, তদ্বির, ঘুষ। এই সমস্ত তরীকা এস্তেমাল করে যারা আসে তাদের মেধা আর যোগ্যতা কোন পর্যায়ের হতে পারে বলার অপেক্ষা রাখে না। এইযে আজ হাজার হাজার বেনজীর মতিউর আজিজ মিয়া লাকিদের উদ্ভব, সরকারি অফিস আদালতে ঘুষ দূর্নীতি লুটপাটের মহোৎসব- তার জন্য দায়ী সর্বক্ষেত্রে অযোগ্যদের অধিষ্ঠান। এর সাথে আছে সর্বনাশা দলীয়করন। দলীয়করণ মানেই অনুপযুক্তদের পুনর্বাসন। কারন যে যোগ্য সে কখনও কোটা বিশেষ বিবেচনা বা দলের পেছনে ঘুরবে না। যারা অযোগ্য অপদার্থ কেবল তারাই পেছন দরজা দিয়ে চাকুরিতে ঢোকে। আর ঢুকেই আকন্ঠ গিলতে থাকে।

এরাই এখন নিয়ন্তা!

# যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের ব্যারোমিটার

### শেখর ভট্টাচার্য

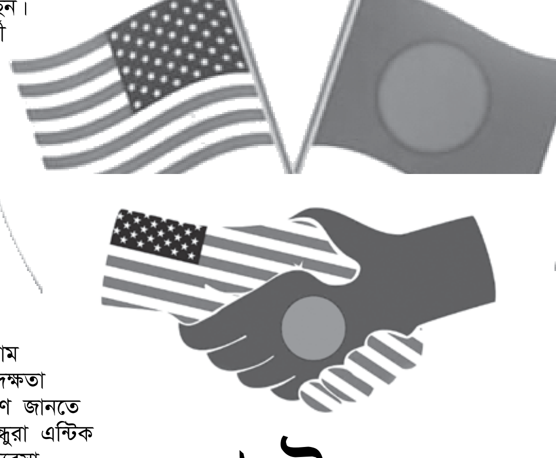

নিউইয়র্ক, ডেট্রয়েট, টেক্সাস, হিউস্টন, ওহিও, লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে বিনোদন নগরী লাসভেগাস কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ছোট রাজ্য থেকে সবচেয়ে বড় রাজ্য, সবচেয়ে বড় শহর থেকে সবচেয়ে ছোট শহরের কোনায় কোনায় অভিবাসী বাঙালীরা বাংলাদেশের দূত হিসেবে ছড়িয়ে আছেন। এই শহরগুলো কিংবা যেসব শহরের নাম উচ্চারিত হলো না এগুলো এখন ভার্চুয়ালি আমাদের খুব পরিচিত। মার্কিন মুল্লুকের জনসমাজে, স্থানীয় সরকার কাঠামোতে বাংলাদেশীরা ধীরে ধীরে দাপটের সঙ্গে প্রভাব বিস্তার করছেন। আমাদের স্বজন, বন্ধুদের পরবর্তী প্রজন্ম বিজ্ঞান, প্রকৌশল, মার্কেটিং, পরিবেশবিজ্ঞান, কর্পোরেট সেক্টরসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দাপুটে নির্বাহী থেকে ধীরে ধীরে আরও উচ্চপদে আসীন হচ্ছেন। নাসাতে বিজ্ঞানী হিসেবে যেমন কাজ করছেন একইভাবে বুয়েট থেকে পাস করা কম্পিউটার প্রকৌশলী এমি এওয়ার্ডের মতো সম্মানজনক পদকও ছিনিয়ে নিচ্ছেন। শৈশব থেকে শুনতাম বাঙালীর ব্যবসা-বাণিজ্যের দক্ষতা নেই। সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে জানতে পাই, দেখতে পাই আমাদের বন্ধুরা এন্টিক থেকে শুরু করে এমন কোনো ব্যবসা নেই যা তারা করছেন না। দেশে যারা ছিলেন পাড়ার মোড়ে কিংবা চায়ের দোকানে আড্ডায় মত্ত– তাদের দেখি সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জীবনকে সাজাতে, জীবিকায় গভীর মনোযোগ দিতে।

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন প্রক্রিয়া যখন কিছুটা সহজ হতে শুরু করল বিশেষ করে আশির দশকের শেষের দিক থেকে আমরা অভিবাসীদের চোখ দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে দেখতে শুরু করেছি। অভিবাসীরা যুক্তরাষ্ট্রের মুখাবয়ব দেখতে আমাদের সহায়তা করছেন। যুক্তরাষ্ট্র কেমন দেশ? জটিল রাজনীতি কিংবা কূটনীতির মারপ্যাচে না গিয়ে অভিবাসীদের ভাষ্যে আমাদের সামনে একটি ছবি দাঁড়িয়ে যায়। বাঙালি অভিবাসীরা এই ধারণা প্রদানের ক্ষেত্রে দুই দেশের মানুষের মধ্যে সেতু হিসেবে কাজ করছেন। অভিবাসী স্বজনদের দৃষ্টি দিয়ে অধিকাংশ বাংলাদেশি এখন ডেমোক্রেট এবং রিপাবলিকানদের অন্দর ও বহিরাঙ্গকে দেখার সুযোগ পাচ্ছেন। এছাড়া দেশটির বৈচিত্র্য পিয়াস, বৈচিত্র্যের মধ্যে সৌন্দর্য খুঁজে বেড়ানো; বর্ণবাদবিরোধী অবস্থান, মানবাধিকারের সব সূচক অর্জনের সর্বোচ্চ চেষ্টার কথা এখন স্বজনদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জানতে পারি। নাগরিকদের বিষয়ে সরকারের স্বতঃস্ফূর্ত দায় এবং এই দায়, দায়িত্ব পালনে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের সব কার্যক্রমের কথা জেনে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী কিছুটা হলেও পালটে যায়। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ মৌলিক অধিকার পূরণে রাজ্য কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টাগুলো বাঙালিদের কাছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানবিক রাষ্ট্র হিসেবে এক অনিন্দ সুন্দর ধারণা দিতে সমর্থ হয়।

আমরা যারা ষাটের দশকে জন্ম নিয়েছি তারা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের ব্যারোমিটারের ওঠানামা নানাভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক দশকে, অর্ধদশকে ওঠানামা করেছে। বাংলাদশের রাজনীতি এবং জাতীয় উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্র এমন একটি দেশ, যে দেশকে কোনোভাবে এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। যুক্তরাষ্ট্র আমাদের রাজনীতি, অর্থনীতি, কূটনীতিতে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে আছে। বাংলাদেশের জনসমাজের ভেতর যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের গভীরতা এতই প্রবল, প্রভাব এতই গভীর যে দেশের অতীত, বর্তমান এমনকি ভবিষ্যতের পথ চলায় যুক্তরাষ্ট্রের যুক্ততা অবশ্যম্ভাবী। ক্রমাগত ছোট হয়ে আসা পৃথিবীকে আমরা বলি ভূগ্রাম, এই ভূগ্রামে বাংলাদেশের ভৌগোলিক উপস্থিতি এতোই গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যে, কৌশলগত কারণে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষেও উদীয়মান বাংলাদেশকে নিজেদের অর্থনৈতিক, সমরনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিকল্পনায় বিয়োজিত রাখা এখন সম্ভব নয় বলে মনে হয়।

একাত্তর-পূর্ব, একাত্তর-উত্তর সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নির্ভর করেছে ভূ-রাজনীতির গতি প্রকৃতির ওপর। শীতলযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে, যুক্তরাষ্ট্রকে যেভাবে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অগ্রসর মানুষ বিবেচনা করত, গর্বাচভ উত্তর সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি সাম্রাজ্যবাদ কিংবা সম্প্রসারণবাদের তকমাটি কিছুটা হলেও ম্লান হয়েছে। ষাটের দশকে আমরা দেখেছি দেয়ালে দেয়ালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি তরুণদের মনোভাব। দেয়ালের গায়ে পুঁজিবাদী এদেশটিকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক, নিপাত যাক'। ষাটের দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত দেয়ালে, মিছিলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি যেভাবে ঘৃণা উদগীরণ হতো, নব্বইয়ের দশক থেকে ক্রমাগত এর তীব্রতা কমে এসেছে। আমার সঙ্গে অনেক বামপন্থী ভাইয়েরা দ্বিমত পোষণ করবেন জানি তবে গভীরভাবে বাংলাদেশের রাজনীতি এবং জনমানসকে যারা বিশ্লেষণ করেন তারা কিন্তু দ্বিমত পোষণ করবেন বলে মনে হয় না।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র' নামের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী মানসে আরও কতগুলো নাম উচ্চারিত হতো। একাত্তরে রিপাবলিকান সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতার তীব্র বিরোধিতা করেছে। শুধু বিরোধিতা করেই ক্ষ্যান্ত হয়নি, যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুপ্রতিম দেশ ও ন্যাটো জোট সরাসরি পাকিস্তানকে অর্থ ও মারণাস্ত্র দিয়ে সহায়তা করে। মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা, অস্ত্র এবং কূটনৈতিক ফ্রন্টে পাকিস্তানকে সহায়তা মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি ছিলো খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ। সেই দগদগে ঘা, এখনও শুকিয়ে যায়নি। তবে সময়ের পরিক্রমায় অর্থনীতি এবং কূটনীতি ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিবাচক ভূমিকার কারণে মুক্তিযুদ্ধপূর্ব, মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের সঙ্গে যদি মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর সময়ের তুলনা করা হয় তাহলে আমরা দেখতে পাই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষ এবং রাষ্ট্রের সম্পর্ক অভাবিত উন্নয়ন ঘটেছে।

বাংলাদেশে এখনও যুক্তরাষ্ট্রের নাম উচ্চারিত হলে, প্রেসিডেন্ট নিক্সন, পররাষ্ট্র সচিব হেনরি কিসিঞ্জারের ভূমিকার কথা ঘৃণা ভরে উচ্চারিত হয় একইভাবে শ্রদ্ধা, ভালোবাসায় উচ্চারিত হয় জর্জ হ্যারিসন, সিনেটর টেড কেনেডির মতো মানুষের নাম। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষ এবং রাষ্ট্রের সম্পর্ক শীতল এবং উষ্ণ হয়েছে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক ভিশন এবং কৌশলের ওপর ভিত্তি করে। সর্বোপরি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ রাষ্ট্রটিকে একাত্তর থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত ঘৃণ্য রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি দিয়েছিল। তবে বাংলাদেশের অনেক বিদ্বাণ মানুষ যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করলেও, যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির চর্চার বিষয়ে দ্বিমত করতে পারেন না। গণতন্ত্রের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীকার, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির চর্চা বাংলাদেশের উদার গণতান্ত্রিক মানুষরা ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে থাকেন।

বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতি প্রকাশ্য সমর্থন, এবং সহায়তা করে অনেক মার্কিন নাগরিক বাংলাদেশের মানুষের কাছে এখনও ভালোবাসার পাত্র হিসেবে স্বীকৃত হয়ে আছেন। এই ভালোবাসা গণত্রন্ত্র এবং মানবাধিকারের প্রতি ব্যক্তির, জনসমাজের ভালোবাসা যা রাজনৈতিক দলের সংকীর্ণ নীতির ঊর্ধ্বে।

বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতি প্রকাশ্য সমর্থন, এবং সহায়তা করে অনেক মার্কিন নাগরিক বাংলাদেশের মানুষের কাছে এখনও ভালোবাসার পাত্র হিসেবে স্বীকৃত হয়ে আছেন। এই ভালোবাসা গণত্রন্ত্র এবং মানবাধিকারের প্রতি ব্যক্তির, জনসমাজের ভালোবাসা যা রাজনৈতিক দলের সংকীর্ণ নীতির ঊর্ধ্বে।
গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির চর্চার কারণে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ দলের নীতির ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন। এ প্রসঙ্গে কেনেডির ভূমিকা এখনও বাংলাদেশে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। তিনি যে দলের সিনেটর সেই রিপাবলিকান দল ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় কেনেডি বাংলাদেশের মানুষের যৌক্তিক অধিকার এবং স্বাধীনতার পক্ষে নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন।

গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির চর্চার কারণে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ দলের নীতির ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন। এ প্রসঙ্গে কেনেডির ভূমিকা এখনও বাংলাদেশে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। তিনি যে দলের সিনেটর সেই রিপাবলিকান দল ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় কেনেডি বাংলাদেশের মানুষের যৌক্তিক অধিকার এবং স্বাধীনতার পক্ষে নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন।

সাবেক প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির এই ভাই টেড কেনেডি। দীর্ঘদিন সিনেটরের দায়িত্ব পালন করেন। কেনেডির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হলো এ কারণে যুক্তরাষ্ট্র বলতে আমরা সবসময় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এবং এর বিদেশ নীতিকে বুঝে থাকি। যুক্তরাষ্ট্র মূলত গণতন্ত্র ও মানবাধিকার চর্চার একটি উল্লেখযোগ্য দেশ এ কথাটি আমরা বিস্মৃত হয়ে যাই। দেশটিতে সরকারের নীতির থেকে জনমত সব সময় বেশি গুরুত্ব পেয়ে থাকে। এই জনমতকে সংহত করতে একাত্তরে অনেকেই কাজ করেছিলেন। বাংলাদেশের মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে আজও তাদের স্মরণ করে থাকেন। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন জর্জ হ্যারিসন। বাঙালীদের ওপর মির্মম হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ারে হাজার জনতার সামনে 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' নামে এক কনসার্টের আয়োজন করে তিনি বিশ্ব মিডিয়ায় বিশেষভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তার গানের সুরে বাংলাদেশের অসহায় মানুষের বেদনার আর্তি ফুটে উঠেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বাক, ব্যক্তি স্বাধীনতার অবারিত চর্চা পৃথিবীর সব দেশের মানুষের মতো বাংলাদেশের মানুষকেও আকর্ষিত করে।

যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, গণতন্ত্র চর্চা, নাগরিক অধিকার রক্ষার জন্য সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতিকে এক করে দেখলে দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র কেমন তার মূল্যায়ন এবং উপসংহারে পৌঁছা খুব কঠিন। যুক্তরাষ্ট্রকে অভিবাসীর দেশ, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানির প্রথম সারির দেশ, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বড় অংশীদার হিসেবে পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা না করে পারা যাবে না। মনে রাখতে হবে ভূ-রাজনীতি এখন আবর্তিত হয় অর্থনৈতিক স্বার্থ বিবেচনা করে।

সম্পর্কের যতই ওঠানামা হোক না কেনো যুক্তরাষ্ট্রকে বাঙালী চিরকাল আব্রাহাম লিংকনের মতো গণতন্ত্রের কর্ণধারের দেশ হিসেবে বিবেচনা করে আসছে। বাংলাদেশি অভিবাসীরা যুক্তরাষ্ট্রের সেই চেতনাকে আবার পুনরাবিষ্কার করছেন। লিংকন যিনি বিশ্ব থেকে দাস প্রথার মতো অমানবিক প্রথা বিলাপ করেছিলেন তার চেতনাকে বাংলাদেশী অভিবাসীরা শ্রদ্ধা করেন। যুক্তরাষ্ট্র একসময় যেমন সাম্রাজ্যবাদী, আধিপত্যবাদী দেশ হিসেবে পরিচিত ছিল, ভিন্ন প্রেক্ষাপটে দেশটি এখন মানবতা, গণতন্ত্র, মানবাধিকার রক্ষার দেশ হিসেবে বাঙালী অভিবাসীদের কাছে স্বীকৃত হয়ে উঠছে। অভিবাসীদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, পরিবর্তিত ভূ-রাজনীতির প্রেক্ষাপটে দেশটি ধীরে ধীরে বাংলাদেশীদের কাছে ইতিবাচক ভাবমূর্তি প্রদর্শন করতে সমর্থ হয়েছে।

*লেখক: প্রাবন্ধিক ও উন্নয়ন গবেষক*

# দুর্নীতিবাজদের একটি বিষচক্র গড়ে উঠেছে

বিভুরঞ্জন সরকার
জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

বাংলাদেশে এখন সবচেয়ে আলোচিত বিষয় দুর্নীতি। মানুষের মুখে মুখে সরকারের আমলা, প্রশাসনের কর্তাব্যক্তি, সরকারদলীয় নেতা, মন্ত্রী, সংসদ সদস্যদের কারও কারও বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগ কান পাতলেই শোনা যায়। দুর্নীতির অভিযোগগুলো এত দিন সরকারবিরোধীদের অপপ্রচার বলে চালানো হলেও এখন বিষয়টি সরকারের প্রতি সহানুভূতিশীল অনেকের কাছেও অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে। আগুনে ঘি ঢালার মতো কয়েকটি ঘটনার পর এখন এটা মুখরোচক আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সদ্য সাবেক সদস্য মো. মতিউর রহমানসহ বেশ কয়েকজন সাবেক ও বর্তমান সরকারি কর্মকর্তার দুর্নীতির নানা অভিযোগ নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে গণমাধ্যমে নিয়মিত খবর প্রকাশিত হচ্ছে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে টানা চার মেয়াদে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকায় দেশে একদিকে যেমন দৃশ্যমান অনেক উন্নয়ন হয়েছে, তেমনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতির ব্যাপক প্রসার ঘটেছে বলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ধারণা বদ্ধমূল হচ্ছে। অবশ্য কয়েক বছর ধরেই এটা বলা হচ্ছে যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে শেখ হাসিনার সরকার জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে চলছে। প্রশ্ন উঠেছে, সরকার জিরো টলারেন্স নীতি নিলেও দুর্নীতি না কমে বাড়ছে কেন?

এ অবস্থাতেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকার অভিযান শুরু করেছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, সে যে-ই হোক, দুর্নীতি করলে কারও রক্ষা নেই। যারাই দুর্নীতি করবে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। গত ২৯ জুন জাতীয় সংসদে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনায় অংশ নিয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের এমন অবস্থান তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।

এরপর ১ জুলাই মন্ত্রিসভার বৈঠক-পরবর্তী সংবাদ ব্রিফিংয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন জানিয়েছেন, দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের প্রতি সরকার কোনো সহানুভূতি দেখাবে না এবং দেখানো হচ্ছেও না।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেছেন, 'দুর্নীতি তো সবাই করে না। যারা দুর্নীতি করছে, তারা সরকারের নজরে এলেই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। দুর্নীতি প্রমাণিত হওয়ার পরে সরকার কাউকে ছেড়ে দিয়েছে এমন নজির নেই। প্রশাসনের হাতে গোনা কয়েকজন কর্মকর্তা দুর্নীতি করে, আর বাকি সবাই বিব্রত হয়।'

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, ডিজিটাল ব্যবস্থাপনায় একজন কর্মকর্তার পুরো কার্যক্রম তদারকি করা যায়। সরকার সেভাবেই কাজ করছে। ১৫ বছরে অনেক পরিবর্তন এসেছে। সামনে আরও পরিবর্তন আসবে। রূপকল্প ২০৪১-এর মূল লক্ষ্য হলো দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ ও জবাবদিহি রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা। এ জন্য সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোরভাবে পদক্ষেপ নিচ্ছে। নির্বাচনী ইশতেহারেও স্বচ্ছ ও জবাবদিহির কথা বলা হয়েছে।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর অবস্থানের কথা বলা হলেও সাধারণ মানুষ কি এসব কথায় খুব আস্থা রাখতে পারছে? মানুষ বহু বছর ধরেই শুনে আসছে, 'কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না', 'আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে' ইত্যাদি। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়েছে বলে কেউ মনে করে না। দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব দুর্নীতি দমন কমিশন বা দুদকের। কিন্তু দুদককে নখদন্তহীন বাঘ বলা হয়। দুদক কতটুকু স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে, সে প্রশ্ন যেমন আছে, তেমনি দুদকের কর্মকর্তাদের সাহস ও সততা নিয়েও প্রশ্ন এবং সংশয় কম নেই। এরপরও দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান সম্প্রতি বলেছেন, মন্ত্রণালয়গুলো দুর্নীতির দেরাজ খুলে বসেছে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব অবশ্য এমনটা মনে করেন না। তিনি বলেন, 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ এলে নানাভাবে তাদের বিচারের মুখোমুখি করা হচ্ছে। ডিপার্টমেন্টাল প্রসিডিংস আছে। কেবল দুর্নীতি না, এর বাইরেরও অনেক বিষয়ের বিচার আমরা সেখানে করি। শৃঙ্খলাজনিত থাকে, নৈতিক স্খলনের বিষয় থাকে। দুর্নীতি তার একটি অংশ। আমার কাছে এ তথ্য নেই যে কারও বিরুদ্ধে দুর্নীতি প্রমাণিত হওয়ার পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এ রকম আমার নজরে এলে আমি আবার তদন্তের ব্যবস্থা করব। এর মধ্যে কিছু বিষয় হয়তোবা গণমাধ্যমে আসছে। তবে গণমাধ্যমের বাইরেও অনেক বিষয়ে তদন্ত হচ্ছে এবং তদন্ত অনুযায়ী শাস্তিও হচ্ছে।'

তবে আমাদের দেশে দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিচারের প্রক্রিয়াটাই জটিল ও দীর্ঘমেয়াদি। মন্ত্রিপরিষদ সচিব নিজেই বলেছেন, 'দুর্নীতির বিভিন্ন অংশের জন্য আলাদা প্রতিষ্ঠান আছে। আলাদা এজেন্সি আছে। প্রত্যেকেই কাজ করছে। তাদের কাছে প্রমাণযোগ্য তথ্য এলে সিরিয়াসলি সেটা নিয়ে নামে। কাজের চাপ, লোকবলের অভাব ও রিসোর্সের সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হয় যে কোন কাজটা আমি আগে করব। কারণ, দশটা অভিযোগ থাকলে আমাদের আগে নির্ধারণ করতে হয়, কোন কাজটা আমি আগে করব। দশটি কাজই তো আমরা একসঙ্গে করতে পারছি না।'

মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, 'কারও বিরুদ্ধে তদন্তে যখন দুর্নীতি হিসেবে সাব্যস্ত হয়, আমাকে তখন একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়া মানতে হচ্ছে। আমি তো তাকে জেলে পাঠাই না। তাকে বরখাস্ত কিংবা চাকরিতে রেখে তার বিরুদ্ধে ডিপি (বিভাগীয় মামলা) চালু করি। ডিপি চালু আছে। প্রশ্ন ওঠে, সে এখনো চাকরি করছে? এটার জবাব আমি কীভাবে দেব? আমার বিধানই এমন। তাকে চাকরিতে রেখেই ব্যবস্থা নিতে হবে।'

সাবেক সচিব এ কে এম আবদুল আউয়াল মজুমদার বলেছেন, কাগজে-কলমে সরকারের অনেক ভালো উদ্যোগ আছে। কিন্তু কার্যকর না হওয়ায় দুর্নীতি আগের চেয়ে বেড়েছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হলে সরকারের উচিত সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে যেকোনো অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত করা। তদন্তের ভিত্তিতে জবাবদিহির আওতায় আনা।

অর্থাৎ দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আন্তরিক হলে আইন ও প্রক্রিয়ায় সংশোধন আনতে হবে। কেউ কেউ দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে বিশেষ আইনে দ্রুত বিচারের পরামর্শও দিচ্ছেন। তবে বাংলাদেশে সব বিষয়েই বলার লোক বেশি, করার লোক কম। এখানে আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত ব্যক্তিও বক্তৃতা দেওয়ার সময় দুর্নীতির বিরুদ্ধে বলেন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শক্ত ভিত না পাওয়ায় এখানে অন্য সব ব্যবস্থাও নড়বড়ে। দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিবিদ, অসাধু ব্যবসায়ী ও সুযোগসন্ধানী সরকারি কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি বিষচক্র গড়ে উঠেছে। সবকিছুই এই চক্রের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। এই যে সম্প্রতি দুর্নীতি নিয়ে এত কেচ্ছাকাহিনি, তারও নেপথ্যে ওই চক্রের কোনো ভূমিকা আছে কি না, কে বলতে পারে!

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ টানা চার দফায় দাপটের সঙ্গেই সরকার চালাচ্ছে। বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিও কোনো চ্যালেঞ্জ তৈরি করার মতো অবস্থানে নেই। কিন্তু আওয়ামী লীগের জন্য রাজনৈতিক বড় দুর্বলতা হচ্ছে দেশে বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন করতে না পারা। এই দুর্বলতা কাটাতে 'উন্নয়নের গণতন্ত্রের' স্লোগান দিয়েছে আওয়ামী লীগ বা সরকার। দাতাদের সহায়তা ছাড়া পদ্মা সেতু নির্মাণসহ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ওপর ভিত্তি করে মানুষের সমর্থন ধরে রাখার চেষ্টা তাদের রয়েছে। কিন্তু সেই 'উন্নয়নের যাত্রা'তেও তারা ভাবমূর্তির সংকটে পড়েছে নিজেদের কিছু নেতা-কর্মীর কর্মকাণ্ডের জন্য।

আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগ, যুবলীগসহ সহযোগী সংগঠনগুলোর কিছু নেতা 'দানবের মতো চেহারা' নিয়ে নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়েছেন, তা মানুষের মাঝে চাপা ক্ষোভ তৈরি করেছে এবং আওয়ামী লীগের পিঠ দেয়ালে ঠেকে যাওয়ার মতো অবস্থায় চলে গেছে।

প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের ক্যাসিনো-কাণ্ডের কথাও উল্লেখ করা যায়। অবৈধভাবে ক্যাসিনো পরিচালনা করা এবং টেন্ডারবাজিসহ দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযানে ঢাকায় যুবলীগের দুজন নেতাসহ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। চাঁদাবাজির অভিযোগে ছাত্রলীগের শীর্ষ দুজন নেতাকে সরিয়ে দেওয়ার পর যুবলীগের অনেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দেখা গেছে। কিন্তু তারপর কী হয়েছে শেষ পর্যন্ত? যে লাউ, সেই কদু। আওয়ামী লীগ এবং এর সহযোগী সংগঠনগুলোর নেতা যারা দুর্নীতি এবং বিভিন্ন সামাজিক অপরাধে জড়িত, দলটি তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেও শেষে হাকিম ও হুকুম দুটোই নড়ে। ফলে আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতা বা মন্ত্রীরা দুর্নীতি বা সামাজিক অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান চালানো হবে বলে নিজেরাই সেই সব অপরাধে জড়িয়ে পড়েন। চোরাকারবারি সংসদ সদস্য হয় কীভাবে?

দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহিষ্ণুতার তর্জন-গর্জন অনেকের কাছে নাটকীয় কৌতুক বলেই মনে হয়। প্রধানমন্ত্রী-মন্ত্রীরা ছাড়াও দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিতরাও যখন দুর্নীতির বিরুদ্ধে বলেন, তখন 'কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না' বলাটা তামাশার মতোই শোনায়। দুর্নীতিবাজদের প্রতি কোনো সহানুভূতি না দেখানোর বিষয়টি কত দূর পর্যন্ত যেতে পারে, সেটা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ওপরই নির্ভর করছে।

লেখক: জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

NEW YORK LOTTERY
নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনাদের সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

SYLHET SHODOR SOCIETY OF USA INC.
সিলেট সদর সোসাইটি অব ইউএসএ, ইনক
বার্ষিক
বনভোজন
ও মিলন মেলা ২০২৪
Date : 21st JULY 2024
SUNDAY- 11am to 7pm
আকর্ষণীয় পুরস্কার
স্থানঃ এস্টোরিয়া পার্ক
19th street, 23rd Drive, NY 11105
এছাড়া রয়েছে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
সুধীবৃন্দ,
আসসালামু আলাইকুম ।
সিলেট সদরবাসীর মিলন মেলায় আপনারা আমন্ত্রিত ।
আমন্ত্রণে:
শাহ মিজানুর রহমান
আহবায়ক
মিনহাজ চৌধুরী
সদস্য সচিব
হুমায়ুন আহমেদ চৌধুরী
সমন্বয়কারী
জোতিরময় দত্ত নীশু
শাহ সেলিম আহমদ
এহতেশাম চৌধুরী
যুগ্ম আহবায়ক
ওয়াদুদ আহমদ
কোষাধ্যক্ষ
সৈয়দ আহসান এনাম,,
যুগ্ম সদস্য সচিব
সদস্য: সাইফুল আর খান হারুন, শ্যামল কান্তি চন্দ্র খলিলুর রহমান , নুরুল হক লাল,
বনভোজন উদযাপন কমিটি ২০২৪
জাহাঙ্গীর হোসেইন ভূইয়া
আহবায়ক
নাসিম চৌধুরী
সদস্য সচিব
সিলেট সদর সোসাইটি অব ইউ এস এ ইনক
Any information please call us : (917) 535-4495 (646) 327-1481,(203) 9937788, (718) 219-5068, (347) 204-7250

# Tax & Consulting Services
for Individual and Businesses

## Southeast USA Group Inc.

**OUR SERVICES**
- Tax Preparation & Planning
- Audits, Reviews, Compilations
- Bookkeeping/Write-Up
- Business Consulting
- IRS Representation
- Notary Public
- Payroll Services
- Retirement Planning
- Sales Tax Services

(917) 566-1612

**Prof. Ehteshamul Haque**
Financial & Business Planning

74-09 37th Avenue, Suite #206, Jackson Heights, NY 11372
Visit: www.southeastusagroup.com

# Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Akash Medical Care
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. Nayeem Haque
Podiatic Surgeon

FOR APPOINTMENT
**718-431-0009**
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

# LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW

## ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE

ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ। ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স

বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস

সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ

ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার

**MURAD HOSSAIN** MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK

347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

# ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

- ইমিগ্রেশন
- রিয়েল এস্টেট
- এক্সিডেন্ট
- ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
- ব্যাংক্রাপসি
- ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

## মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'

For Appointment: **(917)-434-3338**
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, e-mail: azizbbn@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

# অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার খ ঠরংধ'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

## Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
**Queens Main Office:** Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
**Dhaka Office:** US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

# তারেক রহমান লন্ডনে বসে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছেন

## ---নিউইয়র্কে যুবলীগের ডিনার পার্টিতে মির্জা আজম

**বিশেষ প্রতিনিধি:**
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং সাবেক প্রতিমন্ত্রী মির্জা আজম এমপি'র যুক্তরাষ্ট্রে আগমন উপলক্ষে নিউইয়র্কে ডিনার পার্টির আয়োজন করেছে যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের সাবেক নেতা-কর্মীরা। ব্রঙ্কসের আল আকসা পার্টি সেন্টারে গত ১ জুলাই সোমবার সন্ধ্যায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী যোগ দেন। সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের বিলুপ্ত কমিটির সভাপতি মিসবাহ আহমেদ এবং যৌথভাবে সঞ্চালনা করেন বিলুপ্ত কমিটির সাধারণ সম্পাদক ফরিদ আলম ও যুবলীগ নেতা শেখ জামাল হুসেন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুর রহিম বাদশা, মহিউদ্দিন দেওয়ান, হাজী এনাম, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক রেজাউল করিম চৌধুরী ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সচিব এমএ করিম জাহাঙ্গীর, আওয়ামী লীগ নেতা শেখ আতিক, মুহিত চৌধুরী, যুবলীগ নেতা শাহাদাত হোসেন, নাজমুল হক, জিল্লুর রহমান, সাইদুর রহমান শেলী, নুরুল ইসলাম, রবিউল ইসলাম, হেলিম উদ্দিন প্রমুখ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট আব্দুস শহীদ, শাহীন কামালী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের সাবেক নেতা-কর্মীদের আয়োজনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা আজম এমপি

অনুষ্ঠানে মির্জা আজম এমপি বলেন, ৫৪ বছরের বাংলাদেশের ৩০ বছরের অধিক সময় ক্ষমতায় ছিল বিএনপি-স্বৈরাচারের সরকার। বহুদলীয় গণতন্ত্রের নামে একাত্তরের রাজাকারদের রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করার জন্যে তারেক রহমান লন্ডনে বসে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছেন। দেশী-বিদেশী সকল ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করেই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

তিনি বলেন, গত ১৬ বছরে শেখ হাসিনা বাংলাদেশের চেহারা পাল্টে দিয়েছেন। টানা চার মেয়াদে শেখ হাসিনা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থেকে লাখ লাখ কিলোমিটার পাকা রাস্তা ও ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছেন। প্রত্যন্ত অঞ্চলেও নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ১০-১৫ বছর আগে ছনের ঘরে থাকা মানুষগুলো এখন আধুনিক ঘরে বসবাস করছেন। ফলে গ্রামগুলো শহরে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, পাঁচ বছর আগে যারা বাংলাদেশ ঘুরে এসেছেন, তারা এখন দেশে গেলে পরিবর্তন দেখে বিস্মিত হন।

মির্জা আজম প্রসঙ্গত আরও বলেন, বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল। সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা উন্নয়নশীল দেশের সরকার প্রধানদের বলেছিলেন যে, উন্নয়ন করতে হলে বাংলাদেশের শেখ হাসিনাকে ফলো করুন। শেখ হাসিনার নেতৃত্বগুণে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে অনন্য ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছে।

শেখ হাসিনা বিশ্বের তিনজন সৎ প্রধানমন্ত্রীর একজন উল্লেখ করে মির্জা আজম বলেন, শেখ হাসিনার নতুন স্বপ্ন ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত, সমৃদ্ধ স্মার্ট রাষ্ট্রে পরিণত করা। এজন্যে যুবলীগের নেতা-কর্মীদের অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করতে হবে।

স্থানীয় নেতা-কর্মীদের দাবীর প্রেক্ষিতে মির্জা আজম যথ দ্রুত সম্ভব যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের নতুন কমিটি গঠন করার জন্য যুবলীগ চেয়ারম্যানকে অনুরোধ জানানোর আশ্বাস দেন। অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগেরও নতুন কমিটির দাবী জানানো হয়।

## অভিবাসীদের জন্য প্রিপেইড ডেবিট কার্ড

*(শেষ পাতার পর)* বর্তমানে আরো ১৪ টি হোটেলে প্রোগ্রামটি প্রসারিত করা হচ্ছে। প্রোগ্রামটির মাধ্যমে সিটি ৫ লাখ ৯৮ হাজার ডলার সঞ্চয় এবয় ৬ লাখ ডলার অর্থনীতিতে ফিরে এসছে বলে জানিয়েছে কর্মকর্তারা।

## পেন স্টেশনে ভাড়া ফাঁকি রোধে

*(শেষ পাতার পর)* মাধ্যমে ই-টিকিট অথবা টিকিট ছাড়া বোর্ডিং করা যাত্রীদের সংখ্যা কমিয়ে আনতে সহায়তা করবে। এলআইআরআর একটিং প্রেসিডেন্ট রব ফ্রি জানান, ফিজিক্যাল বেরিয়ারসহ আরো দুটি গেটিং প্রোগ্রাম চালু করার কথা জানিয়েছে এমটিএ।

# ইমিগ্রেশন ও আপনি

এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো আমাদের ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকার স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ আছেন। আপনাদের মঙ্গলকর জীবন আমাদের কাম্য। আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

**নিউইয়র্ক থেকে শাহেদ আলীর প্রশ্ন:**
আমি ইউএস সিটিজেন। আমি বাংলাদেশ গিয়ে বিয়ে করেছি। আমার স্ত্রী এখনো বাংলাদেশেই আছে। আমি আমার স্ত্রীর জন্য আবেদন করতে চাচ্ছি। এ ব্যাপারে একটি বিষয় সম্পর্কে আপনার পরামর্শের প্রত্যাশায় এই চিঠিটি লিখছি। বিষয়টি হচ্ছে- কয়েক বছর আগে একজন ইউএস সিটিজেনের সাথে আমার বিয়ে হয়েছিল। সেই স্ত্রীর মাধ্যমে আমি সিটিজেনশীপ পেয়েছিলাম। কিন্তু একটি দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে আমাদের ওই বিয়ে শেষ পর্যন্ত টিকে নি। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে ডিভোর্স হয়ে গেছে। এ কারণে আমার জানার বিষয় হচ্ছে- আমি যখন বাংলাদেশে আমার স্ত্রীর জন্য আবেদন করব তখন কোন সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে কিনা? তাছাড়াও আমার এই স্ত্রীর সাথে আমার বয়সের তফাতটা বেশি। এই বিভাগে আমার সমস্যার মতোই প্রায় একই রকম সমস্যার উল্লেখ দেখেছিলাম। আজ আমার প্রয়োজনে আপনার পরামর্শের আশায় লিখলাম।

**শাহেদ আলীর প্রশ্নের উত্তর:**
আপনার অন্য কোন সমস্যা না থাকলে আমার ধারণা এই বিয়ে প্রকৃত বিয়ে ছিল। কিন্তু দুঃখজনকভাবে বিয়েটা টিকে নি। আপনি উল্লেখ করেছেন আপনার বর্তমান স্ত্রীর সাথে আপনার বয়সের ব্যবধান বেশি। আপনাকে তথ্য প্রমাণ দিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে, এই বিয়ে আপনাদের প্রকৃত বিয়ে। ব্যবধান একমাত্র বিষয় নয়। পুনরায় উল্লেখ করছি আপনাদের তথ্য প্রমাণ দিয়ে দেখাতে হবে যে এই বিয়ে হচ্ছে প্রকৃত বিয়ে। যেমন আপনাদের বিয়ের ছবি, আপনার এবং আপনার স্ত্রীর মধ্যে যেকোনো ধরনের যোগাযোগের প্রমাণ আপনাদের ভ্রমণের টিকিটের কপি, হোটেলে অবস্থান করার রশিদ ইত্যাদি এসবের প্রমাণ বহন করে। আপনার স্ত্রীর জন্য আবেদন করতে নিম্নের তথ্য পত্র প্রয়োজন:
(১) ম্যারেজ সার্টিফিকেট। (২) ডিভোর্স লেটারের কপি। (৩) আপনার সিটিজেনশীপের কপি। (৪) আপনার এবং আপনার স্ত্রীর ২ কপি করে ছবি ইত্যাদি। তারপর এফিডেফিট অফ সাপোর্টের জন্য লাগবে নিম্নে তথ্য পত্র: এক ট্যাক্স রিটার্ন (ডব্লিউ টু ফরম), (২) জব লেটার, (৩) ব্যাংকের চিঠি, (৪) সিটিজেনশীপের কপি। ইমিগ্রেশনে কেস ফাইল করার ব্যাপারে কিছু উল্লেখ করতে চাই। ইমিগ্রেশন এর অধিকাংশ কেস ফাইল করা বেশ সহজ। ইমিগ্রেশন এর ওয়েবসাইট ও অনেক

সহায়ক চারটি খুব সতর্কতার সাথে দেখে নেবার জন্য আমরা পরামর্শ দেই কিংবা বুঝতে না পারলে বা সুনির্দিষ্ট কোন প্রশ্ন থাকলে ইউএসসিআইএস-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে এছাড়াও কেস ফাইল করার আগে কয়েকটি স্তর উল্লেখ করছি যা অনুসরণ করা যেতে পারে।

**এ ব্যাপারে পরামর্শ:**
একটি ইমিগ্রেশন ফর্ম সম্পূর্ণরূপে পূরণ করার পরই কেবল কেস শুরু হতে পারে। প্রতিটি কেসের জন্য আলাদা আলাদা ফ্রম পূরণ করতে হবে। সে কারণে প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে উপযুক্ত ফরম বা ফরমসমূহ নির্ধারণ করা এবং ফরম সম্পর্কে নিশ্চিত হবার পর আরো নিশ্চিত হতে হবে যে, সাম্প্রতিক ভার্সনে ফরম পূরণ করা হচ্ছে। ইউএসসিআইএস'র ওয়েবসাইট থেকে ফরমটি নেয়া হয়েছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। ফরমটি সঠিকভাবে পূরণ করতে নিম্নের নির্দেশনাবলী ভালো করে জানতে ও পড়তে হবে:
সম্পূর্ণভাবে ও সঠিকভাবে ফরম পূরণ করা গুরুত্বপূর্ণ। ফরম পূরণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ফরমেই নির্দেশনাবলী দেয়া থাকে। ফরমে দেয়া নির্দেশনাবলী আবেদনকারীকে ভালো করে পড়ে সেটা অনুসরণ করতে হবে। ফরমের নিচে আবেদনকারীকে স্বাক্ষর করতে হবে। সঠিক স্থানে স্বাক্ষর করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে।
প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস:
প্রত্যেক আবেদনের নির্দিষ্ট ডকুমেন্ট জরুরী। প্রত্যেক ফরমে আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস এর তালিকা আছে। নির্দিষ্ট ডকুমেন্ট পাওয়া না গেলে বিকল্প ডকুমেন্টের কথা বলা আছে ফর্মে। উদাহরণস্বরূপ: ফরমে জন্ম সনদ চাওয়া হয়েছে, কিন্তু আপনার জন্ম সনদ কখনো রেজিস্টার করা হয়নি। সে ক্ষেত্রে আপনি আপনার জন্ম সনদ-এর পরিবর্তে অন্যের এফিডেবিট সাপোর্টিং হিসেবে যুক্ত করতে পারেন। তবে সাপোর্টিং ডকুমেন্ট অবশ্যই ইংরেজিতে হতে হবে অথবা অন্য ভাষার সঙ্গে ইংরেজি অনুবাদের কপি সংযুক্ত করে দিতে হবে ধর্মের সঙ্গে অরিজিনাল কপি এটা রেকর্ডের অংশ বলে গণ্য হবে।

**ইমিগ্রেশন ফি:**
প্রত্যেক ফরমের সঙ্গে প্রসেসিং ফি লাগবে। তখনই ইমিগ্রেশন আপনার আবেদন গ্রহণ করবে যখন সঠিক ফি প্রদান করা হবে। ফি সঠিক না হলে আবেদন ফেরত দেবে। আবেদন করার সময় ফি চেক করে নিতে হবে। ইউএসসিআইএস-এর ওয়েবসাইটে ফি সম্পর্কে জানা যাবে।

**কোথায় আবেদন করতে হবে?**
ইমিগ্রেশন মেইলেও আবেদন গ্রহণ করছে। অনলাইনেও আবেদন করা যায়। সঠিক ঠিকানায় মেইল করতে হবে। একটি এনভেলাপে একটি করে আবেদন পাঠানোর পরামর্শ থাকবে। উদাহরণ আপনি একজন ইউএস সিটিজেন। আপনার মা-বাবার গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদন করতে চান, সেক্ষেত্রে দুইটি আই-১৩০ পূরণ করতে হবে। সেই সাথে ফি'র জন্য দুইটি পৃথক চেক দিতে হবে। এ ব্যাপারে কোন প্রফেসনালের সঙ্গে পরামর্শ করা শ্রেয়। প্রয়োজনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বে ইমিগ্রেশন বিষয়ে কোন প্রফেশনাল এর সাথে আলোচনা করে অগ্রসর হলে ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা যায়।

**জুলাই ২০২৪ এর ভিসা বুলেটিন:**
ইউএসএ স্টেট ডিপার্টমেন্ট (ডিওএস) জুলাই ২০২৪'এর ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে নিচে জুলাই ২০২৪ এর পারিবারিক ভিত্তিতে ভিসার প্রাপ্যতা দেয়া হলো।
**ফ্যামিলি স্পন্সর অগ্রাধিকার:**
প্রথম: (এফ ওয়ান) ইউ এস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্রকন্যা: অক্টোবর ২২, ২০১৫।
দ্বিতীয়: পার্মানেন্ট রেসিডেন্টের স্বামী বা স্ত্রী, সন্তান এবং অবিবাহিত পুত্রকন্যা (এফ ২এ)। পার্মানেন্ট রেসিডেন্টের স্বামী বা স্ত্রী এবং ২১ নিম্ন বয়সী সন্তান: নভেম্বর ১৫, ২০২১।
বি, (এফ ২বি) পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট এর অবিবাহিত পুত্রকন্যা (২১ বছর বা তদুর্ধ বয়সী) : মে-০১, ২০১৬।
তৃতীয়: (এফ ৩) ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্র কন্যা: এপ্রিল ০১, ২০১০।
চতুর্থ: (এফ ৪) প্রাপ্তবয়স্ক ইউ এস সিটিজেনদের ভাইবোন: আগস্ট ০১, ২০০৭। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ ষ্টেটের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।
ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪ ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০ ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

*অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।*


## Law Offices of Kazmi & Reeves

225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

**Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990**

* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases
* Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

**যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা**

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

*আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।*

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

# নিউইয়র্কে লোকসঙ্গীত উৎসব ১৪ জুলাই

**বিশেষ প্রতিনিধি:**
বিশ্বের ১৫টি দেশের খ্যাতিমান শিল্পীদের নিয়ে আগামী ১৪ জুলাই রোববার নিউইয়র্কে আয়োজন করা হয়েছে আন্তর্জাতিক লোকসঙ্গীত উৎসব-২০২৪। নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে ডাইভারসিটি প্লাজায় দিনব্যাপী চলবে এ অনুষ্ঠান। বেঙ্গলি ক্লাব ইউএসএ এই উৎসবের আয়োজক।

গত ২ জুলাই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে আয়োজকরা জানান, লোকসংস্কৃতি ও সঙ্গীত সকল দেশ কালের শেকড়ের সন্ধান দিয়ে থাকে। শেকড়হীন যেমন গাছ বাঁচে না, তেমনই লোক সংস্কৃতি ও সঙ্গীত ছাড়া একটি দেশ ও জাতি বাঁচতে পারে না। যার অর্থ দাড়ায় আত্মপরিচয় সংকটে ভুগতে ভুগতে শেকড়হীন নিয়ে জীবনাবসান ঘটে। সেই শেকড়ে ও আত্মপরিচয়ের সংকট মোচন করতে আগামী ১৪ রোববার বিশ্বের ১৫টি দেশের খ্যাতিমান শিল্পীদের নিয়ে তাদের দেশের সংস্কৃতি ও শেকড়ের গান ও লোকসঙ্গীত নিয়ে বেঙ্গলি ক্লাব ইউএসএ'র আয়োজনে বিশ্বের রাজধানী খ্যাত নিউইয়র্কে দ্বিতীয় বারের মত আন্তর্জাতিক লোকসঙ্গীত উৎসব-এর আয়োজন করা হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, উৎসবে যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশ, নেপাল, উজবেকিস্তান, আজারবাইজান, ঘানা, গায়েনা, তুরস্ক, ভারত, জাপান, চীন, লন্ডন, থাইল্যান্ড, সাউথ আফ্রিকা ও পশ্চিম আফ্রিকার শিল্পীরা স্ব স্ব দেশের সংস্কৃতি তুলে ধরবেন এবং সঙ্গীত পরিবেশন করবেন।

বেঙ্গলি ক্লাব ইউএসএ'র সাধারণ সম্পাদক এবং আন্তর্জাতিক লোকসঙ্গীত উৎসব-এর সদস্য সচিব ইন্দ্রজিৎ সরকারের সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন বেঙ্গলি ক্লাব ইউএসএ'র প্রেসিডেন্ট দীনেশ মজুমদার, উৎসবের আহ্বায়ক সুশীল সিনহা, ডা. রুমা চৌধুরী, সবিতা দাস, সমনাথ ঘিমারে, দীলিপ থামকাপান প্রমুখ। এছাড়া সংবাদ সম্মেলনে আটটি দেশের লোকসঙ্গীত শিল্পী এবং বেঙ্গলি ক্লাব ইউএসএ'র কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

## বাইডেন কি পার্কিনসন রোগে আক্রান্ত

*(১ম পাতার পর)* বারাক ওবামা। আর ওবামার আমলে ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন বাইডেন। আবার বাইডেনের আমলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম নারী এবং অশ্বেতাঙ্গ ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচিত হন কমলা হ্যারিস। ধারণা করা হচ্ছে, ওবামা এবং কমলার প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে গিয়েই গুলিয়ে ফেলেন বাইডেন।

# কর্মীদের 'শ্রম অধিকার' সম্পর্কে জানানো বাধ্যতামূলক

**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:** নিউইয়র্কে কর্মীদের 'শ্রম অধিকার' সম্পর্কে জানানো বাধ্যতামূলক করেছে ভোক্তা ও কর্মী সুরক্ষা বিভাগ। একাধিক ভাষায় জুলাই থেকে এই বিধান জারি করেছে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন। স্থানীয় এক অধ্যদেশের আওতায় জুলাই থেকে চাকুরিতে নিয়োগকর্তাদের জন্য এই বিধান করা হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানায় ভোক্তা ও কর্মী সুরক্ষা বিভাগ। 'কর্মে আপনার অধিকার জানুন' স্থানীয় আইনে বলা হয়, নিয়োগকর্তাদের এখন থেকে কর্মীদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং তাদের সেসব বিষয়ে জানাতে আইনগত বাধ্য। আর এই আইন বাস্তবায়নে ১ জুলাই থেকে প্রতিটি কর্মচারীকে তার অধিকার সংক্রান্ত একটি কপি প্রদান করতে হবে বলে উল্লেখ করা হয় বিজ্ঞপ্তিতে। সেইসাথে নিয়োগকর্তাদের অবশ্যই কর্মক্ষেত্রে বহুভাষিক 'কর্মে আপনার অধিকার জানুন' পোস্টার পোস্ট করতে হবে।

# স্বদেশ ফোরাম'র প্রীতি সম্মিলন ১৭ জুলাই

**নিউইয়র্ক:**
সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন স্বদেশ ফোরাম, নিউইয়র্ক-এর আয়োজনে আগামী ১৭ জুলাই বুধবার বিকেল ৫ টায় জ্যাকসন হাইটসের ৭১-২৪ রুজভেল্ট ২য় তলায় 'প্রীতি সম্মিলন-২০২৪' অনুষ্ঠিত হবে। এতে ছড়া ও কবিতা পাঠ, কবিতা আবৃত্তি এবং আলোচনা থাকবে। সভায় সভাপতিত্ব করবেন সংগঠনের সভাপতি কবি অবিনাশ চন্দ্র আচার্য। প্রধান অতিথি থাকবেন ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ এটর্নী মঙ্গন চৌধুরী। এছাড়াও বিশেষ অতিথি থাকবেন গ্রীণ টার্চ-এর প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক লিয়াকত এলাহি, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি ময়নূল হক চৌধুরী হেলাল। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

# ম্যানহাটনের স্লিপিং ব্যাগ থেকে লাশ উদ্ধার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:
নিউইয়র্ক সিটির ম্যানহাটনের একটি ময়লার ঝোপে পরিত্যক্ত স্লিপিং ব্যাগ থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (৬ জুলাই) বিকেল ৫ টার দিকে ম্যানহাটনের ২০৭ ই ২৭ তম স্ট্রিট থেকে ওই মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ জানায়, কিপস বে'তে একটি ময়লার স্তুপে স্লিপিং ব্যাগে মোড়ানো এক ব্যক্তির মৃত দেহ পাওয়া গেছে। একটি জরুরী কলে দুর্গন্ধময় সন্দেহজনক বস্তুর রিপোর্ট পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ জানায়, ওই ব্যক্তির আসল পরিচয় এবং মৃত্যুর কারন এখনো জানা যায়নি। মেডিকেল পরীক্ষার পরই মৃত্যুর কারন সম্পর্কে জানা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

### টাইম টেলিভিশনের পরিচালকের ভাতিজা

# স্পেন প্রবাসী টিটুর মৃত্যু

**বাংলা পত্রিকা রিপোর্টার:**
নিউইয়র্কের টাইম টেলিভিশনের পরিচালক ও যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সংগঠক সৈয়দ ইলিয়াছ খছরুর ভাইয়ের পুত্র স্পেন প্রবাসী সৈয়দ শামীম আহমেদ টিটু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি স্পেনের বার্সেলোনার একটি হাসপাতালে ফুসফুসের ব্যাধিতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মাত্র ৩৭ বছর বয়সে বৃহস্পতিবার (৪ জুলাই) নিউইয়র্ক সময় ভোর ৫:৩০ মিনিটে মারা যান। সৈয়দ শামীম আহমেদ টিটু বাংলাদেশের মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার ভাটেরার কৃষ্ণপুর গ্রামের বাসিন্দা সৈয়দ সিরাজুল ইসলামের বড় পুত্র। তাঁর মৃত্যুর খবরে নিউইয়র্ক প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, সৈয়দ শামীম আহমেদ টিটু চার ভাইবোনের মধ্যে সবার বড়। ১৪ বছর ধরে তিনি স্ব-স্ত্রীক স্পেনের বার্সেলোনা বসবাস করে আসছিলেন। ২০২০ সালে করোনাকালীন সময়ে কোভিডে তাঁর ফুসফুস আক্রান্ত হয়। পরবর্তীতে স্পেনের হাসপাতালের চিকিৎসকরা অস্ত্রপাচারের মাধ্যমে ফুসফুস ট্রান্সপ্লারেন্ট করেন। স্পেনে থাকাবস্থায় এ বছরে ঈদুল আযহার আগের দিন হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে সেখানকার একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ট্রান্সপ্লারেন্টকৃত ফুসফুস আবারো ইনফেকশন ধরা পড়ে। এ অবস্থায় আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় না ফেরার দেশে চলে গেলেন টিটু। তাঁর মৃত্যুতে নিউইয়র্ক প্রবাসী কমিউনিটির নেতৃবৃন্দরা শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা ও টিটুর আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন।

# সামারে মসজিদগুলোতে ইসলামিক ক্লাশ শুরু

**জ্যামইকা মুসলিম সেন্টারে সামার ইসলামিক ক্লাসে পাঠদান গ্রহণ করছে শিক্ষার্থীরা।**

*(শেষ পাতার পর)* জামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি)-এ এবারের সামারের শুরুতেই ইসলামিক ক্লাশের ২৭৫টি আসনের প্রায় সবগুলোই পূর্ণ হয়েছে। এখানে পুরোদমে চলছে কোরানীক ক্লাশ। আগ্রহী ছেলে এবং মেয়ে শিক্ষার্থী জেএমসি-তে প্রায় সমান সংখ্যায় ভর্তি হয়েছে। জেএমসি-তে ছয়টি ভাগে ভাগ করে নেয়া হচ্ছে ইসলামিক ক্লাস। এগুলো হলো: অ্যাডভান্স ক্লাস, ইন্টারমিডিয়েট ক্লাস, এলিমেন্টারি ক্লাস, প্রি এলিমেন্টারি ক্লাস এবং বিগিনিং ক্লাস।

জেএমসি'র ইমাম ও খতিব মির্জা আবু জাফর বেগ জানান, স্কুল কেন্দ্রিক শিক্ষার পাশাপাশি মুসলিম হিসেবে সামাজিক ধর্মীয়, পারিবারিক মূল্যবোধ চরিত্রবান আদব কায়দা শেখানোর মধ্যদিয়ে খাঁটি মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই মসজিদগুলোর মূল লক্ষ্য। তিনি জানান, 'সামার সেশনে' সপ্তাহের শনি থেকে মঙ্গলবার চার দিন চলে ক্লাস।

অন্যদিকে জামাইকার মসজিদ মিশন সেন্টার (হাজী ক্যাম্প মসজিদ)-এ চলতি সামার ক্লাশে ১৮৫ জন ছেলে-মেয়ে ভর্তি হয়েছে বলে জানা গেছে। সামার ক্লাসে শিক্ষার্থীরা আগ্রহ নিয়ে অংশ নিচ্ছে। সেন্টারের অন্যতম ইমাম মঞ্জুরুল করীম জানান, এই সেন্টারে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীরা পৃথক পৃথক ব্যবস্থাপনায় অর্থাৎ ছেলে শিক্ষার্থীরা বেসমেন্ট আর মেয়ে শিক্ষার্থীরা উপরের তলায় পৃথক পৃথক ক্লাশে অংশ নিচ্ছে। তিনি বলেন, অভিভাবকদের ডোনেশনের মাধ্যমে এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তবে যেসকল শিক্ষার্থীর অভিভাবক অর্থিকভাবে অস্বচ্ছল তাদের প্রয়োজনে বিনামূল্যে ক্লাশ করার সুবিধা রয়েছে। এক্ষেত্রে অনেক স্বচ্ছল অভিভাবক সহযোগিতা করছেন বা করতে পারেন।

এছাড়াও মুনা সেন্টার অব জ্যামাইকা তাদের হলিসউডস্থ মসজিদ আর রায়ান-এ এই সমার ভ্যাকেশনে সামার স্কুল চালু করেছে বলে জানা গেছে। এতে ৪ বছর থেকে শুরু করে ৪+ শিক্ষার্থী ইসলামিক ক্লাশে অংশ নিচ্ছে পারবে। সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার সপ্তাহে চারদিন সকাল ১০টা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত (জোহরের নামাজ) ক্লাশ চলছে। গত ৮ জুলাই থেকে শুরু হওয়া এই ক্লাশ চলবে ২৯ আগষ্ট পর্যন্ত।

# যুক্তরাষ্ট্রে রেকর্ড ২ লক্ষাধিক নতুন কর্মসংস্থান

*(১ম পাতার পর)*
নিয়োগ হবে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম বাজারে। এর আগে মে মাসে নতুন ২ লাখ ১৮ হাজার নিয়োগের খবর পাওয়া যায়। তবে পূর্বাভাস করা হয়ছিল, ২ লাখ ৭২ হাজার নিয়োগের। এ নিয়োগকে শক্তিশালী অর্জন বলে অভিহিত করেছিলেন বিশেষজ্ঞরা। তারা বলেছিলেন, ভোক্তাচালিত অর্থনীতিতে ধীরে হলেও স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধির চিহ্ন এটি।

গত ৫ জুলাই শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম বিভাগ নিয়োগসংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেখানে বলা হয়, পূর্বাভাসের চেয়ে বেশি নিয়োগ হলেও শ্রমবাজারে এখনো ধীরগতির চিহ্ন বিদ্যমান। কেননা বেকারত্বের হার ৪ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৪ দশমিক ১ শতাংশ, যা ২০২১ সালের নভেম্বর থেকে সর্বোচ্চ। পরিসংখ্যানে বলা হয়, জুনে ২ লাখ ৭৭ হাজার মানুষ চাকরি খুঁজলেও বড় একটি অংশেরই কর্মসংস্থান হয়নি। এদিকে সংশোধিত পরিসংখ্যানে এপ্রিল ও মে মাসের সম্মিলিত নিয়োগ তীব্রভাবে সংকুচিত হয়েছে। সংশোধনে বাদ পড়েছে ১ লাখ ১০ হাজার কর্মসংস্থান। এছাড়া আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় থেকে মে ও জুনে ঘণ্টাপ্রতি বেতন বেড়েছে যথাক্রমে দশমিক ৩ ও ৩ দশমিক ৯ শতাংশ। ২০২১ সালের জুন থেকে বার্ষিক হিসেবে বেতন বৃদ্ধির এ হার খুবই কম।

অনেক বিশ্লেষকের ধারণা, আগামী সেপ্টেম্বরে ফেডারেল রিজার্ভ ফেড বেঞ্চমার্ক হার কমাবে। এর প্রভাব পড়তে পারে চাকরির বাজারে। শুক্রবার প্রকাশিত প্রতিবেদনেও এ প্রত্যাশার বিপরীত কিছু নেই। গত মাসে নতুন নিয়োগে প্রাধান্য পেয়েছে দুটি খাত। সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্র এবং একই বিভাগের আওতায় থাকা স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক সহায়তা খাত। এ খাতগুলো মোট কর্মসংস্থানে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ অবদান রেখেছে। অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ অনেক খাতে নিয়োগ বাড়েনি। অর্থনীতিবিদরা বারবার ভবিষ্যদ্বাণী করছেন, ফেড সুদহার না কমালে চাকরির বাজার গতি হারাবে। বিশেষ করে পণ্য ও পরিষেবা খাতগুলো ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হবে।

GLOBAL MULTI SERVICES, INC
অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়

তারেক হাসান খান, সিইও
- INCOME TAX
- IMMIGRATION
- ACCOUNTING
- TAX AUDIT
- BUSINESS SETUP
- TRAVELS
IRS e-file
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
tax time!
tax refund
37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864, Email: globalmsinc@yahoo.com

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

# Immigrant Elder Home Care LLC

# হোম কেয়ার

আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

## আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

**Call Today:**

**Dr. Md. Mohaimen**
**718-457-0813**
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

**Giash Ahmed**
Chairman/CEO
**917-744-7308**

**Nusrat Ahmed**
President
**718-406-5549**

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

| Corporate Office | Jamaica Office | Long Island Office | Bronx Office | Ozone Park Office | Buffalo Office |
|---|---|---|---|---|---|
| 37-05 74st, 2nd Fl | 87-54 168th Street, 2nd Fl | 1 Blacksmith Lane | 2148 Starling Ave. | 175 B Forbell Street | 859 Fillmore Ave |
| Jackson Heights, NY 11372 | Jamaica, NY 11432 | Dix Hill, NY 11731 | Bronx, NY 10462 | Brooklyn, NY 11208 | Buffalo, NY 14212 |
| 917-744-7308, 718-457-0813 | 718-406-5549 | 718-406-5549 | 718-406-5549 | 718-406-5549 | 718-406-5549 |

# পিএইচডি-ধারীরা পরিচ্ছন্নতাকর্মীর চাকরিতে বিদেশ যেতে আগ্রহী!

*(শেষ পাতার পর)* চিকিৎসকের মতো উচ্চ দক্ষতার চাকরিতে আগ্রহ প্রকাশ করলেও তাদের মধ্যে সিংহভাগ বা ১ হাজার ৮৭৯ জন অ্যাপটিতে থাকা বিভিন্ন পেশার মধ্যে 'শ্রমিক' হিসেবে কাজের আগ্রহও প্রকাশ করেন। এসব পিএইচডিধারীদের বাইরে, ৫০ হাজার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীও একইভাবে অভিবাসনের প্রচলিত গন্তব্যগুলোয় গিয়ে স্বল্প-দক্ষতার কর্মসংস্থানে নিযুক্ত হওয়ার অগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

অন্যান্য সাধারণভাবে নির্বাচিত কাজের মধ্যে আছে ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে পরিচ্ছন্নতা কর্মী, গাড়িচালক, সাধারণ শ্রমিক, হোটেল বয়, সেলস ম্যান, অফিস সহকারী, নির্মাণ শ্রমিক, ইলেকট্রিশিয়ান, ওয়েটার এবং কম্পিউটার অপারেটরের চাকরি।

যোগ্যতার সাথে চাকরির অসামঞ্জস্য

উচ্চ শিক্ষিত চাকুরি সন্ধানীদের মধ্যে স্বল্প-দক্ষতার কাজের আগ্রহ বাড়ার এই প্রবণতার জন্য দেশে পেশাজীবী কর্মসংস্থানের অভাব থাকা, এবং সেই প্রেক্ষাপটে বিদেশে চাকরি নিশ্চিত করার জন্য এই চেষ্টা করাকেও দায়ী করেছেন অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা।

বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশের কর্মসংস্থান বাজারে চাকরি না পাওয়ার হতাশা থেকে অনেক উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিই বিদেশে স্বল্প-দক্ষতার কাজ নিতেও আগ্রহী হয়ে থাকতে পারে। তাঁদের অনেকেই হয়তো মনে করছেন, অ্যাপে নিবন্ধনের সময় কম দক্ষতার পেশা নির্বাচনের অপশন রাখলে তারা বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাড়তি সহায়তাও পাবেন। বাংলাদেশের শিক্ষিত জনশক্তির মধ্যে কর্মসংস্থানের প্রত্যাশার একটি বড় ও উদ্বেগজনক পরিবর্তন ঘটারও বার্তা দিচ্ছে এই প্রবণতা।

অভিবাসন বিশেষজ্ঞ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দা রোজানা রশীদ টিবিএসকে বলেন, 'ধারণা করা যায় যে দেশে কর্মসংস্থানের অভাব আছে। সে কারণে মানুষ তাদের নিজের যোগ্যতার চাইতে নিচের জবের জন্য আবেদন করছে। যেটা তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতার সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। দ্বিতীয়ত, হতে পারে যে তারা ভাবছেন এটা বিদেশ গিয়ে স্থায়ী হওয়ার একটা সুযোগ, এবং একবার যেতে পারলে অনেকেই আর ফেরত আসে না; উন্নত জীবনের সন্ধানে অন্যান্য পেশার দিকে চলে যায়। এটা মনে করেও তারা আবেদন করতে পারে।'

সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত আমি প্রবাসী অ্যাপ ও ওয়েব পোর্টাল চালু করা হয় বিদেশে কর্মসংস্থানে আগ্রহী বাংলাদেশীদের সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে। এই অ্যাপের মাধ্যমে প্রবাসে কর্মসন্ধানীরা তাদের পছন্দ অনুযায়ী পাঁচটি কাজ ও গন্তব্য নির্বাচন করতে পারেন। অ্যাপে বিশ্বের ১৮০টি দেশে ৫১৫ ধরনের কাজের মধ্যে থেকে পছন্দের কাজ ও গন্তব্য বেঁছে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। এর সাথে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের। গন্তব্যগুলোর মধ্যে রয়েছে, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, ওমান, কাতার, কুয়েত, ইতালি, সিঙ্গাপুর, বাহরাইন, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও যুক্তরাজ্য।

কর্মসংস্থান হিসেবে উচ্চ শিক্ষিতদের মধ্যে শ্রমিক পেশা নির্বাচনের যে তথ্য সামনে এসেছে, সেটি সঠিকভাবে বোঝার জন্য আরও গবেষণার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন অধ্যাপক রোজানা রশীদ। তিনি বলেন, 'তাঁরা কোথায় পিএইচডি করেছেন এটা জানাও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সেক্ষেত্রে মানের তারতম্য থেকে যায়। পিএইচডি করলেই যে সবার কোয়ালিটি একরকম হবে সেটা কিন্তু নয়।' তিনি ব্যাখ্যা করেন, এপর্যন্ত যে আড়াই হাজার পিএইচডিধারী আবেদন করেছেন, তাঁদের কেউই নিজেদের পিএইচডি বা ডক্টরেট ডিগ্রির কোনো প্রমাণ আপলোড করেননি। আবার অনেকে হয়তো তাঁদের একাডেমিক যোগ্যতার পাশাপাশি কম দক্ষতার অপশন বাছাই করে নিজেদের বিদেশে কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়াতে চেয়েছেন।'

আবেদনকারী এক নারী নাম না প্রকাশের শর্তে টিবিএসকে বলেন, তাঁর স্বামী জাপানে থাকেন, তাই তিনিও জাপানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে এই অ্যাপের মাধ্যমে আবেদন করেছেন। পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি বা সমমানের ডিগ্রি নিয়েছেন বলেও দাবি করেন তিনি। তবে তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা বা ক্যারিয়ারের লক্ষ্য সম্পর্কে

বিস্তারিত জানাতে অস্বীকার করেন।

সাধারণভাবে পিএইচডিধারীরা স্বল্প দক্ষতার চাকরিগুলোয় আগ্রহ বেশি দেখিয়েছেন; তবে আমি প্রবাসী অ্যাপের তথ্যমতে, অন্তত ৮২ ধরনের দক্ষ ও পেশাজীবী কাজের অপশন-ও তারা বেঁছে নিয়েছেন।

উচ্চ দক্ষতার এসব চাকরির মধ্যে রয়েছে ব্যবস্থাপক, বিপণন বিশেষজ্ঞ, ফার্মেসিস্ট, ব্যাংকার, মাইক্রোবায়োলজিস্ট, কেমিস্ট, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার ও পুষ্টিবিশারদসহ ইত্যাদি নানান ধরনের কাজ। স্নাতকোত্তর শিক্ষাগত যোগ্যতার একজন কর্পোরেট চাকুরিজীবী নাম না প্রকাশের শর্তে বলেন, শুধু বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পেতে তিনি ড্রাইভারের চাকরির অপশনটি রেখেছেন। স্বল্প-দক্ষতার চাকরি নির্বাচন করায় বিদেশ যাওয়া সহজ হবে বলে মনে করেছিলেন তিনি।

২০২২ থেকে চলতি বছরের এপ্রিল পর্যন্ত আমি প্রবাসীর ডেটাবেজে ২২ লাখের বেশি নতুন আবেদন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এরমধ্যে ৭২ শতাংশই উচ্চ মাধ্যমিক পাশও করেননি।

প্রশ্নবিদ্ধ পিএইচডির মান

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) একজন পরামর্শক এবং অভিবাসন বিশেষজ্ঞ আসিফ মুনীর টিবিএসকে বলেন, 'যিনি যে সাবজেক্টে পিএইচডি করেছেন- সেটার ভিত্তিতে হয়ত তার চাকরি পাওয়া কঠিন হচ্ছে, সে কারণে অনেকে বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। জব মার্কেটের একটা হতাশা কাজ করে থাকতে পারে।'

তিনি আরও বলেন, 'যেহেতু একাধিক অপশন চয়েজের সুযোগ আছে- তাই অনেকে হয়ত ভেবেছে যে তার সুযোগ বেড়ে যাবে যদি বেশি চয়েজ দেয়। মধ্যপ্রাচ্যেও যদি আলটিমেটলি কোনো একটা কর্মদাতার সাথে এই সুযোগে কানেকশন হয়, তাহলে সে হয়ত নেগোশিয়েশন করতে পারবে, যে আমার কোয়ালিফিকেশন ভাল, কিন্তু জব পাচ্ছিলাম না বলে লেস-স্কিলড জবে আবেদন করেছি' - যোগ করেন তিনি।

ইউরোপে বেশি প্রতিযোগিতা থাকায় উচ্চ শিক্ষিতদের জন্যও ভাল যোগ্যতা না থাকলে যাওয়া সহজ নয় জানিয়ে তিনি বলেন, 'সেক্ষেত্রে তারা হয়ত চিন্তা করে যদি মধ্যপ্রাচ্যের কোনো দেশে মিড লেভেলের কাজও হয়, তাহলে তিনি যা আয় করবেন- সেটি দিয়ে পরিবারকে সাহায্য করতে পারবেন।'

বর্তমানে দেশের ৫৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করার সুযোগ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) এখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও পিএইচডি করার সুযোগ দেওয়ার কথা ভাবছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২ এর তথ্যমতে, বর্তমানে বাংলাদেশে পিএইচডি বা ডক্টরেট ডিগ্রিধারী রয়েছেন ৫১ হাজার ৭০৪ জন। আর ইউজিসির তথ্যমতে, দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ডক্টরেট ডিগ্রিধারী শিক্ষক্কের সংখ্যা ২০১৭ সালে ছিল ৪ হাজার ৭৬৬ জন, ২০২১ সালে যা বেড়ে ৫ হাজার ৬০৬ জন হয়েছে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে ২০১৭ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছেন ৪ হাজার ৪৩৩ জন শিক্ষার্থী। এছাড়া, ২৭টি বিশ্ববিদ্যালয় এসময়ে ৪ হাজার ৪৩৩ জন ডক্টরেট ডিগ্রিতে ভূষিত করেছে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রদত্ত ডক্টরেট ডিগ্রির মান নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ের আলোচনা-সমালোচনার প্রেক্ষাপটে শিক্ষাবিদরা বলছেন, যেসব প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট মানদণ্ড পূরণ করতে পারবে, কেবল তাদেরই পিএইচডি প্রোগ্রামের অনুমোদন দেওয়া উচিত।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তা, আমলাসহ সরকারি চাকরিজীবীরা যথেষ্ট গবেষণা না করেই বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করার ঘটনা নিয়ে শিক্ষাবিদরা এমন উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

সাম্প্রতিক সময়ে ইউনিভার্সিটি অব ব্রুনেই দারুসসালামের ফ্যাকাল্টি সদস্য ও অভিবাসন বিশেষজ্ঞ ড. এ কে এম আহসান উল্লাহ একটি সংবাদপত্রের নিবন্ধে লিখেছেন, 'বাংলাদেশে বর্তমান পিএইচডি ডিগ্রির দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ হলো গবেষণার গুণগত মানের অবনতি। অনেক পিএইচডি প্রার্থী তাড়াহুড়ো করে থিসিস সম্পন্ন করেন, ফলে তাদের গবেষণার মূল যুক্তি এবং ভিত্তি অনেক সময় স্পষ্ট হয় না। গবেষণার গভীরতা এবং মান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুতর ঘাটতি দেখা যায়।' তিনি আরও বলেন, 'বাংলাদেশে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব এবং স্বজনপ্রীতি একটি বড় সমস্যা। অনেক সরকারি কর্মকর্তা এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি তাঁদের ক্ষমতা এবং প্রভাব ব্যবহার করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তত্ত্বাবধায়ক নির্বাচনেও অনেকেই রাজনৈতিক মতাদর্শ বিবেচনা করেন।'

বিশিষ্ট গবেষক এবং ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক ড. হাসিনা খান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, 'আমাদের উদ্যোক্তা তৈরি করতে হবে। নিজেদের দেশে পিএইচডি করতে হবে। দেশে পিএইচডি করাটা জরুরি। অনেকেই দেশে পিএইচডির মান নিয়ে প্রশ্ন করেন। মান ঠিক করা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ। বিশ্ববিদ্যালয়কে সেটি নির্ধারণ করতে হবে। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার জন্য দেশে গবেষণা হওয়া জরুরি।'

## 'হৃদয়ে মৌলভীবাজারে'র মোড়ক উন্মোচন

*( ৩১ এর পাতা থেকে)* সোসাইটির নেতৃবৃন্দ ও সদস্যরা।

'হৃদয়ে মৌলভীবাজারে'র ম্যাগাজিনের সম্পাদনায় ছিলেন নিখিল দেবনাথ, সৈয়দ পাভেল উদ্দিন। তত্বাবধানে ছিলেন তজমুল হোসেন, মো: জাবেদ উদ্দিন, শাহীন হাসনাত। সহযোগিতায় ছিলেন এমদাদ রহমান তরফদার, সৈয়দ ফাহমি, জাহাঙ্গীর আলম, শাহীন আহমদ, প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় নবনীতা দেবনাথ।

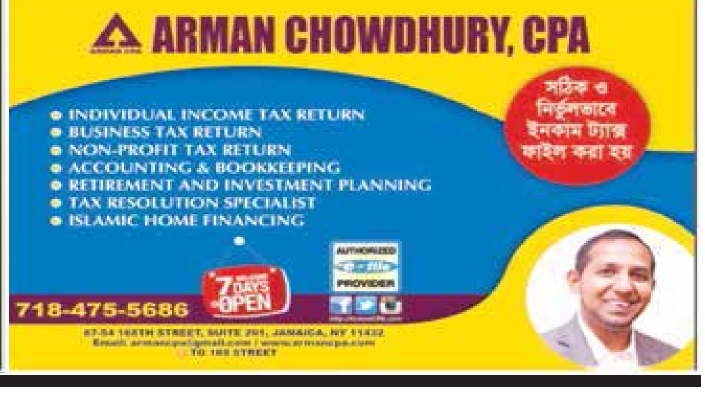

# জ্যামাইকায় প্রথমবারের মতো আয়োজিত 'ভালো'র মেলায় আনন্দ উচ্ছ্বাস

*(শেষ পাতা পর)* হাউজে শিশুরা মেতেছিল আনন্দে। এছাড়াও নিউইয়র্ক পুলিশের কমিউনিটি অ্যাফেয়ার্স ব্যুরো মেলায় কৃত্রিম পাহাড় এনেছিল। শিশুরা যাতে ট্র্যাকিং বা ক্লিম্বের স্বাদ পেতে পারে, এজন্যই এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান কমিউনিটি অ্যাফেয়ার্স ব্যুরোর সার্জেন্ট বাংলাদেশী-আমেরিকান আব্দুল লতিফ।

বিকেলে জমে উঠে মেলার সাংস্কৃতিক পর্ব। মেলায় গান গেয়ে দর্শক মাতিয়ে রাখেন জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী ও অভিনেতা তাহসান খান, ক্লোজআপ ওয়ান তারকা শিল্পী রন্টি দাশ, হালের ক্রেজ সঙ্গীতশিল্পী মুজা, মাশা ইসলাম প্রমুখ।

মেলা মঞ্চে উপস্থিত হয়ে ভালো'র ভালো সব উদ্যোগ এবং বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রশংসা করেন যুক্তরাষ্ট্রে মূলধারার রাজনীতিকরা। বিশেষ করে নিউইয়র্ক সিটির পাবলিক অ্যাডভোকেট জুমানি উইলিয়ামস, নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি মেম্বার জোহরান মামদানি ও বাংলাদেশি কমিউনিটির পক্ষে জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান সভাপতি মো. ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার ভালো'র গুণগান করেন।

এদিকে মেলায় সুপার কার গ্যালারিতে প্রদর্শিত হয় ফেরারি, পোরশে, বিএমডব্লিউ, মার্সিডিজসহ নামিদামি ব্র্যান্ডের গাড়ি।

মেলার সার্বিক তত্বাবধানে ছিলেন ভালো'র প্রতিষ্ঠাতা ও ডিএইচ হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট শাহরিয়ার রহমান। মেলাকে সার্থক ও সফল করেছেন ভালো'র স্বেচ্ছাসেবীরা নিরলস পরিশ্রম করেন। মেলায় আগতরা আনন্দ উচ্ছ্বাসে দিনভর উপভোগ করেন।

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিককালে নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটিতে সেবামূলক কার্যক্রম চালিয়ে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে 'ভালো'। ভয়াবহ করোনা মহামারীর সময় গোটা নিউইয়র্ক সিটি যখন নিস্তব্ধ, মুহ্যমান শোকে, তখন 'ভালো'র একদল নির্ভীক তরুণ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নেমে আসেন রাস্তায়। সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন করোনা আক্রান্ত মানুষের প্রতি। বিশেষ করে খাবার, চিকিৎসা ও করোনা প্রতিরোধী সামগ্রী পৌছে দেন বাড়ী বাড়ী।

ভালো'র প্রতিষ্ঠাতা শাহারিয়ার রহমানের নেতৃত্বে সেই থেকে তারা নিম্ন আয়ের মানুষের পাশে থেকে কুঁড়িয়ে আসছেন প্রশংসা। মূলধারার জনপ্রতিনিধিদের সাথেও রয়েছে তাদের নিবিড় সর্ম্পক। রোজা, ঈদসহ বিভিন্ন উৎসবে 'ভালো' আয়োজন করে থাকে সামাজিক সম্প্রীতি সমাবেশ। সময়ে সময়ে বিতরণ করা হয় ফ্রি ফুড বিতরণ।

# নিউইয়র্কে চালু হয়েছে

*(শেষ পাতা পর)* প্রযুক্তি স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া প্রয়োজনীয় ডেটা ট্র্যাক করতে স্মার্টফোনে ফর্ম ব্যবহার করা হবে। যা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রকাশ করা হবে বলে জানা গেছে।

# এক স্লিপ

*(শেষ পাতা পর)* তথা টাঙ্গাইলের মানুষদের আন্তরিতা, সম্প্রীতি আর ভালবাসায় প্রতিবছরই এমন বনভোজনে অংশ নেই। তাদের এসব কথা শুনে প্রবীণ প্রবাসীদের কেউ কেউ বললেন-প্রবাসে আমরা কে কোন জেলার সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে আমরা বাংলাদের মানুষ কে কতটা আন্তরিক সেটাই বড় কথা। কেননা, প্রবাসে সকল বাংলাদেশী একে অপরের ভাই। একে অপরের সাথে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি, ভালোবাসা জোরদার করাই সামাজিক সংগঠনগুলোর লক্ষ্য হওয়া উচিৎ।

*০৭ জুলাই ২০২৪*

**ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE**

Free Diabetic machine | সীমিত সময়ের জন্য 15% Off | Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

**ASTORIA PHARMACY**
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

**JACKSON HEIGHTS PHARMACY**
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

**LONG ISLAND CITY CHEMISTS**
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

**OPEN**
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

বিজয় উৎসব
ও
ফ্যামিলি নাইট
Victory Celebration & Family Night
Saturday
July 13, 2024
3:00 PM Onwards
Hinchliffe Stadium
186 Maple St, Paterson
NJ 07522
Paterson
SHAHIN KHALIQUE
2nd Ward Councilman
City of Paterson
Paterson, New Jersey
কাপড়ের ও পণ্যের দোকান
চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবানী খাবার সবার জন্য উন্মুক্ত
FOR STALL BOOKING MUST RSV:
+1 (973) 356-6897
+1 (973) 914-3006
আমেরিকা ও বাংলাদেশের স্বনামধন্য শিল্পীবৃন্দ সংগীত পরিবেশন করবেন।
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
ছোট বাচ্চা ও মহিলাদের খেলাধুলা
আকর্ষণীয় পুরস্কার
অনুষ্ঠানে সপরিবারে অংশগ্রহন করার জন্যে আপনারা সবাই আমন্ত্রিত।
Design & Printed by : Sylgraph Printers
Jackson Heights : C # +1 973 333 1922
Organized by: Team Khalique

# আনন্দ আড্ডায় মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির বনভোজন

মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক এর বার্ষিক বনভোজন ও মিলনমেলায় উপস্থিত সংগঠনের উপদেষ্টা, নেতৃবৃন্দ ও আমন্ত্রিত অতিথিরা।

মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক এর বার্ষিক বনভোজন ও মিলনমেলায় উপস্থিত সংগঠনের উপদেষ্টা, নেতৃবৃন্দ ও আমন্ত্রিত অতিথিরা।

মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক এর বার্ষিক বনভোজন ও মিলনমেলায় র‌্যাফেল ড্র এবং পুরস্কার বিতরণী

মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক এর বার্ষিক বনভোজন ও মিলনমেলায় উপস্থিত নিউইয়র্কে বসবাসরত মৌলভীবাজারবাসীরা।

**নিউইয়র্ক:**
আনন্দ আড্ডায় সম্পন্ন হলো মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক এর বার্ষিক বনভোজন ও মিলনমেলা। গত ৩০ জুন এস্টোরিয়া পার্কে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মৌলভীবাজারসহ নিউইর্কের প্রবাসী বাংলাদেশীরা অংশ নেন এই বনভোজনে। এছাড়াও অনেকেই পরিবার-পরিজন নিয়ে অংশ নেন। বনভোজনের আনন্দ আড্ডা, খেলাধূলা, র‌্যাফেল ড্র ও আপ্যায়নসহ আয়োজিত বিভিন্ন ইভেন্টে স্বতস্ফুর্ত অংশ নেন আমন্ত্রিতরা।

সংগঠনের সভাপতি সোহান আহমদ টুটুল এবং সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আলী ও সহ সাধারণ সম্পাদক এমদাদ রহমান তরফদারের তত্ত্বাবধানে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন মৌলভীবাজার জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও সাবেক ভিপি মিজানুর রহমান, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র সভাপতি বদরুল হোসেন খান, লুৎফুর রহমান চৌধুরী হেলাল, সৈয়দ সিদ্দকুল হাছান, সালেহ আহমদ চৌধুরী, মিনহাছ আহমদ সাম্মু, বদরুন নাহার খান মিতা, মিয়া মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন, শাহীন আজমল, দেওয়ান সাহেদ চৌধুরী, সৈয়দ আলাউর রহমান সিতু, দেওয়ান মোস্তাক রাজা চৌধুরী, মিছবাহ মজিদ, আহমদ জিল্লু, রোকন হাকিম, আব্দুল হাকিম সুলেমান, তজমুল হোসেন, সৈয়দ মামুন।

এছাড়াও আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন সৈয়দ এনায়েত আলী, এডভোকেট সৈয়দ জুনেল, শেখ আতিকুল ইসলাম, দুলাল তরফদার, সৈয়দ রুহুল কুটি, মামুনুর রশিদ শিপু, শাহান খান, কামরান রহমান তরফদার, আম্বিয়া মিয়া, লায়েক তরফদার, সৈয়দ লাভলু ইসলাম, পারভেজ আহমেদ, এমরান রহমান তরফদার, জাহাঙ্গীর আহমদ, বশির খান, শফি আহমদ, জাবেদ আহমদ, নিখিল দেবনাথ, আলমগীর হোসেন, সাগর চৌধুরী, রমজান আলী, ফজল খাঁন, শাহ আলম, আব্দুল মোতালিব রাজা, সুফিয়া শাহান, তফধির রায় বুরন, শাহ জাবের, সৈয়দ আজমল হোসেন, সৈয়দ মাহদিন, হেলাল তরফদার, কয়েছ আহমদ, সৈয়দ ফাহসী, হেলাল খান, সৈয়দ জুবেদসহ আরও অনেক।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটির সহ সভাপতি মো: জাবেদ উদ্দিন, সৈয়দ আবুল কাশেম, কোষাধক্ষ্য জাহাঙ্গীর আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহীন আহমদ, প্রচার সম্পাদক রবিন আহমদ, ক্রীড়া সম্পাদক জাবেদ আহমদ, সাহিত্য সম্পাদক সত্যম দেব, মহিলা সম্পাদিকা সুমেনা আহমদ সুমি, সদস্য শাহীন হাসানত, আলতাফ হোসেন, সৈয়দ পাভেল উদ্দিন, চমন উদ্দিন, জাকারিয়া সাহা, রিটন সরকার, ফরহাদ চৌধুরী, মোঃ মহসিন মিয়া, হাছান আল ফাহাদ, আরিফ আহমদ উপস্থিত ছিলেন।

বনভোজন অনুষ্ঠানের র‌্যাফেল ড্র-তে আটটি পুরস্কার ছিল। প্রথম পুরস্কার: ঢাকা- নিউইয়র্ক রিটার্ন টিকিট (সৌজন্যে আলমগীর হোসেন), দ্বিতীয় পুরস্কার: নিউইয়র্ক-লন্ডন রিটার্ন টিকিট (সৌজন্যে আতাউর রহমান সেলিম), তৃতীয় পুরস্কার: নিউইয়র্ক-কানাডা রিটার্ন টিকিট (সৌজন্যে হায়াত ফার্মেসী), ৪র্থ পুরস্কার: দিয়েছেন স্বর্ণের আংটি (সৌজন্যে এটর্নী মঈন চৌধুরী), ৫ম পুরস্কার: ৫৫ ইঞ্চি টিভি (সৌজন্যে নূর থাই, মো: জসিম উল্লাহ), ৬ষ্ঠ পুরস্কার: ৫২ ইঞ্চি টিভি (সৌজন্যে মিম হালাল স্পাইসি-আওয়াল মিয়া ও রমজান আলী), ৭ম পুরস্কার: স্যামসাং ফোন (সৌজন্যে জুয়েল, এবং অষ্টম পুরস্কার: ছিল ল্যাপটপ (সৌজন্যে মেহেরীন মাল্টি সার্ভিসেস ইনক-এর মোশাররফ চৌধুরী)।

# সাহিত্য সাময়িকী

## তোমার গোপনগুলো
**ম তি ন বৈ রা গী**

তোমার গোপনগুলো প্রকাশিত হোক
যা তুমি লুকিয়ে রেখেছো তোমার আস্তিনে
যার দাঁত আছে, দাঁতে বিষ আছে আর লেজে আছে
ত্রিভুবন লোভ
তোমার গোপনগুলো প্রাকাশ্য হোক
একটা দিনক্ষণে জনরাণ্যলোকে চন্দনের বাটি
গোলাপকুচিতে গোলাও তোমার পাপ
দেখুক মানুষ
কতরকম রোগশোক
কতটা সে চালাকী রূপবদলায় দারুণ গিরগিটি

তোমার গোপনগুলো প্রকাশ্য হোক
রীতি ও রেসালার মতো পাপ স্বীকারের মতো
কল্যাণ আজ পরিত্যক্ত নিজ কল্যাণ ভারে
প্রাচীন নগরীর মতো
কিলবিলে সাপগুলো তোমার আস্তিনে

প্রকাশিত হোক তোমার বিশেষ।

## ছায়াবাজি
**জা ফ র ও বা য়ে দ**

অতল ছায়ার, স্পর্শহীন প্রাণ, কেবলই কল্পলোক
মৃত্তিকালগ্ন ধুলোয় দাঁড়াবার মতো পা-টি তার আদৌ গজিয়ে উঠেনি।
কোন ছায়ার কথাটি বলি? অজস্র ছায়াই তো লেপটে আছে প্রাণে
অনিন্দ্য সুন্দর জীবনের পরতে পরতে! অতুল গৌরবে!

আমাদের ছায়াবাজির জীবন, আয়নাবাজির সংসার
কী করে ওদের এড়িয়ে চলার ঔদ্ধত্যটি আমাদের হবে?
সহস্র ছায়ার, প্রীতিময় মায়াজলে বেড়ে ওঠা, সজ্জিত সৌরভ
অঢেল প্রাপ্তির দৌলতেই পরিপুষ্ট মন, অঙ্গসৌষ্ঠবের গর্ব!

মাথার উপর বেশুমার ছায়া সেই জাইগোট সেই গর্ভাশয় থেকে
সে ছায়ায় তিনশত দিনের অদ্ভুত, চূড়ান্ত নিরাপদ জার্নি
অতঃপর এ পৃথিবীর আলো বায়ু জলের মোহন স্পর্শমাখা অফুরন্ত ছায়া
পিতা-মাতা স্বজনের নাড়িবাঁধা, রক্তস্রোতে ভাসা স্নেহ!

সেই কবে, ছায়াবাজ, স্বপ্নবাজ, মানুষের দলে লিখিয়েছি নাম
অনন্ত শোভন সময়ের ঋণ, আষ্টেপৃষ্ঠে রেখেছে জড়িয়ে
ঋণগ্রস্ত এক পৃথ্বির সন্তান আমি, ডানে-বাঁয়ে ঋণদাতা মহাজন
অথচ, বকেয়া শোধে আদৌ কোন পদক্ষেপ আমার তো নেই!

## দাঁড়িয়ে থাকতে চেয়েছি দুদন্ড
**ম ঈ নু স সু ল তা ন**

হরস্কোপে বিছরিয়ে গ্রহ নক্ষত্র-ঘেঁটে পঞ্জিকা
মাঘী পূর্ণিমার তিরোধানের পর-
ভোরবিহানে নিভিয়ে লণ্ঠনের মৃদু শিখা
যুগলে ছেড়েছি ত্রিপল-ঢাকা সাধের ঘর ;
ট্র্যাক করেছি একত্রে ফের মহাভী ডেজার্টে
মরু প্রান্তরে প্রস্ফুটিত হয়েছে জুনিপার,
মুগ্ধ হয়ে দেখেছি জশুয়া-ট্রির বিশুষ্ক শোভা-
বলেছ একটু খোঁড়াখুঁড়ি করলেই পাওয়া যাবে
ভূগর্ভস্থ মণিরত্নের গুপ্ত দুয়ার,
এমনকি পেয়েও যেতে পারি চিত্রিত জেসপার

রত্ন-শিকারি হতে আপত্তি আমার
দিগন্তের দিকে দিকপাত করে শুধু দাঁড়িয়ে থাকতে চেয়েছি দুদন্ড
খনিজ আহরণের বাসনা তুমি করতে পারনি পরিহার
হাওয়ায় উদ্বেলিত হয়েছে জাশুয়াট্রির ভাস্কর্যপ্রতিম মরূদ্যান
বিগহর্ন শিপের দ্রুত চলাচলে ছিটকে উঠেছে স্ফটিক খন্ড
কাছে আসতে পারিনি- বেড়েছে আমাদের ব্যবধান।

## অস্পষ্ট পৃষ্ঠার মতো
**ফা রু ক আ হ মে দ**

অনেকগুলো পা তোমার হাসিকে মাড়িয়ে গেল,
তোমার কথাকে পিষ্ট করে চলে গেল চারটি চাকা
তুমি তোমার সন্তানের জন্য আনতে গেলে খাবার,
নিয়ে এলে অবজ্ঞার তোড়া আর পুঁজির গ্লানি।

তোমার জীবনে কোন রূপকথা নাই;
তুমি কখনো রূপকথার ভেতর ঢুকে দেখো নাই
সেখানে কীভাবে প্রেম ময়নাপাখি হয়ে উড়ে যায়।
তোমার জীবনে নাই কোন হাসির বাগান;
তোমার জীবনকে পেছন থেকে সময় হর্নের মতো
তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে কতিপয় আশ্বাসের ডেরায়।
তুমি কোথাও দাঁড়াতে পারছো না, তুমি একটি করুণ,
তুমি দালালগণের আঙুলের ফাঁক দিয়ে পড়ে যাচ্ছো শুধু।

তোমার ক্রোধগুলো বেওয়ারিশ কুকুরের মতো
ফুটপাত থেকে ফুটপাতে লাফিয়ে বেড়ায়।
তুমি ক্রোধগুলো কোথাও ঢুকিয়ে দিতে পারো না;
পারো না একটা সুর বানিয়ে জীবনকে গেঁথে নিতে।
এভাবে তুমি পুঁজির ঘায়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে

একটি অস্পষ্ট পৃষ্ঠার মতো বেঁচে থাকো।

## সময়ের অনন্ত বারান্দা
**শে খ র ভ ট্টা চা র্য**

এই ঘোর লাগা ত্রিসন্ধ্যায় যাকে দেখছো
সন্ধ্যা অন্তেও কী তাকে দেখো অবিকল,
বিবর্তিত হতে হতে অবয়ব কী একই থেকে যায়।
রহস্যে ঘেরা জীবনের জলে, মৎস্য শিশুর মতো
জালের ভেতর উন্মত্ত নৃত্যের নেশায় পেয়ে যায়
নেশায় বুঁদ হয়ে কেটে যায় মাতাল রঙিন রাত,

ভোরের স্নিগ্ধতা স্বপ্নকে করে আলিঙ্গন, কেটে যায়
সকাল, গনগনে দুপুর, বেহাগ সুরে নামে নিস্তব্ধ বিকেল
এর পর গোলক ধাঁধার ভেতরে পথ খোঁজে ক্লান্ত হাওয়া,
কী বোর্ডে অঙ্গুলি চিহ্ন উবে যায়, কবিতার ফাইল থেকে
অবিরাম ঝরে পড়ে বৃষ্টির মতো কবিতা, কাঁচের গ্লাসে
জল পড়ে রয়, হা করা শীতল মাছের মতো
ঠোঁটের স্পর্শাকাঙ্খা থেকে যায় সময়ের অনন্ত বারান্দায়।

## ময়ূর
**হে লা ল উ দ দী ন রা না**

অন্ধকার ময়ূর সেজে মেলেছে পেখম

কপাট খুলবে ভোরে জেনেও বসে আছি দোরে
কার দরোজায়?
কার বাড়ি কার ঘর!
অপেক্ষা ছেড়ে গেছে একা নির্জনে
শুনি না ঝিঁঝির ডাক মেঘের গর্জন
রাতজাগা পাখিও নিথর নির্ভার
দূরের ইস্টিশানে অবিরাম আপ-ডাউন
রাত্রি বুঝি খুলে দেয় রমণির খোঁপা
ঝরে পড়ে অবিকল মায়া

অথচ মায়ের কথা মনে আছে এখনও আমার
রওনা দেবার আগে ঘুচিয়ে নিতে হয়
ঝোলাভরতি পাথেয়, সমূহ সামান

# কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক্
# KULAURA BANGLADESHI ASSOCIATION OF U.S.A. INC.

## বাৎসরিক বনভোজন ২০২৪

আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র :
আইফোন ও স্বর্ণের চেইন সহ ১১ টি পুরস্কার
ও ছোট-বড় সকলের জন্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

**স্থানঃ এষ্টোরিয়া পার্ক** | তারিখ ৪ আগষ্ট ২০২৪ রবিবার সকাল ১০টা - বিকাল ৭ টা

মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সংগীত পরিবেশনায় দেশ ও প্রবাসের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী চন্দ্রা রায়

**PICNIC DATE: SUNDAY, 4 AUGUST, 2024 PLACE: ASTORIA PARK, 19 STREET, 23RD DR. ASTORIA, NY 11105**

| | | |
|---|---|---|
| ১। আইফোন ১২ | মঈন চৌধুরী<br>ATTORNEY AT LAW | Tel: 917-282-9256 |
| ২। স্বর্ণের চেইন | সুয়েব আহমেদ<br>বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক | |
| ৩। স্বর্ণের চেইন | হারুনুর রশিদ তালুকদার<br>বিশিষ্ট সমাজসেবক ও সাবেক প্রতিষ্ঠাতা ক্রীড়া ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক কুলাউড়া এসোসিয়েশন। | |
| ৪। আই-পেড | সাইফুল ভূঁইয়া<br>STRITS INCOME TAX SERVICE | Tel: 646-508-5790 |
| ৫। স্বর্ণের দোল | জালাল উদ্দিন (লিটন)<br>ডেলিগেইট - পিয়ার হোটেল | |
| ৬। স্বর্ণের রিং | লুৎফুর রহমান (ওয়াসিম)<br>নতুন কুড়ি ক্রিকেট ক্লাব এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বরমচাল কুলাউড়া | |
| ৭। আপেল ওয়াচ | আবু তাহের চৌধুরী<br>PRESIDENT, BENGAL FRIENDS INC. CALIFORNIA | |
| ৮। ল্যাপটপ | শামীম আহমেদ<br>OWNER BOMBAY MASALA RESTAURANT | Tel: 718-578-3904 |
| ৯। আপেল এয়ার পড | মোঃ চৌধুরী (লিপন)<br>NEW YORK, LIFE INSURANCE AGENT | Tel: 917-443-3017 |
| ১০। এয়ার ফ্রায়ার | তিতুমির আলম (রুমান)<br>PRESIDENT, ZIYANAS FASHION | Tel: 718-593-2736<br>917-741-5958 |
| ১১। রাইছ কুকার | আলী হাসান<br>সভাপতি, শ্রীধরা জনমঙ্গল সমিতি ইউ, এস এ ইনক্ | |

### বিশেষ সহযোগিতায়

MHC
MARKS HOME CARE
SK. ABBAS U. AHMED
917-216-5251

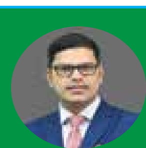

Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
TAX, AUDIT & CORPORATION
929-207-1516
info@zakircpa.com

CONSULTANCY
IMMIGRATION • TRANSLATION • INTERPRETATION
929-763-7436
iconsult.email@gmail.com

FIDELIS CARE®
MOSAHED RASHED
Health Benefit Representative
59-17 Junction Boulevard
Elmhurst, NY 11373
917-744-3636

সম্মানীত প্রবাসী কুলাউড়াবাসী, আস্‌সালামু আলাইকুম/আদাব।
আগামী ৪ আগষ্ট ২০২৪, রবিবার কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইন্‌ক এর উদ্যোগে অপরুপ সুন্দর প্রাকৃতিক নির্মল ছায়াবেষ্টিত এষ্টোরিয়া পার্কে বনভোজনের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত বনভোজনে আপনি/আপনারা সপরিবারে আমন্ত্রিত।

**আমন্ত্রণক্রমে**

| | |
|---|---|
| **শাহ্ আলাউদ্দিন**<br>সভাপতি<br>৯২৯-৫৯২-৬৪৩০ | **জাবেদ আহমেদ**<br>সাধারণ সম্পাদক<br>৬৪৬-৬৪৫-৫৪০১ |

**কার্যকরি পরিষদ**

মোহাম্মদ এফ মালিক (মুরাদ), মোঃ মাসুক আহমদ (সুজন), মোঃ ওবায়দুর রহমান (কামাল), শেখ শামীম আহমেদ, এনামুল ইসলাম খান, মুজিবুর রহমান, নুরুন নাহার হাসান (লুসি), মাহমুদা ইসলাম (রুমা), বদরুল ইসলাম (মিন্টু), মোঃ মঈনুর রহমান (সুয়েব), মোঃ আলতাফ হোসেন, ইমরুল হোসেন জেবুল ও লুৎফুর রহমান।

**উপদেষ্ঠা পরিষদ**

আবুল কালাম, মোঃ আব্দুল জলিল, মোঃ আব্দুস সালাম, মোঃ নজরুল ইসলাম, ডাঃ মুজিবুর রহমান, মোঃ আব্দুল মোক্তাদীর, মশাহিদ জে. রাশেদ, মহি উদ্দিন, মোঃ এ.এম. চৌধুরী, সিরাজ উদ্দিন আহমদ ও মোঃ তজমুল আলী।

প্রচারেঃ এনামুল ইসলাম খাঁন, ৩৪৭-৬৯১-৭৮৪৬

# যুক্তরাষ্ট্রের লিগে যেমন অভিষেক সাকিবের

**স্পোর্টস ডেস্ক:**
যুক্তরাষ্ট্রে মেজর লিগ ক্রিকেট (এমএলসি) টি-টোয়েন্টিতে অভিষেক হয়ে গেল সাকিব আল হাসানের। ম্যাচে লস অ্যাঞ্জেলেস নাইট রাইডার্সের জার্সি গায়ে ব্যাট হাতে ১৩ বলে ১৮ রান এবং বোলিংয়ে ৩ ওভারে ৩২ রানে ১ উইকেট নিয়েছেন বাংলাদেশের অলরাউন্ডার। তার দলও আসর শুরু করেছে জয় দিয়ে। ডালাসের গ্র্যান্ড প্রেইরি স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় শনিবার (৬ জুলাই) সকালে টেক্সাস সুপার কিংসকে ১২ রানে হারিয়েছে লস অ্যাঞ্জেলেস। প্রায় দেড় যুগের টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে সাকিবের ২৪তম দল এটি।

টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৫ রানের মধ্যে দুই ওপেনার ইংল্যান্ডের জেসন রয় ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের সুনীল নারাইনকে হারায় লস অ্যাঞ্জেলেস। দুই ওপেনার ২ রান করে বিদায় নিলে ক্রিজে আসেন সাকিব। ৩টি চারে মারমুখী মেজাজে শুরু করেছিলেন তিনি। কিন্তু ইনিংসটাকে বড় করতে পারেননি। ১৩ বলে ১৮ রান করে সপ্তম ওভারে অস্ট্রেলিয়ার পেসার অ্যারন হার্ডির বলে সাজঘরে ফিরেন তিনি। তবে ভারতের উন্মুখ চাঁদের হাফ-সেঞ্চুরিতে ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৬২ রানের সংগ্রহ পায় লস অ্যাঞ্জেলেস। ৬টি চার ও ৩টি ছক্কায় ৪৫ বলে সর্বোচ্চ ৬৮ রান করেন চাঁদ।

জবাবে নিউজিল্যান্ডের ডেভন কনওয়ের হাফ-সেঞ্চুরির পরও ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৫০ রানের বেশি করতে পারেনি টেক্সাস। ৪টি চার ও ২টি ছক্কায় ৩৯ বলে ৫৩ রান করেন কনওয়ে। চতুর্থ বোলার হিসেবে আক্রমণে এসে ৩ ওভারে ৩২ রান দিয়ে ১ উইকেট নেন সাকিব। টেক্সাসের হার্ডিকে ১১ রানে শিকারে পরিণত করেন। লস অ্যাঞ্জেলেসের পেসার আলি খান ৪ ওভারে ৩৩ রানে ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচ সেরা হন।

# দাবার বোর্ডেই বিদায় গ্র্যান্ডমাস্টারের

**স্পোর্টস ডেস্ক:**
অনেকবার জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের পুরাতন ভবনে এসেছেন গ্র্যান্ডমাস্টার জিয়াউর রহমান। এই ভবনের তৃতীয় তলায় অবস্থিত বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন। তবে এবার জিয়া এলেন শেষবারের মতো কফিনে শুয়ে। আর কোনো দিন নিজের প্রিয় জায়গায় আসবেন না তিনি। শনিবার (৬ জুলাই) দেশের অন্যতম সেরা এই ক্রীড়াবিদকে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন ক্রীড়াঙ্গনের অনেকেই। মাত্র ৫০ বছর বয়সে অকালপ্রয়াত এই দাবাড়ুর কফিনে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছে বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন (বিওএ), দাবা ফেডারেশন, তায়কোয়ান্দো ফেডারেশন। আনুষ্ঠানিকতা শেষে জিয়ার মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় মোহাম্মদপুরে তাজমহল রোডে। বাবার কবরের পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত হয়েছেন জিয়া।

উল্লেখ্য, শুক্রবার (৫ জুলাই) বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনে চলছিল জাতীয় দাবা প্রতিযোগিতার ১২তম রাউন্ডের খেলা। এনামুল হোসেন রাজীবের বিপক্ষে খেলছিলেন জিয়া। দুপুর ৩টায় শুরু হওয়া ম্যাচটিতে খেলাকালীন হঠাৎ করেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। সঙ্গে সঙ্গেই তাকে শাহবাগের ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসকেরা দ্রুতই তার চিকিৎসা শুরু করেন। প্রায় ১৫ মিনিট পর্যন্তও জিয়ার পালস খুঁজে পাননি ডাক্তাররা। অবশেষে তাকে মৃত ঘোষণা করে চিকিৎসকরা।

গ্র্যান্ডমাস্টার জিয়ার চলে যাওয়ায় অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে বলে মনে করেন দাবা ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ শাহাবুদ্দিন শামীম। তিনি বলেন, 'অনেকেই টুর্নামেন্টের পুরস্কার ও নানা সুযোগ-সুবিধা কম হলে খেলতে চাইতেন না। জিয়া কখনোই এ রকম ছিলেন না। সব টুর্নামেন্টেই তিনি অংশগ্রহণ করতেন। যেন অন্যরা তার মাধ্যমে শিখতে পারে।'

বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব সৈয়দ শাহেদ রেজা বলেন, 'জিয়ার অকালমৃত্যুতে আমরা সবাই শোকাহত। তার যে পবিত্র স্থান, যে স্থানকে সে ভালোবাসত, সেখান থেকেই সে চলে গেল। দাবা খেলা অবস্থাতেই মারা গেল। ভালো একজন খেলোয়াড়কে হারিয়েছি আমরা।'

এছাড়াও জিয়ার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছে আন্তর্জাতিক দাবা ফেডারেশন ফিদে। তাদের ওয়েবসাইটে আনুষ্ঠানিক শোক বার্তায় জিয়ার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে সংস্থাটি। জিয়াকে বাংলাদেশের সবচেয়ে সফল দাবাড়ু উল্লেখ করে ফিদে জানিয়েছে, 'জিয়াউর রহমানের আমরা গভীর শোক প্রকাশ করছি। তার পরিবার, বন্ধু ও ভালোবাসার মানুষদের প্রতি জানাচ্ছি সমবেদনা।'

শেষযাত্রায় ক্রীড়াঙ্গনের ভালোবাসায় সিক্ত জিয়া

# ২০৩৬ অলিম্পিক আয়োজন করতে চায় ভারত

**স্পোর্টস ডেস্ক:**
চলতি মাসের ২৪ তারিখে পর্দা উঠছে প্যারিস অলিম্পিকের। গত ৪ জুলাই বৃহস্পতিবার এবারের অলিম্পিক আসরে অংশগ্রহণ করতে যাওয়া ক্রীড়াবিদদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেখানে তিনি জানান, ২০৩৬ অলিম্পিক আয়োজন করতে আগ্রহী ভারত। এই নিয়ে মোদি বলেন, 'আমরা ২০৩৬ সালের অলিম্পিকের আয়োজন করতে চাই। আশা করছি পারব। দেশে ক্রীড়া পরিবেশ তৈরি করতে তা সাহায্য করবে। কাজ চলছে। পরিকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে।'

সেইসঙ্গে তিনি আরও বলেন, 'প্রতিযোগিতার মধ্যে কোনো কিছু করতে বলছি না। কিন্তু অবসর সময়ে পর্যবেক্ষণ করো কীভাবে গেমস আয়োজন করা হচ্ছে। কী কী ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই পর্যবেক্ষণ আমাদের সাহায্য করবে ২০৩৬ সালের অলিম্পিক আয়োজনের ক্ষেত্রে।'

যদিও এর আগে ২০২১ সালে ভারত জানিয়েছে ২০৩৬ সালে অলিম্পিক আয়োজন করতে চায় তারা। তবে ২০৩৬ অলিম্পিক আয়োজন করতে ইতিমধ্যে আগ্রহ প্রকাশ করেছে মেক্সিকো, ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক ও পোল্যান্ড। তবে এর আগে ২০২৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে ও ২০৩২ সালে অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবনে বসবে অলিম্পিকের আসর।

# কোটি টাকার সম্পদ সানিয়া মির্জার

**বিভিন্ন রিপোর্ট অনুসারে সানিয়া মির্জার মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় ২১৬ কোটি টাকা। বিভিন্ন ব্র্যান্ডের প্রচারদূত হিসেবে হার্শে’স, এশিয়ান পেইন্টস এবং ড্যানিউব প্রোপার্টিজ সহ বেশ কয়েকটি বড় ব্র্যান্ডের প্রচারদূত হিসেবে কাজ করেন সানিয়া। ডিএনএ-এর একটি প্রতিবেদন অনুসারে, প্রতিটি ব্র্যান্ডের প্রচারদূত জন্য প্রায় ৬০থেকে ৭০ লাখ টাকা নেন সানিয়া। এর মাধ্যমে প্রতি বছর প্রায় ২৫ কোটি টাকা আয় করেন সানিয়া।**

**স্পোর্টস ডেস্ক:**
শুধু ভারতের নয়, এশিয়ার নারী টেনিসের সবচেয়ে পরিচিত মুখ সানিয়া মির্জা। গত কয়েক বছর বিশ্ব টেনিসের আঙিনায় সানিয়াই ছিলেন ভারতের এক এবং একমাত্র প্রতিনিধি। ২০০৫ সালে মেলবোর্ন থেকেই টেনিস যাত্রা শুরু। অবসরের আগ পর্যন্ত প্রথম ভারতীয় হিসেবে নেতৃত্ব দিয়েছেন টেনিসের শীর্ষ পর্যায়ে। ২০০৯ সালে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনেই প্রথম মিক্সড ডাবলসের শিরোপা জিতেছিলেন মহেশ ভূপতিকে সঙ্গী করে।

সবমিলিয়ে ক্যারিয়ারে তিনটি মিক্সড ডাবলস ও তিনটি ডাবলস শিরোপা জয়ের কীর্তি রয়েছে সানিয়ার। ক্রীড়াঙ্গনে অবদানের কারণে ভূষিত হয়েছেন অর্জুন পুরস্কার, পদ্মশ্রী এবং পদ্মভূষণে।

আসুন এবার নজর দেওয়া যাক, তার আয়ের উৎস এবং বিলাসবহুল জীবনযাত্রার দিকে। বিভিন্ন রিপোর্ট অনুসারে সানিয়া মির্জার মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় ২১৬ কোটি টাকা।

**বিভিন্ন ব্র্যান্ডের প্রচারদূত**
হার্শে’স, এশিয়ান পেইন্টস এবং ড্যানিউব প্রোপার্টিজ সহ বেশ কয়েকটি বড় ব্র্যান্ডের প্রচারদূত হিসেবে কাজ করেন সানিয়া। ডিএনএ-এর একটি প্রতিবেদন অনুসারে, প্রতিটি ব্র্যান্ডের প্রচারদূত জন্য প্রায় ৬০ থেকে ৭০ লাখ টাকা নেন সানিয়া। এর মাধ্যমে প্রতি বছর প্রায় ২৫ কোটি টাকা আয় করেন সানিয়া। এছাড়াও প্রায়ই ইভেন্ট এবং বা টেলিভিশনে প্রকাশ্যে উপস্থিত হন।

**ব্যক্তিগত বিনিয়োগ**
সানিয়া মির্জার হায়দ্রাবাদ এবং দুবাইতে বিলাসবহুল বাড়ি রয়েছে। যার প্রতিটির মূল্য কোটি টাকা। জি নিউজের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, হায়দ্রাবাদে তার বাড়ির মূল্য ১৩ কোটি টাকা! এছাড়াও তার দুবাই বাড়িটিও বেশ বিলাসবহুল।

ব্যবসায়ী সানিয়া
ভারত এবং দুবাইতে নিজের নামে টেনিস একাডেমি রয়েছে সানিয়া মির্জার। সানিয়া মির্জা এখন একজন ব্যবসায়ীও। এই একাডেমির নেতৃত্বে আছেন সানিয়া নিজেই। প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট অনুসারে, তারা বিভিন্ন প্রোগ্রামের জন্য প্রতি মাসে ২০ হাজার থেকে ৭৫ হাজার রুপি নেয়।

**গাড়ী কালেকশন**
বিলাসবহুল বাড়িতে বিনিয়োগের পাশাপাশি দামি গাড়িও পছন্দ করেন সানিয়া মির্জা। তার সংগ্রহে রয়েছে একটি বিএমডব্লিউ সেভেন সিরিজরর গাড়ি, একটি রেঞ্জ রোভার ইভোক, একটি জাগুয়ার এক্স-ই, মার্সিডিজ-বেঞ্জ, পোর্শে এবং অডিও। এইসব গাড়িগুলোর মূল্য কোটি টাকার উপরে।

নিজের পুত্রের সাথে সানিয়া মির্জা।

# ইমাম ও কমিউনিটি লিডারদের সম্মানে মুনা'র ডিনার

## মুনা কনভেনশন ৯ আগষ্ট শুরু

**নিউইয়র্ক:**
মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা মুনা'র আগামী ৯, ১০ ও ১১ আগস্ট অনুষ্ঠেয় 'মুনা কনভেনশন ২০২৪ সামনে রেখে ইমাম ও কমিউনিটির লিডারদের সম্মানে মতবিনিময় ও ডিনারের আয়োজন করেন মুনা নিউইয়র্ক নর্থ জোন। গত ১ জুলাই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় সিটির বাংলাদেশীদের বাণিজ্যিক রাজধানী খ্যাত জ্যাকসন হাইটসের মুনা সেন্টারে। নিউইয়র্ক নর্থ জোন সভাপতি মো: রাশেদুজ্জামান সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মুনার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হারুন অর রশীদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন মুনার ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর আরমান চৌধুরী, সিপিএ। মুনা কনভেনশন ২০২৪ বাস্তবায়নে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে সাংবাদিক, ইমাম, কমিউনিটি লিডার, ব্যবসায়ীদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, মসজিদ আবরারের ইমাম ও খতিব মাওলানা আবুল খায়ের, মসজিদ বায়তুল আতিক মসজিদের খতিব মাওলানা নজরুল হক, সানি সাইড মসজিদে ইব্রাহিমের ইমাম ও খতিব ইমাম ইউসুফ, উডসাইড বায়তুল জান্নাহ মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি মো: তোহফাজ উদ্দিন, মসজিদে ইব্রাহিমের সভাপতি পারভেজ রহমান, শিক্ষাবিদ ড. আবুল কাসেম, প্রফেসর সৈয়দ আহমেদ, এনওয়াইপিটির সিনিয়র কর্মকতা সামসুল হক, বিশিস্ট ব্যবসায়ী এমকে রহমান মাহমুদসহ আরো অনেকে। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মুনা নিউইয়র্ক নর্থ জোনের শিক্ষা সম্পাদক মমিনুল ইসলাম মজুমদার।

ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হারুন অর রশীদ, ইমাম ও কমিউনিটির নেতৃবৃন্দের সার্বিক সহযোগিতায় কামনা করে বলেন, আলাহর অশেষ রহমতে, বিগত বছরগুলোতে বিশাল আকারের মুনা কনভেনশন বাস্ড়বায়ন করতে আমরা সক্ষম হয়েছি। তিন দিনব্যাপী ওই কনভেনশন বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ আমেরিকান মুসলিম কমিউনিটির মাঝে ব্যক্তি এবং সমাজ গঠনে প্রশংসনীয় উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। আমরা মুনা ন্যাশনাল সংগঠনের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে এবং আপনাদের মাধ্যমে গোটা বাংলাদেশী কমিউনিটিকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তিনি বলেন, মুনা আমেরিকার একটি দাওয়াতি ও সামাজিক সংগঠন। মানুষের ব্যক্তিগত নৈতিক ও সামাজিক মানোন্নয়নর জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা চালানোর মাধ্যমে আলাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে প্রতিষ্ঠিত হয় মুনা। এই সংগঠনটি ১৯৯০ সালে নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যে কর্পোরেশন ভুক্ত করা হয়। বর্তমানে মুনা আমেরিকার ৪৮ এর অধিক রাজ্যে কর্মতৎপরতা পরিচালনা করছে।

তিনি গাজার মুসলমানদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, ৪০ হাজার মানুষের রক্ত বৃথা যেতে পারে না। আমাদেরকে সকল ভেদাভেদ ভূলে ঐক্যবদ্ধ হওয়া সময়ের দাবী। আমাদেরকে জাগতে হবে। তিনি বলেন, মুনা কোন রাজনীতিক সংগঠন নয়। আমরা মুসলমান এবং অমুসলমানদের কাছে কুরআনের দাওয়াত দিয়ে থাকি। আমাদের পাঁচ দফা কর্মসূচী শুধু মুসলিম তথা ইসলামে বিশ্বাসীদের জন্য নয়, এটা গোটা মানব গোষ্ঠীর উন্নতি ও অগ্রগতির লক্ষ্যে। মুনা শতকরা ১০০ ভাগ কুরআন ও সুন্নাহের অনুসরণ করে। মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও রাসুল (সা:) প্রদর্শিত সুন্নাহর কল্যাণকর পতাকা প্রতিটি হৃদয়ে, প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি সমাজের রন্দ্রে রন্দ্রে পৌঁছে যাক মুনা এই বিশ্বাস ধারণ করেই কনভেনশনে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করে থাকে। মুনার এই কাজে ইমাম ও কমিউনিটির নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

মুনার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট বলেন, আল কোরআন পথনির্দেশ করে গোটা মানব জাতিকে। কল্যাণকর ও নির্ভুল পথ পরিদর্শন করে পথভ্রান্ত দিকহারা মানবতাকে। ব্যক্তিজীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবন, মানব দেহের অভ্যন্তরে লুকায়িত অন্ড়র বিন্দু থেকে সৃষ্টি লোকের বিশাল বিস্ড়ৃত মানব সম্পর্কিত প্রতিটি স্তরে বিশ্ববাসীর কল্যাণে এক নির্ভুল গাইড হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে এই মহাগ্রন্থ আল কুরআন। মুনা গত বছর প্রায় ৭৫ হাজার কুরআন বিলি করেছে এবং এ কাজ অব্যহত রাখছে। আপনারা যে কেউ এ কাজে অংশগ্রহন করতে চাইলে আমরা আপনাদের সহযোগিতা করবো ইনশাআল্লাহ।

মুনার ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর আরমান চৌধুরী বলেন, আগামী ৯, ১০ ও ১১ আগষ্ট ২০২৪ ফিলাডেলফিয়ার অবস্থিত পেনসিলভেনিয়া কনভেনশন সেন্টারে মুনা কনভেনশন ২০২৪ এর অনুষ্ঠিত হবে। এই সেন্টারের ধারণ ক্ষমতা প্রায় এক লক্ষ লোকের। এই কনভেনশন মুসলিম জীবনে বিশেষ করে বাংলাদেশী-আমেরিকান পরিবার ও নতুন প্রজন্মের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে বলে নেতৃবন্দ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, মুনা মুসলমানদের প্রাত্যহিক সামাজিক ও ধর্মীয় কর্মকান্ড এবং জাতীয় নাগরিক জীবনে ভূমিকা পালনের নিমিত্তে সংগঠিত করতে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, যাতে করে এই সকল ব্যক্তিবর্গ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল হযরত মুহাম্মদ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালামের অনুসরণের মাধ্যমে মানবতার সেবা করে যেতে পারে।

উল্লেখ্য আগামী ৯, ১০ ও ১১ আগষ্ট অনুষ্ঠেয় কনভেনশনের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় এবং থিম নির্ধারণ করা হয়েছে "ইসলাম পিচ এন্ড জাস্টিজ ফর হিউম্যানিটি"।

*-প্রেস বিজ্ঞপ্তি।*

'মুনা কনভেনশন ২০২৪ সামনে রেখে ইমাম ও কমিউনিটির লিডারদের সম্মানে মতবিনিময়ে অতিথিরা।

মুনা নিউইয়র্ক নর্থ জোনের আয়োজনে জ্যাকসন হাইটসের মুনা সেন্টারে মতবিনিময়ে আমন্ত্রিতরা।

# বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

| Brooklyn | Jackson Heights |
|---|---|
| 20 Arlington Place | 70-17 37th Avenue |
| (Across the Fulton St.) | (Betw. 70 & 71st Street) |
| (Betw. Bedford & Nostrand Ave) | East Side of BQ Express Way |
| Brooklyn, NY 11216 | Jackson Heights, NY 11372 |
| Tel: 718-363-0100 | Tel: 718-363-0100 |
| Fax: 718-636-0112 | Fax: 718-636-0112 |

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

# TODAY'S DENTAL

86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500

আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।

দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য

আপনাদের সেবায়

ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস ( ইউনিক ডেন্টাল )

আমরা বাংলায় কথা বলি

HOW TO REACH US

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

# ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব

কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

- নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন)
- ক্রিমিনাল (স্টেট/ফেডারেল)
- সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট,
- এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি
- ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস)
- ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী,
- বুক কিপিং ও অন্যান্য
- বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি স্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E. Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

# ইতিহাসে সর্বোচ্চসংখ্যক নারী যুক্তরাজ্যের

*(১ম পাতার পর)* নির্বাচনে চার বাঙালী কন্যা জয়লাভ করেছেন। তাঁর হলেন- টিউলিপ সিদ্দিক, রুশনারা আলী, রূপা হক ও আফসানা বেগম। কিন্তু স্টারমারকের মন্ত্রী সভায় এদের কেউই স্থান পাননি।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদন অনুসারে, কিয়ার স্টারমার নিজের কাছে প্রধানমন্ত্রিত্ব ছাড়া অন্য কোনো দায়িত্ব রাখেননি। তাঁর মন্ত্রিসভার উপপ্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন অ্যাঞ্জেলা রেইনার। অর্থমন্ত্রী তথা চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন র্যাচেল রিভস।

অর্থ মন্ত্রণালয়, উপপ্রধানমন্ত্রীর মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়েরও দায়িত্ব পেয়েছেন একজন নারী। তিনি হলেন ইভেট কুপার। এর আগে ঋষি সুনাকের সরকারেও এক নারী সুয়েলা ব্রেভারম্যান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

নতুন মন্ত্রিসভায় ব্রিটিশ বিচারমন্ত্রী হয়েছেন শাবানা মাহমুদ। ব্রিটেনের ইতিহাসে দ্বিতীয় নারী হিসেবে তিনি এ দায়িত্ব পেয়েছেন। তাঁর আগে প্রথম নারী হিসেবে এই মন্ত্রণালয় সামলেছেন সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাস। ব্রিটিশ শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্বও পেয়েছেন এক নারী; ব্রিজেট ফিলিপসন। এ ছাড়া শ্রম ও পেনশনবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন লিজ কিনডাল এবং পরিবহন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন লুইস হেই।

স্টারমারের মন্ত্রিসভায় লিসা ন্যান্ডি পেয়েছেন সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্ট তথা হাউস অব কমনস-বিষয়ক মন্ত্রী হয়েছেন লুসি পাওয়েল। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ হাউস অব লর্ডস-বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীও হয়েছেন এক নারী; ব্যারনেস স্মিথ অব ব্যাসিলডন। এ ছাড়া জো স্টিভেনস দায়িত্ব পেয়েছেন ওয়েলস-বিষয়ক মন্ত্রী হিসেবে।

যুক্তরাজ্যের নির্বাচনে চার বাঙালী কন্যা জয়ী

এদিকে যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্ট নির্বাচনে এখন পর্যন্ত জয়লাভ করেছেন চার বাঙালী কন্যা। তাঁর হলেন- টিউলিপ সিদ্দিক, রুশনারা আলী, রূপা হক ও আফসানা বেগম। মজার ব্যাপার হলো, এই চারজনই সদ্য বিজয়ী দল লেবার পার্টির হয়ে নির্বাচনে লড়েছেন।

ব্রিটিশ সরকারে ওয়েবসাইট থেকে জানা গেছে, রুশনারা আলী এবারের নির্বাচনেও জয়লাভ করেছেন। তাঁর বিপরীতে থাকা ৯ জন প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে লন্ডনের বাংলাদেশী অধ্যুষিত টাওয়ার হ্যামলেটসের বেথনাল গ্রিন অ্যান্ড বো আসন থেকে জয়লাভ করেন রুশনারা। এই ৯ প্রতিদ্বন্দ্বীর একজন আবার বাংলাদেশী নারী রুবিনা খান। তিনি লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির হয়ে লড়েছিলেন।

যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টে প্রথম বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত এমপি রুশনারা আলী। ২০১০ সাল থেকে তিনি টানা চারবার এমপি নির্বাচিত হন। ২০১০ থেকে আন্তর্জাতিক উন্নয়নবিষয়ক ছায়ামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন রুশনারা। ২০১৩ সালের অক্টোবরে তিনি ছায়া শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত হন।

এবারের নির্বাচনে পশ্চিম লন্ডনের ইলিং সেন্ট্রাল অ্যান্ড অ্যাকটন আসনে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশি নারী রূপা আশা হক। তিন মোট গণনাকৃত ভোটের ৪৬ দশমিক ৮ শতাংশ পেয়েছেন। লেবার পার্টির মনোনয়নে ২০১৫ সালে প্রথমবারের মতো এমপি নির্বাচিত হন রুপা আশা হক। এবারসহ টানা তিনবার তিনি লেবার পার্টির টিকিটেই জয়লাভ করেছেন।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের অক্টোবরে লেবার পার্টির ছায়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পান রূপা হক। তাঁকে সর্বদলীয় সংসদীয় মিউজিক গ্রুপের ভাইস চেয়ার এবং ক্রসরেলের সর্বদলীয় সংসদীয় পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

এদিকে, পূর্ব লন্ডনের পপলার অ্যান্ড লাইমহাউস আসন থেকে লেবার পার্টির মনোনয়নে এবারের নির্বাচনেও জয়লাভ করেছেন আফসানা বেগম। জয়ের পর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে তিনি বলেন, 'পুনর্নির্বাচিত হতে পেরে আমি আনন্দিত।' তিনি আরও বলেন, 'গাজায় যুদ্ধবিরতির আহবান হোক বা কট্টরপন্থার বিরোধিতা হোক কিংবা অভিবাসী অধিকারের পক্ষে কথা বলা হোক- আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, যাই হোক না কেন, আমি পপলার অ্যান্ড লাইমহাউসের জনগণের পক্ষে দাঁড়াব।'

এর আগে, ২০১৯ সালে প্রথমবারের মতো এমপি নির্বাচিত হন আফসানা বেগম। ফিলিস্তিনের গাজায় চলমান ইসরায়েলি আগ্রাসনের প্রতিবাদে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সোচ্চার ভূমিকা পালন করে এবং গাজায় যুদ্ধবিরতির পক্ষে ভোট দিয়ে ব্যাপক আলোচনায় আসেন এমপি আফসানা বেগম।

লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটস এলাকায় আফসানার জন্ম ও বেড়ে ওঠা। বাংলাদেশে তাঁদের আদি বাড়ি সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে। তাঁর বাবা মনির উদ্দিন টাওয়ার হ্যামলেটসের সিভিক মেয়র ছিলেন। তিনি ছিলেন জগন্নাথপুর পৌরসভার লুদুরপুর এলাকার বাসিন্দা। আফসানা লেবার পার্টির লন্ডন রিজিয়ন শাখার সদস্য। দলটির টাওয়ার হ্যামলেটস শাখার সহসভাপতিরও দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। তিনি টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের আবাসন বিভাগে কর্মরত।

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী

SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases,
Medical Malpractice
& Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- ভুল চিকিৎসা
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized
IRS e-file
PROVIDER
Electronic Filing & Direct Deposit
2021
For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করসপন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিস্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation:
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting:
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Member: naea NYSSEA

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

# নিউইয়র্কে প্রধান ৭ অপরাধের পাঁচটি কমেছে

**বাংলা পত্রিকা রিপোর্টার:**
নিউইয়র্ক সিটির বার্ষিক পর্যালোচনায় টানা ষষ্ঠ মাসের মতো সার্বিক অপরাধ হ্রাস পেয়েছে। নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগ এ তথ্য প্রকাশ করেছে। আগের বছরের জুন মাসের সাথে গত মাসের তুলনা করলে দেখা যাচ্ছে যে প্রধান সাতটি অপরাধের মধ্যে পাঁচটিই কমেছে। এদিকে মেয়র এরিক অ্যাডামস গত ৩ জুলাই বুধবার বলেন, এটি হলো তাদের নেওয়া নানা উদ্যোগের সাফল্য। 'আমেরিকার মধ্যে নিউইয়র্ক সিটি হলো সবচেয়ে নিরাপদ।'
নিউইয়র্ক পুলিশের হিসাব অনুযায়ী খুন ২১.১ ভাগ কমে ৩৮ থেকে হয়েছে ৩০। ডাকাতি ২১টি কমেছে, চুরি কমেছে ৯১টি, দোকানে চুরি কম হয়েছে ৪৩২টি, গাড়ি চুরি কমেছে ১৩১টি। তবে যে দুই ধরনের অপরাধ বেড়েছে তার একটি হলো ধর্ষণ। ২০২৪ সালের জুনে ১৭৫টি ধর্ষণ হয়েছে। ২০২৩ সালের জুনে হয়েছিল ১১০টি।
নিউইয়র্ক পুলিশ জানায়, ১৭৫টি ধর্ষণের যে তথ্য পাওয়া গেছে, তার ৩৯টি ঘটেছিল আগের কোনো বছরে। আর ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে ধর্ষণের ঘটনা আগে থেকেই একে অপরের পরিচিত। তাছাড়া হেইট ক্রাইম বেড়েছে ৬৮ ভাগ। ২০২৩ সালের জুনে হেইট ক্রাইম দেখা গিয়েছিল ৪৭টি। গত মাসে তা হয়েছে ৭৯টি। এর মধ্যে ৪৫টি ঘটেছে ইহুদি লোকজনের ওপর। আর ১৭টি ঘটেছে ব্যক্তির যৌন-সংশ্লিষ্ট কারণে। ক্রাইম কন্ট্রোল স্ট্র্যাটেজিসের প্রধান মাইকেল লেপেত্রি বলেন, আগে থেকে পরিচিতদের মধ্যে ধর্ষণ বাড়তে দেখছি, অপরিচিতদের মধ্যে ধর্ষণ বাড়লেও তা অনেক কম। আমরা আরো দেখছি যে অতীতের অপরাধের বিষয়টি জানানোর জন্য আগের চেয়ে বেশি লোক এগিয়ে আসছে। আমরা তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। তিনি জানান, হত্যা, ডাকাতি, মারামারির মতো গুরুতর হামলা আগের বছরের জুনের তুলনায় গত মাসে বেড়েছে ৬.৭ ভাগ। গত বছর যেখানে সংখ্যাটি ছিল ২,৬৩২, তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২,৮০৮। পুলিশ বলছে যে প্রধানত বয়স্ক ব্যক্তি, অপরিচিত এবং পারিবারিক সহিংসতার কারণে এই বৃদ্ধি ঘটেছে।
পুলিশ জানিয়েছে, ট্রানজিট সিস্টেমে অপরাধ কমেছে। এখানে অপরাধ কমেছে ৬.৯ ভাগ। চলতি বছরের প্রথম তিন মাসের তুলনায় গত তিন মাসে বড় ধরনের অপরাধ কম হয়েছে ৮০টি। আর ২০২৩ সালের জুনের তুলনায় গত মাসে অপরাধ কম হয়েছে ৩১টি। গোলাগুলি কমেছে ৪১টি। ২০২৩ সালের জুনে যেখানে হয়েছিল ৪৮২টি, সেখানে গত মাসে হয়েছে ৪৪১টি।

# জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে বাংলা নববর্ষ উদযাপন

জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে উৎসব মুখর পরিবেশে বাংলা নববর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে নৃত্য ও সংগীত পরিবেশন করছেন বাংলাদেশ একাডেমী অব ফাইন আর্টস (বাফা) এর শিল্পীবৃন্দ।

**নিউইয়র্ক:**
জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে উৎসব মুখর পরিবেশে জাতিসংঘে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকগণ ও তাঁদের স্পাউজগণের অংশগ্রহণে বাংলা নববর্ষ ১৪৩১ উদযাপন করা হয়। মিশনস্থ বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে গত ২ জুলাই আয়োজিত এই আনন্দঘন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মিলনায়তনকে আবহমান বাঙালীর সংস্কৃতির নানা উপাদানে সাজিয়ে তোলা হয়। ঢাক-ঢোল-একতারা, পালতোলা নৌকা, ডালা-কুলা, তালপাতার পাখা, নকশী কাঁথা, মাটির পুতুল, মাটির থালা-বাসন, কাঁচের চুড়ি, আলপনা ও নানা-বর্ণের ব্যানার-ফেস্টুন-বেলুনে বর্ণিল হয়ে ওঠে বঙ্গবন্ধু মিলনায়তন।

জাতিসংঘে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের স্থায়ী মিশনসমূহের স্থায়ী প্রতিনিধি, কনসাল জেনারেল, সিনিয়র কূটনীতিক, জাতিসংঘের কর্মকর্তা ও তাঁদের স্পাউজগণ এই বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জাতিসংঘে বাংলাদেশ মিশনের স্থায়ী প্রতিনিধি মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত-এর সহধর্মীনি মিসেস রুবি পারভিন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বিদেশী অতিথিদের সামনে বাংলা নববর্ষের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং মঙ্গল শোভাযাত্রার বিরবণ তুলে ধরেন। এসময় তিনি বাংলার অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার উপর আলোকপাত করেন যেখানে সকল ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রের মানুষ সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সাথে বসবাস করে। এই চেতনা ও সম্প্রীতিই, 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম অনুপ্রেরণা বলে তিনি উল্লেখ করেন।

নাচ, গান ও আবৃতির সমন্বয়ে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ছিল অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষন। নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ একাডেমী অব ফাইন আর্টস (বাফা) এর শিল্পীবৃন্দ এবং স্থায়ী মিশনের কর্মকর্তাগণের পরিবারের সদস্যগণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শেষে অতিথিবৃন্দকে পিঠা-পুলি, নাড়ু, মুড়ি-মুড়কি, সাজ-বাতাসা, পায়েস, চটপটি, ফুচকা, মিষ্টিসহ নানা ধরনের ঐতিহ্যবাহী বাঙ্গালী খাবার দ্বারা আপ্যায়ন করা হয়।

বাঙালী সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও রসনার এক অপূর্ব উপস্থাপন করা হয় এই বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে। জাতিসংঘে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক ও তাঁদের স্পাউজগণ এই উপস্থাপনার ভূয়সী প্রশংসা করেন। বিভিন্ন দেশের শতাধিক কূটনীতিক ও তাঁদের পরিবারবর্গ, দুই ঘন্টাব্যাপী এই অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন।

*-প্রেস বিজ্ঞপ্তি।*

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist
পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432
Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Alam Podiatry, P.C.
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!
এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক
Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন
ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম
UNITED TRAVELS INC.
37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন
After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট
Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল
২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
আসন সংখ্যা সীমিত
আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ

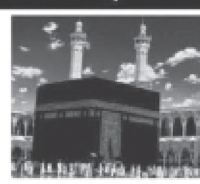

সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে
Emirates SAUDIA ETIHAD
সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়
KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS
37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

# Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

**Mohammad Pier**
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
**Cell: 917-678-8532**

**Income Tax**
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

**Immigration Services**
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

*IRS e file*
IRS e-file

**Real Estate**
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

## PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

---

# জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
# বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার

## ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

### স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

**ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩**

---

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

KAKATUA AGENCY 25th Anniversary

# KAKATUA AGENCY

Authorised IRS e-file Provider

# কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

## OUR SERVICES ARE:

- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

**NEW ADDRESS**
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
**Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004**
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগঃ
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু তালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

---

# মেঘনা ট্রাভেলস

## ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

## OUR SERVICES

**International & Domestic Tickets**
**Hajj & Umrah Special Package**
**Visa Processing**
**Money Transfer**

APPROVED IATA
KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates

## ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

**We Accept**
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ ষ্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

**Dr. Tahera Nasreen, MD**
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

**Dr. Ataul Osmani, MD**
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন,
হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
**TLC/Motor Vehicle Exam,**
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

**MAMUN'S TUTORIAL**

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
*MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial*

**Our Programs:**
**Summer Program will start from July 5th**

| | | |
|---|---|---|
| SAT | 8 Weeks Course<br>4 Hours Each Class<br>Total 32 Classes (4 days/week)<br>Total Cost : $2000.00<br>Time : 2 pm to 6 pm | Get 25% Discount<br>sign up by 4th July |
| SHSAT | 8 Weeks Course<br>5 days/week<br>Total Cost : $2000.00<br>Time : 2 pm to 6 pm | |
| COMMON CORE MATH & ENGLISH | 1st Grade to 6th Grade<br>8 weeks course<br>3 Hrs./day, 4 days/week<br>Cost : 600.00 | |

**Admission going on**
K-6 & Common Core Regents Classes

*Bronx Branch:*
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

*Jackson Heights Branch:*
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

*Quality Education Is Our Priority!*

**Highland Medical Care, PLLC**

**Nazmul H. Khan, MD, FACP**
Board Certified in Internal Medicine

**Address**
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

**MOHAMMAD M RAHMAN MD**

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
**718-526-0700, 718-383-4500**
**Cell- 718-864-8882**

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

## আবশ্যক

**আবশ্যকঃ** শিকাগোতে বসবাসরত এক জন বয়স্ক মহিলার সাথে সার্বক্ষণিক দেখাশুনা ও পরিচর্যা করার জন্য একজন অভিজ্ঞ মুসলিম বাঙালী মহিলার দরকার। শুধু মাত্র আগ্রহী মহিলারাই যোগাযোগ করুন। ফোন:+১-৮৪৭- ৫৬৭-১৩৯৮।

**আবশ্যকঃ** ম্যানহাটানে অবস্থিত ক্যান্ডি স্টোরের জন্য লোক আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯১৭-৭১৪-২৩৬০, ৯১৭-৪০০-৭৯১১.

**আবশ্যকঃ** এস্টোরিয়াতে অবস্থিত ইঞ্জুরি ল' অফিসের জন্য অভিজ্ঞ সেক্রেটারি প্রয়োজন। প্রার্থীকে ইঞ্জুরি ল' অফিসের কর্মের সার্টিফিকেট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৬৭-১৮০০ অথবা রিজ্যুমি প্রেরণ করুন : southeasternmgm@gmail.com

**আবশ্যকঃ** এস্টোরিয়াতে অবস্থিত মেডিকেল অফিসের জন্য অভিজ্ঞ রিসেপশনিষ্ট আবশ্যক। যোগাযোগ করুন: ৭১৮-৯৫৬-৩১০০, southeasternmgm@gmail.com

**আবশ্যকঃ** এস্টোরিয়াতে অবস্থিত একটি মেডিকেল অফিসে নিম্নোক্ত পদে একজন MRI Technician আবশ্যক। প্রার্থীকে Toshiba Opart মেশিন চালানোর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। উপযুক্ত প্রার্থীকে উচ্চ বেতন দেওয়া হবে।
যোগাযোগ : ৭১৮-৯৫৬-৩১০০ অথবা রিজ্যুমি প্রেরণ করুন : southeasternmgm@gmail.com

**আবশ্যকঃ** ব্রঙ্কস এ অবস্থিত ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের জন্য একজন অভিজ্ঞ কারী শেফ আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৩২-১৫১৯।

**ড্রাইভারঃ** ইয়েলো ক্যাব ভাড়া। ফোর্ড এস্কেপ ইয়েলো গাড়ির জন্য অভিজ্ঞ চালক প্রয়োজন। একজন চালকের কাছে। ফুলটাইম ভাড়া। যোগাযোগঃ Cell: 646-379-9970. (দয়া করে দুপুর ১২টার পরে কল করবেন।)

**ড্রাইভারঃ** নতুন Toyota Rav4 2024 ইয়োলো ট্যাক্সির জন্য এক ড্রাইভার অথবা দিন ও রাতের শিফটের ড্রাইভার আবশ্যক। Woodside, Jackson heights, Elmhurst or Jamaica যোগাযোগ: 646-286-8845.

**ড্রাইভারঃ** র‍্যাভ-৪ হাইব্রিড ব্রান্ড নিউ ২০২৪ ইয়েলো ট্যাক্সির জন্য রাতের শিফট জ্যাকসন হাইটস এলাকার ফুলটাইম ড্রাইভার আবশ্যক। উবার কার ২০২০ টয়োটা সিয়েনা এলই ৫৫০০০ মাইলেজ অটোমেটিক ডোর একজন ফুলটাইম ড্রাইভার আবশ্যক।যোগাযোগঃ 917-496-6043, 929-435-2593.

**ড্রাইভারঃ** জ্যাকসন হাইটস ও উডসাইড এলাকায় র‍্যাভ-৪ ইয়েলো ক্যাব গাড়ির জন্য দিনের শিফটের জন্য একজন ড্রাইভার আবশ্যক। যোগাযোগঃ 929-229-6836.

**ড্রাইভারঃ** TLC বাৎসরিক চুক্তিতে, চারশত মাস করে, আগ্রহীরা নিম্নের নম্বরে যোগাযোগ করুন। মোবাঃ 646-704-5749.

## পাত্র-পাত্রী

**পাত্রী চাই:** ৫৫ বছর, ডিভোর্স, সিটিজেন, সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। ঘটক অথবা পাত্রী, পাত্রীর অভিভাবকগণ সরাসরি যোগাযোগ করুন। e-mail: hmurshedmd@gmail.com Phone: 850-866-9012.

**পাত্র চাই :** আমেরিকার সিটিজেন, বিএসসি (CSE) সিটি ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক। SSC, HSC বাংলাদেশ থেকে। চাকরিরত নিউইয়র্কে, শিক্ষিত নিরিবিলি পরিবারের (২৫-৫'৫") সুন্দরী পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র চাই। +8801644971287 (WhatsApp+Viber) biyerkhon@gmail.com

**পাত্র চাই ডিভোর্স :** আমেরিকার সিটিজেন, BSc ইঞ্জিনিয়ার BUET, MSc ইঞ্জিনিয়ার। আমেরিকায় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকুরিরত, (৩১-৫'৩") শর্ট ডিভোর্স ফর্সা, সুন্দরী সুন্দরী পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র চাই। +8801644971287 (WhatsApp+Viber) biyerkhon@gmail.com

## বাসা ও রুম ভাড়া

**রুমমেটঃ** এই মাস থেকে ১জন রুমমেট আবশ্যক। ৩৭০ ডলার এবং রুম নিলে ৭৪০ ডলার ভাড়া। এস্টেরিয়া ৪০ এভিনিউ এবং ক্রিসেন্ট স্ট্রীট সন্নিকটে ই, এফ, জি আর, এম, কিউ, এন ডব্লিউ ও ৭ ট্রেন। যোগাযোগঃ ৩৪৭- ৪০০-০১৫১, ৯২৯-৪৭১-৫১১৩.

**রুমমেটঃ** এ মাস বা জুলাই মাসের ১ তারিখ থেকে ১ জন রুমমেট আবশ্যক। এলমহার্স্ট সাবওয়ে সাথে। একজন মেয়ের সাথে শেয়ারে থাকার জন্য। একজন মেয়ে বা মহিলা আবশ্যক। ৪২-২৫, লেটন স্ট্রীট। ৯২৯-৪০১-৯৫০১.

**রুমমেট আবশ্যকঃ** ৯০ স্ট্রীট ৭ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ অধূমপায়ী একজন হিন্দু রুমমেট আবশ্যক। জুলাই শেষ থেকে ভাড়ার যোগাযোগঃ ৩৪৭-৮৩২-৮১৫৫.

**রুমমেটঃ** রুমমেট আবশ্যক। এস্টোরিয়া স্টাইনওয়ে স্ট্রীট এম, আর ট্রেনের অতি নিকটে একজন অধূমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৭১৮-৭৭২-৪৮৭৯.

**রুমমেটঃ** জ্যামাইকায় জুলাই মাস থেকে একজন রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৮৯৭-৮৯৭৮.

**রুমমেটঃ** জ্যাকসন হাইটস প্রাইম লোকেশন ৭৩ স্ট্রীট ৩৫ এভিনিউ, (আপনা বাজারের সামনেই) এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ কর্মজীবী পুরুষ ১জন, জুলাই মাস থেকে (বিল সহ ৫৬০ ডলার) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬ ৬৬৭ ৯০২০

**রুমমেটঃ** জুলাই ১ তারিখ থেকে ফ্যামিলি বাসায় ১জন মেয়ে রুমমেট আবশ্যক। ২জন থাকবে রুমে। ৭০- ৩৫ ব্রডওয়ে, জ্যাকসন হাইটস। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৫৪৯-৮৭৬৮.

**রুমমেটঃ** রুমমেট আবশ্যক। জ্যাকসন হাইটস এলাকায় সাবওয়ের নিকটে মনোরম পরিবেশ জুলাই থেকে রুমমেট আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৪৫- ৯৩২৪.

**রুমমেটঃ** জ্যামাইকা হিলসাইড/ ১৬৬ স্ট্রীট এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ একটি রুম ভাড়া হবে। মোবাইলঃ ৯২৯-৪১৩- ৫৮৭৫.

**রুমমেটঃ** রুমমেট চাই। জ্যাকসন হাইটস/ সানিসাইডের সাবওয়ের সন্নিকটে ব্যাচেলারদের সাথে থাকার জন্য অধূমপায়ী, মদ্যপ নহে পরিচ্ছন্ন রুমমেট চাই ১লা জুলাই থেকে। ৯২৯-৩২৮-৭০৭৯, ৬৪৬-৯৪৪-২২১২.

**রুম ভাড়াঃ** ১লা জুলাই হতে জ্যাকসন হাইটস এলমহার্স্ট হসপিটাল, এম ও আর সাবওয়ের সাথে একটি বড় বেডরুম সাবলেট দেয়া হবে। (স্বামী- স্ত্রী/ ছাত্রীর) কাছে। যোগাযোগঃ ৭১৮-৬৯৬-৭৬৮১, ৪৭৫-২০৯-০৩৯৪.

**বেসমেন্ট ভাড়াঃ** জ্যামাইকা এভিনিউ ১৬৮ স্ট্রীট সংলগ্ন এলাকায় এখনই উঠার উপযোগী একটি বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ছোট পরিবার অথবা স্বামী- স্ত্রী গ্রহণযোগ্য। সাবওয়ে / বাস নিকটে। যোগাযোগঃ ৯২৯-২৩১- ৩৮৯১, ৯২৯-৭২৮-৫০৫০.

**সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ** কুইন্স ভিলেজে এক বেডরুমের সেমিবেসমেন্ট কর্মজীবী স্বামী-স্ত্রীর নিকট পহেলা জুলাই থেকে ভাড়া হবে। হিলসাইড থেকে এক ব্লক। বাসঃ কিউ-৪৩, কিউ-১, কিউ-৩৬, কিউ-৭৬, কিউ-৭৭। ফোন: ৬৪৬-৬৮৪-৫৭০২.

**সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ** জ্যামাইকা ২০৪ স্ট্রীট ৯০ এভিনিউ একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। স্বামী-
স্ত্রীর অথবা কর্মজীবী মহিলা অগ্রাধিকার। ফোনঃ ৩৪৭-২৬৪-০৭৩৫.

**সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ** জ্যামাইকাতে সেমিবেসমেন্ট ভাড়া। জরুরী ভিত্তিতে সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে। এক বেডরুম এবং লিভিং রুম। আলাদা। জ্যামাইকা ২৪১ স্ট্রীট এবং ৮৭ এভিনিউ। কিউ-৪৩ বাস সংলগ্ন। যোগাযোগঃ ৭১৮-৯০৯-৭৫৩৩.

**এপার্টমেন্ট ভাড়াঃ** উডসাইড, কুইন্স, নিউইয়র্ক এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ৩ বেডরুম, লিভিং এবং এক বাথরুম। যোগাযোগঃ সৌরভ: ৯২৯-৩৬৪-৬১৭৪, ৭১৮-২০৫-৯৬৩৬.

# 'আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড' ১৭ নভেম্বর

*(শেষ পাতার পর)*
জানানো হয় যে, আগামী ১৭ নভেম্বর আয়োজিত হবে এই অনুষ্ঠান। খবর ইউএনএ'র।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, ২০১৭ সাল থেকে শুরু করে অল্প সময়ের মধ্যেই প্রবাসী বাংলাদেশী সহ বিদেশীদের খাবারের পছন্দের তালিকার শীর্ষে স্থান করে নিয়েছে খলিল বিরিয়ানী। খলিল বিরিয়ানি'র স্বত্বাধিকারী শেফ খলিলুর রহমান ইতিমধ্যে পেয়েছেন ব্রিটিশ কারী অ্যাওয়ার্ড এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্সিয়াল লাইফ টাইম অ্যাওয়ার্ড। তার উদ্যোগ আর আগ্রহে-ই নিউইয়র্কে প্রথমবারের মতো আয়োজিত হচ্ছে 'আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড-২০২৪' অনুষ্ঠান। আগামী ১৭ নভেম্বর নিউইয়র্কের কুইন্সের টেরেস অন দা পার্ক-এ আয়োজিত হবে এই অনুষ্ঠান।

সংবাদ সম্মেলনের শুরুতেই স্বাগত বক্তব্যে কারী অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা শেফ খলিলুর রহমান 'আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড-২০২৪' অনুষ্ঠান বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন। বলা হয়, আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ডে ছয়টি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার দেয়া হবে। পুরস্কারের সাথে থাকবে সার্টিফিকেট ও ক্রেস্ট। ক্যাটাগরি গুলো হলো- লাইফ টাইম এসিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড, রেস্টুরেন্ট অফ দা ইয়ার, এক্সিকিউটিভ শেফ অফ দ্যা ইয়ার, শেফ অফ দা ইয়ার, ফুড সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি অফ দা ইয়ার, হোম কুক অফ দ্যা ইয়ার। এই আয়োজনে জুড়ি বোর্ডে থাকবেন বিশ্বখ্যাত মাস্টার শেফ এবং কালিনারি বিশেষজ্ঞরা। এছাড়াও যুক্তরাষ্টের নানা সেক্টরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অতিথি হিসেবে অংশ নেবেন।

সংবাদ সম্মেলনে শেফ খলিলুর রহমান ছাড়াও কারী অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানের সহ প্রতিষ্ঠাতা এনামুল হক এনাম ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট এডভোকেট এন মজুমদার শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। পরে তারা বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। সংবাদ সম্মেলনটি পরিচালনা করেন আশরাফুল হাসান বুলবুল।

সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের উত্তরে খলিলুর রহমান জানান, 'আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড-২০২৪' আয়োজনের সকল ক্ষেত্রেই স্বচ্ছতা থাকবে। এর ওয়েবসাইট ছাড়াও মিডিয়ার মাধ্যমে সময়ে সময়ে সকল তথ্য জানানো হবে। পৃষ্ঠপোষক আর স্পন্সরদের অর্থের পাশাপাশি নিজের প্রতিষ্ঠানের অর্থে এই অনুষ্ঠানের ব্যয় মেটানো হবে।

অপর এক প্রশ্নে উত্তরে তিনি বলেন, 'আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড-২০২৪' কোন গতানুগতিক অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান হবে না এবং এখানে অর্থের বিনিময়ে কাউকে কোন অ্যাওয়ার্ড দেয়া হবে না। বিচারকদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক অ্যাওয়ার্ডের জন্য যোগ্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকেই অ্যাওয়ার্ড দেয়া হবে।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে শেফ খলিলুর রহমান জানান, নিউইয়র্কের সকল আইন-কানুন মেনেই 'আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড-২০২৪' আয়োজন করা হচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে শেফ খলিলুর রহমান বলেন, আমি পেশায় একজন শেফ। নিউইয়র্কের খলিল বিরিয়ানি হাউজের প্রতিষ্ঠাতা, চিফ শেফ এবং সিইও। খুব অল্প সময়ের মধ্যে খলিল বিরিয়ানি হাউজ নিউইয়র্ক তথা পুরো যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং সুপরিচিত খাবারের ব্র্যান্ডে পরিণত হয়েছে। শুধু প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যেই নয়, স্থানীয় আমেরিকানসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের কাছেও আমাদের খাবারসমূহ সমান জনপ্রিয়। মানুষের পছন্দের তালিকার শীর্ষে 'খলিল বিরিয়ানি' তিনি বলেন, আমাদের যাত্রা কিন্ত খুব বেশিদিনের না। ২০১৭ সালে নিউইয়র্কে খলিল বিরিয়ানি হাউজ যাত্রা শুরু করে। আর অল্পসময়ের মধ্যেই আমাদের খাবার মানুষের পছন্দের তালিকার শীর্ষে স্থান করে নিয়েছে। সাম্প্রতিককালে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নামানুসারে 'বাইডেন বিরিয়ানী' নামে নতুন একটি ডিশ চালু করেছি। ব্যতিক্রমী এই ডিশটি আমেরিকায় বেশ আলোচিত হয়েছে এবং জনপ্রিয়তা পেয়েছে। ভবিষ্যতে এরকম আরও কিছু ডিশ প্রচলনের ইচ্ছা আমাদের আছে।

তিনি বলেন, 'ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ড' এবং 'প্রেসিডেন্সিয়াল লাইফ টাইম অ্যাওয়ার্ড' জনপ্রিয়তার পাশাপাশি গ্রাহক সেবায় অনন্য অবদানের জন্য খলিল বিরিয়ানি হাউজের সত্ত্বাধিকারি এবং প্রধান শেফ হিসেবে আমি অর্জন করেছি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অন্যতম সম্মানজনক পুরস্কার 'প্রেসিডেন্সিয়াল লাইফ টাইম অ্যাওয়ার্ড'। পাশাপাশি ২০২২ সালে পেয়েছি কালিনারি শিল্পের অস্কার হিসেবে খ্যাত 'ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ড'। যা অত্যন্ত সম্মানজনক একটি পুরস্কার।

যেভাবে 'আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড'-এর পরিকল্পনা হলো

'ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ড' পাওয়ার পর আমার মাথায় চিন্তা আসে যে, 'ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ড'-এর মতো করে 'আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড' করলে কেমন হয়? এই প্রেক্ষাপটে, আমি আর বিজনেস আমেরিকা ম্যাগাজিনের প্রতিষ্ঠাতা এনামুল হক এনাম ভাই মিলে 'আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড' নিয়ে কাজ শুরু করি। সিদ্ধান্ত নেই আমেরিকায় 'আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড' চালু করবো।

শেফ খলিরুর রহমান বলেন, 'আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড' আমাদের অনেকদিনের স্বপ্ন। অবশেষে যা বাস্তবায়ন হওয়ার পথে। আগামী ১৭ নভেম্বর ২০২৪ রোববার নিউইয়র্কের কুইন্সের 'টেরেস অন দ্য পার্ক'-এ অনুষ্ঠিত হবে 'আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড'-এর প্রথম আসর। 'আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড' এর প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আমি আপনাদের নিশ্চিত করে বলতে চাই যে, আমাদের এই আয়োজন হবে অত্যন্ত জমকালো এবং আকর্ষণীয়।

'আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড' সম্পর্কে তথ্য

'আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড' আয়োজনগত দিক দিয়ে 'আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড' অনেকটা 'ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ড' এর আদলেই হবে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পার্থক্যও থাকবে। সবচেয়ে বড় পার্থক্য হচ্ছে আয়োজনের ব্যাপ্তির জায়গায়। 'ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ড' মূলত যুক্তরাজ্য ভিত্তিক। শুধু ব্রিটেনের শেফরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারেন। কিন্তু 'আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড' শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক হবে না। 'আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড' এর আয়োজন সব দেশের অংশগ্রহণকারীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের শেফরা এই আয়োজনে অংশ নিতে পারবেন। যুক্তরাষ্ট্রের শেফরা যেমন এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন, তেমনি অংশ নিতে পারবেন বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, ইতালি, ব্রিটেনসহ পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের সেফরা। এখানে ছয়টি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার দেওয়া হবে, এগুলো হলো: লাইফ টাইম এসিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড, রেস্টুরেন্ট অফ দা ইয়ার, এক্সিকিউটিভ শেফ অফ দ্যা ইয়ার, শেফ অফ দা ইয়ার, ফুড সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি অফ দা ইয়ার, হোম কুক অফ দ্যা ইয়ার। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে আগ্রহীদের 'আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড ২০২৪' এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। এছাড়া এবারই এ ধরনের আসরে আমেরিকায় বসবাসরত যারা নিজের রানড়বাঘরে (হোম কুক) সৃজনশীল খাবার তৈরি করেন তাদের মধ্য থেকে সেরাদেরও এখানে পুরস্কৃত করা হবে।

জুরি বোর্ডে থাকবেন বিশ্বখ্যাত মাস্টার শেফ এবং কালিনারি বিশেষজ্ঞরা

এই আয়োজনের জুরি বোর্ডে থাকছেন, বিশ্বখ্যাত মাস্টার শেফ এবং কালিনারি বিশেষজ্ঞরা। সার্বিকভাবে 'আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড' হবে একটি আন্তর্জাতিক মানের মূলধারার আয়োজন। এই আয়োজনে সিনেটর থেকে শুধু করে যুক্তরাষ্ট্রের নানা সেক্টরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অতিথি হিসেবে অংশ নেবেন।

আমরা বাংলাদেশের খাবার এবং সংস্কৃতিকে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দিতে চাই

শেফ খলিলুর রহমান বলেন, আসলে 'আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড' আয়োজনের পেছনে নিশ্চিতভাবে আমাদের একটি উদ্দেশ্য আছে। আমরা জানি, খাবার (ফুড) হচ্ছে এমন একটি পণ্য যা একটি দেশের সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। খাবারকে বলা হয় 'কালচারাল অ্যাম্বেসেডর' অর্থাৎ সংস্কৃতির দূত। আর তাই 'খাবারের সংস্কৃতি'র (কালচার) মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশের খাবার এবং সংস্কৃতিকে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দিতে চাই। একইসঙ্গে আমরা নিজেরাও বিশ্বের নানা প্রান্তের বৈচিত্র্যময় খাবারের সঙ্গে পরিচিত হতে চাই।

'আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড' হবে প্ল্যাটফর্মটি বিশ্বের বৈচিত্র্যময় খাবার ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন

তিনি বলেন, 'আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড' প্ল্যাটফর্মটি বিশ্বের বৈচিত্র্যময় খাবার ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটাবে। তবে প্রধান উদ্দেশ্য থাকছে, বাংলাদেশের খাবারকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরা। বাংলাদেশের আকর্ষণীয় এবং মুখোরচক সব খাবার এবং খাবারের সংস্কৃতিকে আমরা বিশ্বজুড়ে পরিচিত করতে চাই।

কালিনারি পেশাকে আরও বেশি জনপ্রিয় করতে চাই

শেফ খলিল বলেন, পাশাপাশি কালিনারি পেশাকে আরও বেশি জনপ্রিয় এবং নতুন প্রজন্মকে এই পেশায় আগ্রহী করাও আমাদের এই আয়োজনের আরেকটি উদ্দেশ্য।

'আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড' বিশ্ব কালিনারি শিল্পে সম্মানীয় অ্যাওয়ার্ড হবে

তিনি বলেন, আমাদের স্বপ্ন অনেক বড়। 'আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড' সেই স্বপড়ব যাত্রার প্রথম পদক্ষেপ। আমরা আশা করি 'ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ড'-এর মতো একদিন 'আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড'ও বিশ্বের কালিনারি শিল্পের অন্যতম গ্রহণযোগ্য এবং সম্মানীয় প্ল্যাটফর্মে পরিণত হবে। 'আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড' বিশ্ব কালিনারি শিল্পে একসময় সবচেয়ে সম্মানীয় অ্যাওয়ার্ড হবে বলে আমরা আশাবাদী। আমাদের এই যাত্রায় আপনাদের সবার সহযোগিতা এবং সমর্থন প্রত্যাশা করছি।

## বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৭ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৮ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

**- সম্পাদক।**

# খাবারে প্রতিক্রিয়া মানেই অ্যালার্জি নয়

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:**
অনেকেরই কোনো কোনো খাবার খাওয়ার পর শরীরে কিছু প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। চুলকানি, ত্বক ফুলে যাওয়া বা লাল হয়ে যাওয়া, শ্বাসকষ্ট, জিহবা ফুলে যাওয়া, হাঁচি-কাশি, বমি, রক্তচাপ কমে যাওয়া ইত্যাদি হতে পারে। আবার কিছু কিছু খাবারে হজমের সমস্যাও হতে পারে। এমন সব সমস্যার কারণ হিসেবে সাধারণভাবে ‘ফুড অ্যালার্জি’ দায়ী বলে ধরা হয়। তবে খাবারে প্রতিক্রিয়া হলেই তা ফুড অ্যালার্জি নয়। এ ছাড়া শরীরে কোনো কোনো খাবার গ্রহণের পর সমস্যা হতে পারে। ‘ফুড ইনটলারেন্স’ বা খাদ্যে অসহিষ্ণুতার কারণেও সমস্যা হতে পারে।

‘ফুড অ্যালার্জি’ ও ‘ফুড ইনটলারেন্স’ কী ও কেন হয়, দুটির মধ্যে পার্থক্য কী; কোন কোন উপসর্গ দিয়ে এসব পার্থক্য বোঝা যাবে; কোন কোন উপায়ে খাবারের এসব প্রতিক্রিয়া এড়ানো যাবে স্বাস্থ্যবিষয়ক ওয়েবসাইট ওয়েবএমডি এক প্রতিবেদনে বিস্তারিত তুলে ধরেছে।

‘ফুড অ্যালার্জি’ বনাম ‘ফুড ইনটলারেন্স’:
ইমিউনিটি সিস্টেম, অর্থাৎ রোগ প্রতিরোধব্যবস্থার কারণে ফুড অ্যালার্জি হয়। এর ফলে কিছু খাবার গ্রহণে চুলকানি, ত্বক ফুলে যাওয়া বা লাল হয়ে যাওয়া, শ্বাসকষ্ট, জিহবা ফুলে যাওয়া, হাঁচি-কাশি, বমি, রক্তচাপ কমে যাওয়া ইত্যাদির মতো প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

‘ফুড ইনটলারেন্স’ বা খাদ্যে অসহনশীলতার ক্ষেত্রে রোগ প্রতিরোধব্যবস্থা দায়ী নয়। বেশির ভাগ হজমের সমস্যা থেকে এটি হয়। যেমন দুধ বা দুগ্ধজাতীয় খাবারে অনেকের অ্যালার্জি হয়। দুধে থাকা ল্যাকটোজেন অসহনশীলতার কারণে এ সমস্যা হয়। এ রকম সুনির্দিষ্ট কিছু খাবার খাওয়ার সাথে সাথেই সমস্যা হয়। তবে এটি অ্যালার্জি নয়। খাবারে অনিয়ম, ঘুম ঠিকমতো না হওয়া, পানি কম খাওয়া, অতিরিক্ত মসলাযুক্ত খাবার গ্রহণ ইত্যাদি কারণে হজমে সমস্যা হতে পারে।

যেভাবে বুঝবেন খাবারে অ্যালার্জি
কোন খাবারে অ্যালার্জি তা বুঝতে চিকিৎসক নিচের তথ্যগুলো জানবেন:
* খাবার খাওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যেই প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে
* একই খাবারে অন্য কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে
* প্রতিক্রিয়া শুরু হওয়ার আগে খাবারের পরিমাণ এবং একই সময়ে অন্য কিছু খেয়েছেন কি না
* আগে কখনো একই খাবারের প্রতিক্রিয়ায় অ্যান্টিহিস্টামিন খেয়ে সমস্যার উপশম হয়েছে কি না
* যখন সেই খাবারটা খান, সব সময় সমস্যা হয় কি না

এই লক্ষণ ও কারণগুলো থেকে চিকিৎসক বুঝবেন খাবারে অ্যালার্জি নাকি সুনির্দিষ্ট কোনো খাবারের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিছু খাবার যেমন ডিম বন্ধ করে দেখা যায় সমস্যাগুলো বন্ধ হয়েছে কি না। কিছুদিন পর ডিম খেয়ে সমস্যা আবার শুরু হয়েছে কি না, তা পরীক্ষা করা যায়।

অনেকের বাদামে অ্যালার্জি হয়। সেক্ষেত্রে সুনিশ্চিতভাবে বোঝা যায়, এই খাবারে অ্যালার্জি আছে। এরকম যেসব খাবারে সমস্যা হয়, সেগুলোর প্রতিটি পরীক্ষা করে দেখা যায়।

খাবারে অ্যালার্জির চিকিৎসা
খাবারে অ্যালার্জির প্রধান প্রতিকার হলো যেসব খাবারে প্রতিক্রিয়া হয়, সেসব এড়িয়ে চলা। একবার খাবার শনাক্ত করে ফেলতে পারলে তা খাওয়া বন্ধ করতে হবে। অনেক সময় রেস্তোরাঁয় মিক্সড খাবার বা বিভিন্ন আইটেমের সালাদ খাওয়া হয়। সেখান থেকে বোঝার উপায় নেই ডিমে অ্যালার্জি, নাকি বাদামে।

তাই আলাদাভাবে খেয়েই সেটি শনাক্ত করতে হবে। অতিরিক্ত অ্যালার্জির প্রবণতা থাকলে যেকোনো সময়ই এটি দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। কখনো কখনো খাবারের অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া এত বেশি গুরুতর হয় যে প্রাণঘাতীও হতে পারে। সেক্ষেত্রে কী কারণে এটি ঘটছে, তা নিশ্চিত করার জন্য চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করা জরুরি।

# গাড়ি চালানোর সময় মেরুদণ্ডে আঘাত যা করণীয়

*(শেষ পাতার পর)* না পরা। গাড়ির সিটবেল্টগুলো শরীরকে দৃঢ়ভাবে আটকে রাখে। সিটবেল্ট ছাড়া থাকলে শরীরের ওপরের অংশ উন্মুক্ত থাকে। ফলে মেরুদণ্ডের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়। গতিসীমা অতিক্রম করে গাড়ি চালালে আরও গুরুতর আহত হতে পারেন এটি ছাড়া। গাড়ি দুর্ঘটনা এড়াতে সিটবেল্ট ছাড়া দ্রুতগতিতে গাড়ি চালানো বাদ দিতে হবে।

*আঘাতের ফলে যা হয়:*
কাঁধ ও ঘাড় শক্ত হওয়া, পায়ের গোড়ালিতে পিন বা সুচের আঘাতের অনুভূতি তৈরি হওয়া, সংবেদনশীলতা কমে যাওয়া বা অসারতায় আক্রান্ত অঙ্গগুলোর কার্যকারিতা কমে যাওয়া, ক্লান্তি লাগা, মাথাব্যথা, পেশির অনিয়ন্ত্রিত খিঁচুনি, হাঁটার গতি কমে যাওয়া।

দুর্ঘটনার কারণে কশেরুকা ফেটে যেতে পারে। হালকা থেকে মাঝারি ফাটা দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসায় ঠিক হয় যদি দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা শুরু করা যায়। তবে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা না করালে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন দেখা দেয়। ফেটে যাওয়া কশেরুকার কারণে পক্ষাঘাত, মূত্রাশয় নিয়ন্ত্রণ হ্রাস ও অসারতা দেখা দিতে পারে। দুর্ঘটনার ফলে স্লিপ ডিস্কও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে পায়ে তীক্ষ্ম ও হঠাৎ ব্যথা অনুভূত হতে পারে। স্লিপড ডিস্ক হার্নিয়াটেড ডিস্কে বিকশিত হতে পারে। হার্নিয়াটেড ডিস্কগুলো প্রায়ই পিঠের নিচের অংশে ব্যথা সৃষ্টি করে, যা হাঁটাচলায় সমস্যা ঘটায়। এর ফলে পায়ের দুর্বলতাও অনুভব হয়।

দুর্ঘটনায় পড়লে দাঁড়াতে, হাঁটতে ও বসতে সব সময়ই কষ্ট অনুভব করবেন। ঘাড়, মাথা বা পিঠের মধ্যে চাপ বোধ করবেন। শরীরে অন্ত্রের গতিবিধি বা প্রস্রাব নিয়ন্ত্রণ করতে

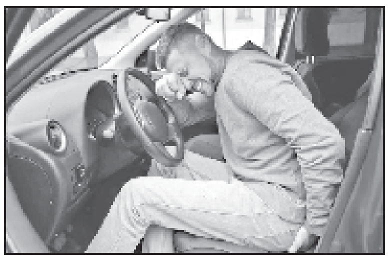

সমস্যা হবে। হাত বা পায়ের আঙুলে স্পর্শের অনুভূতি হারিয়েও যেতে পারে।

*চিকিৎসা:*
মেরুদণ্ডে আঘাত পেলে অভিজ্ঞ নিউরোলজিস্টের কাছে যেতে হবে, যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসা শুরু করতে। নিউরোলজিস্ট প্রদাহ বন্ধ এবং আঘাতের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যথা কমানোর ওষুধ দিতে পারেন। যদি আপনার আঘাতের মাত্রা বেশি হয় এবং অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হলে দ্রুতই তা করাতে হবে। নিউরোলজিস্টের পরামর্শে ফিজিওথেরাপিরও প্রয়োজন হতে পারে। থেরাপি শরীরের আঘাত পাওয়া অংশে গতিশীলতা, শক্তি ও সংবেদন ফিরে পেতে সহায়তা করবে। তবে মনে রাখতে হবে, মেরুদণ্ডের ক্ষতি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পুরোপুরি নিরাময় হয় না।

*লেখক: নিউরোসার্জন, নিউরোসার্জারি বিভাগ, ল্যাবএইড, ধানমন্ডি, ঢাকা।*

## যে প্রক্রিয়ায় বাড়ী বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন

*(শেষ পাতার পর)* পরিণত করতে পারে না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত সাধারণত যোগাযোগ কম, আশ্বাস প্রদান, বাড়ি বিক্রির বাজারদর সম্পর্কে অজ্ঞ প্রভৃতি আচার-আচরণ করে থাকে। তাই বাড়ী ক্রয়ের সময় একজন ভালো, বিশ্বস্ত রিয়েল এস্টেট এজেন্টের স্মরণাপন্ন হওয়াই শ্রেয়।
নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় বা মর্টগেজ সংক্রান্ত যে কোন সমস্যায় আমরা সঠিক পরামর্শ দিয়ে থাকি। ফ্রি কনসাটেন্সীর জন্য যোগাযোগ করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)।

## তীব্র তাপপ্রবাহে ঝুঁকিতে যুক্তরাষ্ট্রের ১৩ কোটি

*(১ম পাতার পর)* (৬ জুলাই) জাতীয় বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে, দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলজুড়ে তাপপ্রবাহের ব্যাপারে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। পশ্চিমাঞ্চলে তাপমাত্রা গড়ের তুলনায় বেশি থাকতে পারে। পূর্বাভাসকারীরা জানিয়েছেন, তীব্র তাপপ্রবাহের সতর্কতা রয়েছে বাল্টিমোর ও ম্যারিল্যান্ডের কিছু অংশে। এসব এলাকায় তাপমাত্রা পৌঁছাতে পারে ৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমে গরম ও শুষ্ক আবহাওয়া এবং বাতাসের অবস্থার কারণে দমকল কর্মকর্তারা ও পূর্বাভাসকারীরা দাবানলের উচ্চতর ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্কতা জারি করতে বাধ্য হন।


ওজনপার্ক ও ব্রুকলিনের প্রানকেন্দ্র সিটি লাইনে পপুলার ড্রাইভিং স্কুলের ২য় শাখার যাত্রা শুরু।
আমরা গত ৩০ বছর যাবৎ জ্যাকসন হাইটসে রুজভেল্ট এভিনিউর অফিস থেকে সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছি।
অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট

- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test
- 5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
- 6 Hours DDC Class
- Good For TLC, Insurance & Point Redaction.

( Operate by JH office)

Operate by JH office)
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ ২টি লেসন একত্রে
OPEN 7 DAYS

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্ত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন। ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ১ থেকে ২০ লেসনের প্যাকেজ ডীল। প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা।
Please Scan & Visit us!
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীরা কিভাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে পারেন তা জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
৯১৭-৩০১-২০৬৩
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট পরীক্ষার বই
Website. www.populardrivingschoolny.com
POPULAR DRIVING SCHOOL INC.
Jackson Heights Office
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)
718-426-9453
Brooklyn / Ozone Park Office
17-101 Avenue, Brooklyn, NY 11208
(Betw, Drew St & Forbell St, City Line)
718-235-6438



AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.
আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
- সিটিজেনশীপ - ফ্যামিলি পিটিশন - NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট - এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

# নিউইয়র্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

**নিউইয়র্ক:**
প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং ১০৪তম জন্মদিন উদযাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে গত ১ জুলাই কুইন্সের লাগোর্ডিয়া ম্যারিয়টে আনন্দঘন পরিবেশে এই দিন উদযাপন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলামনাইদের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীরা অংশ নেন।

অনুষ্ঠান শুরু হয় সমবেত কণ্ঠে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত ও যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল অ্যানথেম গাওয়ার মধ্য দিয়ে। পুরো অনুষ্ঠানের উপস্থাপনা ও পরিচালনায় ছিলেন বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, শিক্ষাবিদ ও ইমাম মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ। কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে আয়োজনকে রাঙিয়ে তোলেন গোলাম মোস্তফা।

অনুষ্ঠানের সিংহভাগজুড়ে ছিল স্মৃতিচারণ। ক্যাম্পাস জীবনের কথা বলতে গিয়ে অনেকেই আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন। স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য রাখেন ফরিদা চৌধুরী, মনজুর চৌধুরী, সিলভিয়া সাবেরিন, মোসা. ওয়াহিদা শামসুন, মো. আবদুল কাইয়ুম, সজল রোশান, লুবানা রশিদ এবং মো. গোলাম মোস্তফা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রঙিন দিনগুলো নিয়ে আরও কথা বলেছেন কাজী জহিরুল ইসলাম, সুখন গোমেজ, মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, এম আরেফিন টুলু, রুবি আরেফিন, ড. মোহাম্মদ মুজিবুল হক, নাজিয়া আহমেদ চৌধুরী, অ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমান, ইকবাল মোরশেদ, উমামা সিদ্দিকা এবং রওশন আরা বেগম।

ফরিদা চৌধুরী স্মৃতিচারণ করে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ থেকে আমি গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেছি ১৯৮১ সালে। ওই সময় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছিল অসাধারণ সম্পর্ক। আমরা একটা পারিবারিক আবহে কাটিয়েছি ক্যাম্পাস জীবন। এটি আমাদেরকে ভালো মানুষ হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে।

মোসা. ওয়াহিদা শামসুন বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শুধু বাংলাদেশকেই আলোকিত করেননি, প্রবাসের মাটিতেও দেশকে উজ্জ্বল করে চলেছেন। এই প্রতিষ্ঠান হলো আমাদের অনুভূতি আর ভালোবাসার জায়গা। তাই বিদেশের মাটিতে বসে প্রাণের প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করতে পারাটা ভীষণ আনন্দদায়ক।

সিলভিয়া সাবেরিন বলেন, যখন থেকে এই অনুষ্ঠানের খবর পেয়েছি, তখন থেকেই মাহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষায় ছিলাম। আমার মনের আঙিনায় এখনও ভাসছে সেই টিএসসি, কলাভবন, নীলক্ষেত, মলচত্বর, কার্জন হল, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি আর রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের প্রতিটি স্মৃতি।

মনজুর চৌধুরী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে আমি খুবই দুষ্টু ছিলাম। এমন কোনো ডিপার্টমেন্ট ছিল না, যেখানে আমার কোনো বন্ধুবান্ধব ছিল না। সিনিয়র-জুনিয়র সবাই আমাকে খুব আদর করতো। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই জীবনটা আমি খুবই মিস করি। প্রত্যাশা করি, আমাদের প্রাণের এই প্রতিষ্ঠান আরও এগিয়ে যাবে।

মো. আবদুল কাইয়ুম বলেন, আমি আসলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স-মাস্টার্স করিনি। অ্যাকাউন্টিংয়ের ইভিনিং কোর্সে এমবিএ করেছি। তাই আপনাদের মতো আমার হলের কোনো স্মৃতি নেই। তবে বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতি আমার আবেগ রয়েছে। রেগুলার স্টুডেন্ট না হলেও দেশসেরা এই প্রতিষ্ঠানে পড়তে পেরে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের বুকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে সত্য, সুন্দর ও উজ্জ্বল আগামীর স্বপ্ন- এমন মন্তব্য করে সজল রোশান বলেন, জীবনের অনিবার্য ডাকে আমরা হয়তো ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়ে এসেছি, তবে আমরা জানি, বিশ্ববিদ্যালয় কখনো প্রাক্তন হয় না।

লুবানা রশিদ বলেন, আমি পড়েছি ফিলোসফি ডিপার্টমেন্টে, এটাচড ছিলাম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলে। দারুণ সময় কেটেছে পুরো ক্যাম্পাস জীবন। আমি প্রচুর এক্সট্রা কারিকুলার এক্টিভিটির সঙ্গে জড়িত ছিলাম। সিনিয়রদের কাছ থেকে প্রচুর সহযোগিতা পেয়েছি। শিক্ষকরাও আমাদেরকে দারুণভাবে আগলে রেখেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলামনাইদের উদ্যোগে আয়োজিত প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য রাখছেন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা।

নিউইয়র্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলামনাইদের উদ্যোগে আয়োজিত ঢাবি'র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে কেক কেটে উদযাপন করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা।

সুখন গোমেজ বলেন, আমি আজ আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ছি। কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের ভীষণ আবেগের এক জায়গা। আমি আরেকটু বেশি আবেগে আপ্লত হই এ কারণে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অন্যতম সেরা ছাত্র আন্দোলন শামসুনন্নাহার হল থেকে তৈরি হওয়া শিক্ষার্থী নির্যাতনবিরোধী আন্দোলনে জড়িত ছিলাম।

জাতিসংঘের কর্মকর্তা কবি কাজী জহিরুল ইসলাম বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অসংখ্য মেধাবী এবং সফল মানুষের জন্ম দিয়েছে। তবে ইদানীং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ালেখার মান নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন। সেই প্রশ্ন যে সম্পূর্ণ অমূলক, তাও নয়। তাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে।

রওশন আরা বেগম বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে আমরা যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীরা বসবাস করছি, আমাদের মাঝে কীভাবে আরও সুন্দর ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়, সেটা চিন্তা করতে হবে। শুধু বছরান্তে নয়, আমরা এভাবে মিলিত হতে চাই কিছুদিন পরপর।

ড. মোহাম্মদ মুজিবুল হক বলেন, আমরা বিশ্বাস করি, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্র্যাজুয়েটদের মাঝে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের যে কোনো আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে সমর্থ হবো।

গোলাম মোস্তফা বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা ভালোবাসি। আর সেজন্যই আমরা চাই, এই বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে যাক। কিন্তু পড়াশোনার বিশ্বমান কতটুকু ধরে রাখতে পারছে প্রতিষ্ঠানটি, সেটা আজ প্রশ্নবিদ্ধ। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এম আরেফিন টুলু বলেন, এইচএসসি পরীক্ষার পর আমার অনেক বন্ধুকে গায়ের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা সিল লাগানোর জন্য কী চেষ্টাটাই না করতে দেখেছি। সেই জিনিসটা ভাবলে মনে হয়, আমরা ঢাবি শিক্ষার্থীরা আসলেই সৌভাগ্যবান।

রুবি আরেফিন বলেন, শতবর্ষী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। আমরা আশাকরি, এই বিশ্ববিদ্যালয় আরও হাজার বছর সগৌরবে টিকে থাকবে। আমরা যেমন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পেরে গর্ব অনুভব করি, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোয় আলোকিত হবে।

নাজিয়া আহমেদ চৌধুরী বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা হয় বাংলাদেশের বাতিঘর। এই দেশটির স্বাধীনতা থেকে শুরু করে যা কিছু ভালো, তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে আছে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম। আন্তর্জাতিক অঙ্গণেও বিভিন্নভাবে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করে আসছে এই প্রতিষ্ঠান।

ইকবাল মোরশেদ বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রাষ্ট্র পরিচালনায় যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন, তেমনি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ইতিবাচক কর্মকান্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করে আসছেন। এই ইতিবাচক কর্মকান্ড যদি সমষ্টিগতভাবে করা যায় তাহলে সেটা হয়ে উঠবে অনেক বেশি কার্যকর ও ফলপ্রসূ।

উমামা সিদ্দিকা বলেন, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে তার সাবেক শিক্ষার্থীরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। বিশ্বের প্রথিতযশা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এলামনাই কর্মকান্ডের দিকে নজর রাখলেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। নিউইয়র্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন স্যোশাল ও চ্যারিটি এক্টিভিটি করলেও একই ছাতার নিচে না থাকায় সেগুলো খুব একটা ফলপ্রসূ হচ্ছে না।

উল্লেখ্য, গত কয়েক বছর ধরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলামনাইদের উদ্যোগে নিউইয়র্কে এই আয়োজন হয়ে আসছে। প্রতিটি আয়োজনেই যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীদের সম্মাননা দেওয়া হয়। এ বছর সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার সজল রোশানকে সম্মাননা দেওয়া হয়।

প্রিয় প্রতিষ্ঠানের জন্মদিন উদযাপনের অন্যতম অংশ ছিল কেক কাটা। এরপর নির্মল আড্ডা আর গল্প-গুজবে মেতে ওঠেন সবাই। ফটোসেশন পর্বে চলে দলবেঁধে ছবি তোলা।

*-প্রেস বিজ্ঞপ্তি।*

## নামাজের সময়-সূচী

| জুলাই | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফজর | ৩.২৩ | ৩.২৪ | ৩.২৪ | ৩.২৫ | ৩.২৬ | ৩.২৮ | ৩.২৯ |
| সূর্যোদয় | ৫.২৭ | ৫.২৮ | ৫.২৮ | ৫.২৯ | ৫.২৯ | ৫.৩০ | ৫.৩১ |
| জোহর | ০১.০০ | ০১.০০ | ০১.০০ | ০১.০১ | ০১.০১ | ০১.০১ | ০১.৫৯ |
| আসর | ৬.১৪ | ৬.১৪ | ৬.১৪ | ৬.১৪ | ৬.১৪ | ৬.১৪ | ৬.১৪ |
| মাগরিব | ৮.৩২ | ৮.৩২ | ৮.৩২ | ৮.৩১ | ৮.৩১ | ৮.৩১ | ৮.৩১ |
| এশা | ১০.১১ | ১০.১১ | ১০.১০ | ১০.১০ | ১০.১০ | ১০.১০ | ১০.০৮ |

# কবর জীবনের অসহায়ত্বের সাথী

*(শেষ পাতা থেকে)* টানতে হয়। ক্ষণিকের তরে নিজের চোখ দু'টো বন্ধ করুন এবং নিজের আশে পাশে অসংখ্য কবরবাসী রয়েছেন, তাদের নিয়ে একটু চিন্তা করুন। চিন্তার বিষয়বস্তু হলো, এ সমস্ত কবরবাসীরা কতটা অসহায়? দুনিয়ার জীবনে তারা কত কিছুই না করেছে। তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তির কোন সীমা পরিসীমা ছিল না। আপনার আশে পাশেই তারা কতটা দাপটের সাথে চলাফেরা করেছে। আপনার মতোই ছিল তার এক সুখী জীবন। জীবনের পরিব্যাপ্তির জন্য কত কিছুই না রচনা করেছে। সুনামের চুড়ান্ত চূড়ায় আরোহনের জন্য রাতকে দিন করেছেন, দিনকে করেছেন রাত। অর্থ-খ্যতি-যশ অর্জনের জন্য হালাল-হারামের পরোয়া করেছেন অথবা করেননি। কিন্তু সবই আজ গোরস্থানের সামান্য মাটি তলে চাপা পড়েছে। পৃথিবীর অর্থ, খ্যাতি, যশ, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও দাপট তাকে মাটির উপড়েই ফেলে যেতে হয়েছে ততটুকু ছাড়া যা কয়েক টুকরো কাপড়মাত্র, যা দিন কয়েকের মধ্যেই মাটির সাথে মিশে যাবে। যেই বালাখানা তৈয়ার করেছেন, যদি বাইরে মারা যান সে বালাখানায় আপনাকে নেয়া হবে না আর যদি বালাখানায় মারা যান খুব দ্রুত সেখান থেকে বাইরে বের করা হবে।

যারা জীবিত আছেন, তাদের তরে অনুরোধ, আখিরাতের এই অসহায়ত্বের কথা চিন্তা করুন এবং নিজের অসহায়ত্ব দূর করার জন্য নিজের আমলকে সমৃদ্ধ করুন। যতক্ষণ জীবিত আছেন এমন এক সঙ্গী গড়ে তুলুন যে অসহায়ত্বে সারাক্ষণ আপনার পাশে অবস্থান করবে। আপনাকে সঙ্গ দেবে আপনার সুবিধা-অসুবিধায় খেয়াল রাখবে। আপনার দৈনন্দিন আচার-আচরণ, চাল-চলন, কাজ-কর্ম (আমল) বা জীবনাচরণ সঠিক করুন। আল্লাহ নির্দেশিত ও রাসুলুল্লাহ সাঃ কর্তৃক প্রদর্শিত পথে নিজেকে পরিচালিত করুন। আপনার পাশে যেই অসংখ্য কবরবাসীদের দেখছেন, খুব সহসাই হয়তবা এখনি আপনাকেও সেখানে তাদের পাড়ায় মিলিত হতে হবে। সুতরাং খুব দ্রুত নিজেকে তৈরী করুন। সিদ্দিকীন,শহীদান ও সালেহীনদের অন্তর্ভুক্ত করুন। তারাই আপনার কবর জীবনের সাথী হবে।

সিদ্দীক বলতে এমন ব্যক্তিকে বুঝায় যে পরম সত্যনিষ্ঠ ও সত্যবাদী। তার মধ্যে সততা ও সত্যপ্রিয়তা পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত থাকে। নিজের আচার-আচরণ ও লেনদেনে সে হামেশা সুস্পষ্ট ও সরল সোজা পথ অবলম্বন করে। সে সবসময় সাচ্চা দিলে হক ও ইনসাফের সহযোগী হয়। সত্য ও ন্যায়নীতি বিরোধী যে কোন বিষয়ের বিরুদ্ধে সে পর্বত সমান অটল অস্তিত্ব নিয়ে রুখে দাঁড়ায়। এ ক্ষেত্রে সামান্যতম দুর্বলতাও দেখায় না। সে এমনই পবিত্র ও নিস্কলুষ চরিত্রের অধিকারী হয় যে, তার আত্মীয়-অনাত্মীয়, বন্ধু-শুত্রু, আপন-পর কেউই তার কাছ থেকে নির্লজ্জ ও নিখাদ সত্যপ্রিতী, সত্য-সমর্থন ও সত্য-সহযোগীতা ছাড়া আর কিছুরই আশংকা করে না।

শহীদ শব্দের আসল অর্থ হচ্ছে স্বাক্ষী। শহিদ বলতে এমন ব্যক্তি বুঝায় যে নিজের জীবনের সমগ্র কর্মকাণ্ডের মাধ্যম তার ঈমানের সত্যতার সাক্ষ প্রদান করে। আল্লাহর পথে লড়াই করে প্রাণ উৎসর্গ কওে একথা প্রমাণ করে দেয় যে, সে যে জিনিসের ওপর ঈমান এনেছিল তাকে যথার্থই সাচ্চা দিলে সত্য মনে করতো এবং তা তার কাছে এত বেশী প্রিয় ছিল যে, তার জন্য নিজের প্রাণ অকাতরে বিলিয়ে দিতেও দ্বিধা করেনি। আবার এমন ধরনের সত্যনিষ্ট ব্যক্তিদেরকেও শহীদ বলা হয় যারা এতই নির্ভরযোগ্য হয় যে, তারা কোন বিষয়ে সাক্ষ দিলে তাকে নির্দ্বিধায় সত্য ও সঠিক বলে স্বীকার করে নেয়া হয়।

সালেহ বা সৎকর্মশীল বলতে এমন ব্যক্তি বুঝায় যে তার নিজের চিন্তাধারা, আকীদা-বিশ্বাস, ইচ্ছা, সংকল্প, কথা ও কর্মের মাধ্যমে সত্য-সরল পথে প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং এই সংগে নিজের জীবনে সৎ ও সূনীতি অবলম্বন করে।

দুনিয়ায় যারা এ ধরনের লোকদের সংগ লাভ করে এবং আখিরাতেও এদের সাথী হয় তারা বড়ই সৌভাগ্যবান। অবশ্য কোন ব্যক্তির অনুভূতি মরে গেলে ভিন্ন কথা, নয়তো অসৎ ও দুশ্চরিত্র লোকদের সাথে দুনিয়ায় জীবন যাপন করা আসলে একটি ভয়াবহ শাস্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। আর আখেরাতে তারা যে পরিণামের সম্মুখীন হবে সেই একই পরিণামের ভাগী হয়ে হয়ে আখেরাতে তাদের সাথী হওয়ার শাস্তি তো তুলনা বিহীন। তাই তো আল্লাহর নেককার বান্দারা হামেশা এই আকাংখা পোষণ করে যে, তারা যেন নেক লোকদের সমাজে বসবাস করতে পারে। যারা দুনিয়ায় সৎ লোকদের সাথে বসবাস করবে অর্থাৎ সিদ্দীক, শহীদও সালেহীনদের কার্যাবলী ধারণ করে তাদের সাথে পথ চলবে, তাদেরকে মৃত্যু থেকে হাশরের ময়দান এবং আল্লাহর আদালত পর্যন্ত সম্মানের সহিত ডাকা হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"হে প্রশান্ত আত্মা! চলো তোমার রবের দিকে, এমন অবস্থায় যে তুমি সন্তুষ্ট। শামিল হয়ে যাও আমার বান্দাদের মধ্যে এবং প্রবেশ করো আমার জান্নাতে।"(সুরা ফযর:২৭-৩০) এ কথা মৃত্যু কালেও বলা হবে, যখন কিয়ামতের দিন পুনরায় জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানের দিকে যেতে থাকবে সে সময়ও বলা হবে এবং আল্লাহর আদালতে পেশ করার সময়ও তাকে একথা বলা হবে। প্রতটি পর্যায়ে তাকে এই মর্মে নিশ্চয়তা দান তরা হবে যে, সে আল্লাহর রহমতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

'প্রশান্ত আত্মা' বলে এমন মানুষকে বুঝানো হয়েছে যে, কোন প্রকার সন্দেহ সংশয় ছাড়াই পূর্ণ নিশ্চিন্ততা সহকারে ঠাণ্ডা মাথায় এক ও লা শরীক আল্লাহকে নিজের রব এবং নবীগণ যে সত্য দীন এনেছিলেন তাকে নিজের দীন ও জীবন বিধান হিসাবে গণ্য করেছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কাছ থেকে যে বিশ্বাস ও বিধানই পাওয়া গেছে তাকে সে পুরোপুরি সত্য বলে মেনে নিয়েছে। আল্লাহর দীন যে জিনিসটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে তাকে সে অনিচ্ছা সত্বে নয় বরং এই বিশ্বাস সহকারে বর্জন করেছে যে, সত্যিই তা খারাপ। সত্য প্রীতির পথে যে কোন ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে সে নির্দ্ধিধায় তা করেছে। এই পথে যেসব সংকট, সমস্যা, কষ্ট ও বিপদের মুখোমুখি হতে হয়েছে হাসি মুখে সেগুলো বরদাশত করেছে। অন্যায় পথে চলে লোকদের দুনিয়ায় নানান ধরনের স্বার্থ, ঐশ্বর্য ও সুখ-সম্ভার লাভ করার যেসব দৃশ্য সে দেখেছে তা থেকে বঞ্চিত থাকার জন্য তার নিজের মধ্যে কোন ক্ষোভ বা আক্ষেপ জাগেনি। বরং সত্য দীন অনুসরণ করার ফলে সে যে এই সমস্ত আবর্জনা থেকে মুক্ত থেকেছে, এ জন্য সে নিজের মধ্যে পূর্ণ নিশ্চিন্ততা অনুভব করেছে। আল কুরআনের অন্যত্র এই অবস্থাটিকে 'শারহে সদর' বা উন্মুক্ত বা বিস্তৃত হৃদয়' করে দেয়ার অর্থে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ যাকে সত্য পথ দেখাবার সংকল্প করেন তার বক্ষদেশ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।" (সুরা আন'আম : ১২৫) বক্ষদেশ উন্মুক্ত করে দেয়ার মানে হচ্ছে, ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে হৃদয়ে পূর্ণ নিসংশয়তা ও নিশ্চিয়তা সৃষ্টি করা এবং যাবতীয় সন্দেহ, সংশয় ও দোদুল্যমনতা দূর করে দেয়া।

আগেই বলা হয়েছে, কবরবাসী হওয়ার আগেই দুনিয়ার জীবনে এমন কাজ করুন, যে গুলো আপনার কবর জীবনে অসহায়ত্বের সাথী হতে পারে এবং কবরে শুয়ে তার ফল ভোগ করতে পারেন। আমরা বিখ্যাত সেই হাদীসের কথা জানি, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাঃ থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেন, মানুষ যখন মারা যায়, তখন তার সব আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমলের দরজা বন্ধ হয় না। (১) সদকায়ে জারিয়া অথবা (২) এমন ইলম যার দ্বারা উপকার সাধিত হয় অথবা (৩) নেককার সন্তান যে তার জন্য দু'আ করতে থাকে।" (সহিহ মুসলিম : ৪০৭৭, কিতাবুল ওয়াসিয়াত, বাবু মা এয়ালহাকুল ইনসানা...হাদীসের মান সহীহ) সুতরাং জীবিত থাকতেই এই ভালো কাজগুলো করে যান। যেগুলো অন্ধকার কবরে অসহায়ত্বে আপনার উপকারে আসবে।

সদকায়ে জারিয়াঃ যেমন মসজিদ, মাদ্রাসা বা কোন দ্বীনি প্রতিষ্ঠান তৈরী করা, যেখান থেকে মানুষ নৈতিক বা দ্বীনি কাজের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। জনকল্যাণমূলক কোন কাজ করা, যেখান থেকে মানুষ ফায়েদা গ্রহণ করতে পারে। যেমন রাস্তার পাশে গাছ লাগানো যাতে মানুষ ছচায়া গ্রহণ করতে পারে। রাস্তার পাশে পানির ব্যবস্থা করা, যাতে মানুষ তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে।

উপকারী শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করাঃ এমন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়। জীবিত থাকতেই এমন উপকারী জ্ঞান বিস্তার করা এবং পরবর্তি প্রজন্মে এই শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়া যাতে প্রজন্ম পরস্পরায় তা চলতেই থাকে। তবে অবশ্যই তা দ্বীনি ইলম হতে হবে, যে শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহকে চিনতে পারে এবং রাসুল সাঃ কে জানতে পারে। যে ইলমের মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের অধিকার জানতে পারে। যে শিক্ষা গ্রহণের ফলে সে নিজেকে মানবতার কল্যাণে নিয়োজিত করতে পারে।

নেক সন্তান গঠণ করাঃ নিজের সন্তানদেরকে নৈতিক শিক্ষা দিয়ে যান। তাদেরকে আল্লাহ, নিজের পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের অধিকারের সীমারেখা অবহিত করে যান। সন্তানদের বাস্তব জ্ঞান দানের জন্য তাদেরই সামনে আপনি আপনার পিতা-মাতার জন্য আল্লাহর শেখানো ভাষায় দু'আ করুন। পিতা-মাতা, কাছের বা দুরের আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম-মিসকীনদের জন্য সঠিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন ভালো কাজ করুন। আপনার সন্তানও এই ভালো কাজগুলো শিখতে পারবে। আপনার মৃত্যুর পর সে আপনার জন্য দু'আ করবে। আপনার জন্য দান-সদকা করবে।

# জমজমাট আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো ২২তম ঢালিউড ফিল্ম এন্ড মিউজিক অ্যাওয়ার্ড

## শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র অভিনেতা-অভিনেত্রীর অ্যাওয়ার্ড পেলেন শাকিব খান ও তমা মির্জা

**নিউইয়র্ক (ইউএনএ):**
বিগত বছরগুলোর মতো এবারো অনুষ্ঠিত হলো ‘ঢালিউড ফিল্ম এন্ড মিউজিক অ্যাওয়ার্ড’-এর ২২তম আসর। নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকার আমাজুরা মিলনায়তনে রোববার (৩০ জুন) রাতে বসে এই আসর। এতে দেশ ও প্রবাসের ২৭ জন শিল্পীর মাঝে অ্যাওয়ার্ড তুলে দেয়া হয়। সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশীর উপস্থিতে বাংলাদেশ আর যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্যদিয়ে শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক প্রবাসী বাংলাদেশের কিংবদন্তী অভিনেতা আহমেদ শরীফ-কে আজীবন সম্মাননা জানানো হয়। এছাড়াও শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র অভিনেতা ও অভিনেত্রীর অ্যাওয়ার্ড পান শাকিব খান ও তমা মির্জা। খবর ইউএনএ’র।

অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করছেন সংগীতশিল্পী তাহসান

বাংলাদেশের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী দিনাত জাহান মুন্নি ও প্রবাসের জনপ্রিয় উপস্থাপক কামরুজ্জামান বাবুর যৌথ সঞ্চালনায় জমজমাট এই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের চিত্র নায়ক জায়েদ খান, জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে চঞ্চল চৌধুরী, মেহজাবিন চৌধুরী, নিরব, তানজিন তিশা সহ অনেকেই অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে এবারের ‘ঢালিউড ফিল্ম এন্ড মিউজিক অ্যাওয়ার্ড’ যাদের হাতে উঠেছে তাদের মধ্যে রয়েছেন- শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র অভিনেতা শাকিব খান (প্রিয়তমা), শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র অভিনেত্রী তমা মির্জা (সুরঙ্গ), সেরা গায়ক (পুরুষ) তাহসান, সেরা গায়িকা (মহিলা) আতিয়া আনিশা, শ্রেষ্ঠ কৌতুক অভিনেতা নজরুল ইসলাম, সেরা টিভি অভিনেত্রী মেহজাবিন চৌধুরী, ওটিটি ওয়েব সিরিজ-দ্য সাইলেন্সের তাসনিয়া ফারিন, ওটিটি ওয়েব ফিল্ম নিকোশের তানজিন তিশা, বিশেষ পুরস্কার দর্শনা বণিক, সেরা চলচ্চিত্র অভিনেত্রী (জনপ্রিয়) মন্দিরা চক্রবর্তী, সেরা টিভি অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী, বিশেষ পুরস্কার চিত্র নায়ক জায়েদ খান, লোকসঙ্গীত গায়িকা বিন্দু কণা, সুলতানা ইয়াসমিন লায়লা, সেরা পরিচালক রায়হান রাফি (সুরঙ্গ),

## আজীবন সম্মাননা পেলেন আহমেদ শরীফ

সেরা পরিচালক হিমেল আশরাফ (প্রিয়তমা), সেরা সঙ্গীত পরিচালক ও গীতিকার কবির বকুল, প্রবাসের উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী নিপা জামান, রানো নওয়াজ ও অনিক রাজ, ইয়ং স্টার ইউটিউবার ফাতেমা নাজনীন প্রিসিলা, সেরা নারী উদ্যোক্তা অনুভা শাহীন হোসেন, সেরা উদ্যোক্তা শাহ নেওয়াজ (সিইও, গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার), উদ্যোক্তা রুহিন হোসেন (সিইও, রিভারটেল), উদ্যোক্তা নাসির সবুজ (সিইও, এসএনএস হোম লোন), তরিকুল ইসলাম মিতু (যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী অভিনেতা) এবং আহমেদ শরীফ (আজীবন সম্মাননা)। কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাদের হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন। অ্যাওয়ার্ড গ্রহণের পর সংশ্লিস্টরা সংক্ষেপে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে শো টাইম মিউজিক-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আলমগীর খান আলম ছাড়াও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে লায়ন শাহ নেওয়াজ, আবু যুবায়ের দ্বারা, মেহফুজ রহমান, রায়হান জামান, এডভোকেট এন মজুমদার, ফাহাদ সোলায়মান, ইশতিয়াক রুমি, হাসান জিলানী সহ আরো অনেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে চলে নাচ, গান ও কৌতুক। এতে দেশ ও প্রবাসের শিল্পীরা অংশ নেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিল্পী এবং প্রবাসের নৃত্যাঞ্জলির শিল্পীরা সঙ্গী ও নৃত্য পরিবেশন করেন।

অনুষ্ঠানে সেরা অভিনেতা ও অভিনেত্রীসহ শিল্পীদের হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দিচ্ছেন ঢালিউড ফিল্ম এন্ড মিউজিক অ্যাওয়ার্ডের আয়োজক, কলাকুশলী ও অতিথিরা।

অনুষ্ঠানে সেরা অভিনেতা ও অভিনেত্রীসহ শিল্পীদের হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দিচ্ছেন ঢালিউড ফিল্ম এন্ড মিউজিক অ্যাওয়ার্ডের আয়োজক, কলাকুশলী ও অতিথিরা।

ঢালিউড ফিল্ম এন্ড মিউজিক অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে স্টেজ পারফরম্যান্সে দর্শকদের মাতিয়ে রাখেন ঢালিউড অভিনেতা জায়েদ খানসহ নৃত্যশিল্পীরা।

# ‘হৃদয়ে মৌলভীবাজারে’র মোড়ক উন্মোচন

নিউইয়র্ক:
নিউইয়র্কে মৌলভীবাজার প্রবাসীদের সংগঠন মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক্ এর ম্যাগাজিন ‘হৃদয়ে মৌলভীবাজারে’র মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে। ৩০ জুন মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির বনভোজনে অনাড়ম্বর এ অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মোড়ক উন্মোচন করেন সৈয়দ ছিদ্দিকুল হাসান, সৈয়দ আলাউর রহমান সিতু, মৌলভীবাজার জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান (ভিপি মিজান), মিয়া মো. আলতাফ হোসেন, এটর্নি মঈন চৌধুরী, এডভোকেট জুনেল আহমদ, জগলুল চৌধুরী, শেখ আতিক, রমজান আলী, শাহ জাবের, চৌধুরী সালেহ, দেওয়ান মোস্তাক রাজা, মো: আব্দুল হাকিম সুলেমান, বদরুননেহার খান মিতা, মিসবাহ মজিদ, আহমেদ জিল্লু, কয়েছ আহমদ, জাবেদ আহমদ, দুলাল তরফদার, শাহান খান, মুজিবুর রহমান, সৈয়দ মামুন, সোসাইটির সভাপতি সোহান আহমদ টুটুল, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আলী, সাবেক সভাপতি তজমুল হোসেন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো: জাবেদ উদ্দিনসহ *(বাকি অংশ ১২ এর পাতায়)*

নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ডে স্টেটের অনুদানে বাসায় অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?

সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের বিশেষ অনুদানে (৭০% পর্যন্ত) আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগিয়ে দিতে চাই

লংআইল্যান্ডের ব্যবসার মালিকগণ এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন

১০ হাজার ডলারের রিভেট

নতুন বছর উপলক্ষ্যে ৫০% সেল

স্টেটের অর্থায়নে হিটিং ও এয়ারকান্ডিশন সিস্টেম সম্পর্কে জানতে আজই যোগাযোগ করুন

এই অত্যাধুনিক সিস্টেম-এ আপনার হিটিং বিল প্রায় ৫০% কমাতে সাহায্য করবে

তোফায়েল চৌধুরী

আমাদের কল করুন
914-202-9828 / 914-222-9477 / 914-989-0089
Gree Mechanical Yonkers
1900 Central Park Ave, Yonkers, NY 10710
GREE MECHANICAL YONKERS

GRAND OPENING! JACKSON HEIGHTS OFFICE

GEHI & ASSOCIATES
Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com

ফ্রি কনসালটেশন

74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911

Naresh Gehi, Esq.

ইমিগ্রেশন, ব্যাংক্র্যাপসি, ক্রেডিট কার্ড মেটার, ডিভোর্স, চাইল্ড কাস্টডি, চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন, সিটিজেনশিপ, সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।

● Do you want apply for a green card? ● Are you being deported? ● Are you having credit card problems?
● Are you unable to pay your debts? ● Has your bank account been sealed?
● Are you getting harrassed by creditors?

আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.

Call: 718-263-5999

আমরা ৭ দিন খোলা
We are open 7 days

● তুলনামূলকভাবে কম ফি ● সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

Suryia Rahman, Esq

সফলতার ২৮ বছরে
The Weekly Bangla Patrika
# বাংলা পত্রিকা

বর্ষ ২৮ : সংখ্যা ৪১ : সোমবার

আষাঢ় ২৪ ১৪৩১ : মহররম ০১ ১৪৪৬

Vol. 28 Issue 41 : July 8 USA.

Free in NY, Other State $1.



# পিএইচডি-ধারীরা পরিচ্ছন্নতাকর্মীর চাকরিতে বিদেশ যেতে আগ্রহী!

**ঢাকা ডেস্ক:** হতবাক হওয়ার মতো এক ঘটনা সামনে এসেছে এবার কর্মসংস্থান বাজার সম্পর্কে। বিদেশে চাকরির জন্য আগ্রহী বাংলাদেশী নাগরিকদের সেবা প্রদানের জন্য সরকারের চালু করা আমি প্রবাসী অ্যাপে নিবন্ধন করেছেন ২ হাজার ৪৭৭ জন বিদেশ গমনেচ্ছু পিএইচডিধারী। যাদের চার ভাগের তিন ভাগই বিদেশে যাওয়ার মরিয়া প্রচেষ্টায় কায়িক শ্রমের কাজ বেছে নিয়েছেন। এই ঘটনা স্থানীয় কর্মসংস্থান বাজারে তাদের জন্য উপযুক্ত চাকরির অভাবকেও তুলে ধরছে। অতি উচ্চশিক্ষিত এসব ব্যক্তির মধ্যে কিছুসংখ্যক বিদেশে পেশা হিসেবে প্রকৌশলী, হিসাবরক্ষক, আইটি পেশাজীবী ও (বাকি অংশ ১২ এর পাতায়)

পিএইচডিধারীদের বাইরে, ৫০ হাজার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীও একইভাবে অভিবাসনের প্রচলিত গন্তব্যগুলোয় গিয়ে স্বল্প-দক্ষতার কর্মসংস্থানে নিযুক্ত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

# জ্যামাইকায় প্রথমবারের মতো আয়োজিত 'ভালো'র মেলায় আনন্দ উচ্ছ্বাস

বাংলাদেশী-আমেরিকান হিউম্যানিটেরিয়ান এইড লিডারশিপ আউটরিচ-'ভালো'র আয়োজনে মেলায় সংগীত পরিবেশন করছেন জনপ্রিয় শিল্পী তাহসান খান।

**বিশেষ প্রতিনিধি:**
নিউইয়র্কে স্বেচ্ছাসেবী সামাজিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশী-আমেরিকান হিউম্যানিটেরিয়ান এইড লিডারশিপ আউটরিচ-'ভালো'র উদ্যোগে প্রথমবারের মতো পথমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৩০ জুন রোববার দিনব্যাপী সিটির জ্যামাইকার ১৬৯ স্ট্রিট থেকে ১৬৫ স্ট্রিট পর্যন্ত হাইল্যান্ড এভিনিউর উপরে এই মেলার আয়োজন করা হয়। এতে জ্যামাইকাবাসী ছাড়াও সিটির বিভিন্ন স্থান থেকে সর্বস্তরের নরনারী সপরিবারে অংশ নেন। তবে (বাকি অংশ ১৩ এর পাতায়)

## সাঈদ তারেকের কলাম

# সরকারি চাকুরিতে কারা যায়!

সরকারি অফিস আদালতে ঘুষ দূর্নীতি লুটপাটের এত মচ্ছব কেন এ ব্যপারে ফেসবুকে একজনের একটা মনস্তাত্বিক ব্যখ্যা দেখলাম। বিশেষ করে বিসিএস পাশ করে চাকুরিতে যোগ দেওয়া মাত্রই এক শ্রেণীর তরুন যুবক হাভাতের মত দুই হাতে যা পায় লুটতে থাকে কেন, বিষয়টা নিয়ে আমিও বেশ ভেবেছি। অথচ এরাই কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় নীতিকথা আউড়েছে, সমাজ বদলের গান গেয়েছে। ভদ্রলোক বলেছেন আজকাল বিসিএস দেয় বা পাশ করে সরকারি চাকুরিতে আসে (বাকি অংশ ৪ এর পাতায়)

# সামারে মসজিদগুলোতে ইসলামিক ক্লাশ শুরু

**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:**
প্রতিবছরের মতো এবছরও সামার ভ্যাকেশনে অর্থাৎ গ্রীষ্মের বন্ধে নিউইয়র্কের মসজিদগুলোতে ইসলামিক ক্লাশ শুরু হয়েছে। এসব ক্লাশে পবিত্র কুরআন বা ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। এতে আগ্রহী হয়ে অনেক শিশু-কিশোর-কিশোরীরা মসজিদমুখী হচ্ছে। পাশাপাশি অভিভাবকরাও খুশি। এদিকে মুসলিম কমিউনিটির নতুন প্রজন্ম নৈতিক শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলেই তারা পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হিসেবে গড়ে উঠবে- এমনটাই আশা ইসলামিক স্কলারদের।
জানা গেছে, (বাকি অংশ ১০ এর পাতায়)

## স্বাস্থ্য সুরক্ষা

# গাড়ি চালানোর সময় মেরুদণ্ডে আঘাত যা করণীয়

**অধ্যাপক ডা. হারাধন দেবনাথ**

গাড়ি চালানোর সময় অসাবধানতাবশত ছোট বা বড় যেকোনো ধরনের দুর্ঘটনার শিকার হতে পারেন যে কেউ। এসব দুর্ঘটনায় মেরুদণ্ডে আঘাত পেলে সেটা হয় ভয়াবহ ও গুরুতর বিষয়। এমনকি মেরুদণ্ডে আঘাতের কারণে স্বাভাবিক জীবনযাপনও ব্যাহত হতে পারে। গাড়ি দুর্ঘটনায় মেরুদণ্ডে আঘাত পাওয়ার অনেকগুলো কারণের একটি হলো সিটবেল্ট (বাকি অংশ ২৭ এর পাতায়)

## নতুন পাইলট প্রোগ্রাম চালু

# অভিবাসীদের জন্য প্রিপেইড ডেবিট কার্ড

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:**
অভিবাসীদের খাদ্য সহায়তা নিশ্চিত করতে পাইলট প্রোগ্রামের আওতায় ডেবিট কার্ডের লিমিট বাড়ানো হচ্ছে। গত ২ জুলাই মঙ্গলবার সিটি কর্মকর্তারা জানান, বাড়তি কার্ড লিমিটের আওতায় নিউয়র্কের প্রায় ৭ হাজার ৩০০ অভিবাসী পরিবার পাইলট প্রোগ্রামের সুবিধা পাবে। গত ১৬ জুন থেকে প্রিপেইড ডেবিট কার্ড প্রোগ্রামটির চালু হয়। এর মাধ্যমে খাবার এবং শিশু খাদ্য কিনতে ৪ জনের অভিবাসী পরিবারকে সাপ্তাহিক হারে নির্দিষ্ট পরিমানে অর্থ দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে ৯০০ অভিবাসী শিশুসহ ১৩০০টি পরিবারকে প্রিপেইড কার্ড দেওয়া হয়েছে। কর্মকর্তারা বলেন, প্রাথমিকভাবে সিটির ৩টি হোটেলে চালূ হলেও, (বাকি অংশ ৮ এর পাতায়)

আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড আয়োজনের বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে জ্যামাইকায় হিলসাইড এভিনিউস্থ খলিল বিরিয়ানী হাউজ মিলনায়তনে সাংবাদিকদের সাথে বিস্তারিত কথা বলেন খলিলুর রহমান।

# কবর জীবনের অসহায়ত্বের সাথী

**জাফর আহমাদ**

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য করবে সে তাদের সহযোগী হবে, যাদেরকে আল্লাহ পুরস্কৃত করেছেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীলদের মধ্যে থেকে। মানুষ যাদের সংগ লাভ করতে পারে তাদের মধ্যে এরা কতই না চমৎকার সঙ্গী।"(সুরা নিসা:৬৯)
জীবিত ব্যক্তি নিজের মুক্তির জন্য দুনিয়াতে অনেক কিছুই করতে পারে। কিন্তু মৃত ব্যক্তি নিজের মুক্তির জন্য আর কিছুই করতে পারে না। বরং তখন শুধুই হিসাবের পালা শুরু হয়। মৃত্যুর সাথে সাথে তাকে সকল কিছুর ইতি (বাকি অংশ ২৯ এর পাতায়)

# পেন স্টেশনে ভাড়া ফাঁকি রোধে পাইলট প্রোগ্রাম চালু

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:**
পেন স্টেশনে ভাড়া ফাঁকি রোধে পাইলট প্রোগ্রাম চালু করেছে মেট্রোপলিটন ট্রান্সপোর্টেশন অথোরিটি-এমটিএ। সোমবার এমটিএ কর্তৃপক্ষ জানায়, পেন স্টেশনে বোর্ডিংয়ে সময় লং আইল্যান্ড রেল রোডের যাত্রীদের টিকিট চেক করা হবে। গেটিং নামে পরিচিত এই প্রোগ্রামটি ইতিমধ্যেই মেটস উইলেটস পয়েন্ট এবং ফরেস্ট হিল স্টেশনগুলোতে চালু আছে বলে জানিয়েছে এমটিএ। নতুন করে পেন স্টেশনে প্রোগ্রামটি কার্যকর করা হয়েছে। এমটিএ অনুসারে এই পোগ্রামটির (বাকি অংশ ৮ এর পাতায়)

# নিউইয়র্কে চালু হয়েছে 'হাউ মেনি স্টপস অ্যাক্ট'

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:**
সোমবার থেকে নিউইয়র্কে 'হাউ মেনি স্টপস অ্যাক্ট' প্রোগ্রামটি কার্যকর হয়েছে। 'হাউ মেনি স্টপস অ্যাক্ট' এর প্রোগ্রামটির আওতায় এনওয়াইডিপি অফিসারদের বেসামরিক ব্যক্তিদের সাথে হওয়ার প্রতিটি এনকাউন্টারের সাথে সাথে তাদের বয়স, জাতিসহ বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হবে। বিতর্কিত এই প্রোগ্রমটির সমর্থকেরা জানান, এই প্রোগ্রামটি পুলিশের কাজের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতাকে উন্নত করবে।
গত বছরের ডিসেম্বরে সিটি কাউন্সিলে 'হাউ মেনি স্টপস অ্যাক্ট' বিলটিকে আইনে পরিনত করা হয়। যদিও মেয়র এরিক এই বিলটির বিরোধীতা করে বলেন, এর মাধ্যমে পুলিশের কাজের গতিকে অনকে কমিয়ে দিবে। এনওয়াইডিপির এক মুখপাত্র বলেন, আইন মেনে চলার জন্য ডিপার্টমেন্টে নীতি, প্রশিক্ষণ এবং (বাকি অংশ ১৩ এর পাতায়)

# 'আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড' ১৭ নভেম্বর

**নিউইয়র্ক (ইউএনএ):**
আমেরিকায় বাংলাদেশী খাবার দেশী-বিদেশীদের পছন্দের খাবার হয়ে উঠেছে। এই খাবরের পছন্দের তালিকার শীর্ষে রয়েছে বিরিয়ানীসহ আরো অনেক খাবার। বাংলাদেশী খাবার ব্র্যান্ডিং করার পাশাপাশি দেশী-বিদেশী খাবার নিয়ে নিউইয়র্কে প্রথমবারের মতো আয়োজন করা হচ্ছে আন্তর্জাতিকমানের 'আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড-২০২৪' অনুষ্ঠান। বৃহস্পতিবার (৪ জুলাই) দুপুরে জ্যামাইকায় হিলসাইড এভিনিউস্থ খলিল বিরিয়ানী হাউজ মিলনায়তনে আয়োজিত জনাকীর্ণ এক সংবাদ সম্মেলনে (বাকি অংশ ১৩ এর পাতায়)

# যে প্রক্রিয়ায় বাড়ী বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন

**এম কামাল**

এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসেবে সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন- তারা জানেন, আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রি হয়ে যাবে। এ ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ। কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তারাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে (বাকি অংশ ২৭ এর পাতায়)

## এক স্লিপ

**সালাহউদ্দিন আহমেদ:**
যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসীদের সামাজিক সংগঠন টাঙ্গাইল সোসাইটি ইউএসএ'র বার্ষিক বনভোজন ছিলো রোববার (৭ জুলাই)। নিউইয়র্কের কিংসল্যান্ড পয়েন্ট পার্কে এই বনভোজনের আয়োজন করা হয়। দিনভর ৯০ ডিগ্রি তাপমাত্রার পরও ৫ শতাধিক প্রবাসী বাংলাদেশী এই বনভোজেনে অংশ নেন। এতে টাঙ্গাইলবাসী ছাড়াও কিশোরগঞ্জ, বরিশাল, ফেনী, নোয়াখালী প্রভৃতি জেলার লোকজনও স্বতস্ফূতৃভাবে অংশ নেন বলে বনভোজনে অংশ নেয়া একাধিক প্রবাসী জানান। তারা বলেন, টাঙ্গাইল সোসাইটি (বাকি অংশ ১৩ এর পাতায়)

বাংলা পত্রিকা পড়ুন, লেখুন ও বিজ্ঞাপন দিন।

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd floor), LIC, NY 11101, USA, Tel: 718 482 9923, 718 482 1169Fax: 718 482 9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com